উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 16 December 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 207 MLD

হেড আতঙ্কে দোসর স্মিথ

▸▸ এগারোর পাতায়

স্টল বুকিং শেষ

আবেদনের আগেই বইমেলার স্টল বণ্টন শেষ! অথচ জানতেই পারল না অধিকাংশ প্রকাশনী সংস্থা। স্টল মেলেনি খোদ মালদা শহরের অধিকাংশ প্রকাশনী সংস্থারই। ঘটনায় মালদা জেলা বইমেলা ঘিরে বড়সড়ো বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

▸▸ বিস্তারিত নয়ের পাতায়

ডিএমের ফেক আইডি

উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনার নামে ফেসবুকে পাওয়া গেল ভুয়ো অ্যাকাউন্ট। বিষয়টি রবিবার সকালে নজরে আসতেই জেলা শাসক নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এবিষয়ে পোস্ট করেছেন। জেলা পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

▸▸ বিস্তারিত তিনের পাতায়

কারখানায় দুর্ঘটনার পরেও মাধ্যমিক দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

আঙুল হারিয়েও লক্ষ্যে স্থির

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : আসলে গোটা ঘটনাটি হার না মানা জেদের রোজনামচা। কৃষক পরিবারের ছেলে। দারিদ্রের মধ্যে অল্প বয়সে রোজগারের পথ বেছে নিয়ে ছিল প্লাইউডের কারখানায় দিনমজুরি করে। একইসঙ্গে চলছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি। স্বপ্ন ছিল সরকারি চাকরি করবে। পরিবারের লোকজনের আর্থিক সমস্যা মেটাবে। কিন্তু, এক নিমেষে সব শেষ হয়ে গেল। কারখানায় কাজ করতে গিয়ে ডানহাতের তিনটা আঙুল মেশিনে কাটা পড়ল শেরগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র সঞ্জয় দেবশর্মার। গুরুতর জখম অবস্থায় কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি আছে সে।

কিন্তু, এটা তো অদম্য লড়াইয়ের উদাহরণ। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা সঞ্জয় কীভাবে দেবে, তা নিয়ে পরিবারের মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু, হাসপাতালের বেডে শুয়েও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রবল ইচ্ছাশক্তি দেখাচ্ছে সাহসী সঞ্জয়। তাঁর কথায়, 'এখনও মাধ্যমিকের ফাইনাল পরীক্ষার সময় আছে হাতে। ইচ্ছে রয়েছে, এই সময়ের মধ্যে বামহাতে লেখা প্র্যাকটিস করে এবছরেই পরীক্ষায় বসব।'

সঞ্জয়ের বাবা হীতেশ দেবশর্মা উদ্বেগের সুরে বলেই ফেলেন, 'ছেলেটি সংসারে আয়ের জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি কারখানায় কাজও করছিল। এখন কী হবে? ঈশ্বরই একমাত্র জানেন।' প্রতিদিনের মতো শনিবার বাড়িতে পড়াশোনার

কালিয়াগঞ্জে হাসপাতালে সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলছেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ। - সংবাদচিত্র

পর এলাকার এক প্লাইউড কারখানায় কাজ করতে গিয়েছিল সঞ্জয়। সন্ধ্যার পরে মেশিনে কাঠের রোল তৈরি করতে গিয়ে অসতর্কভাবে ডান হাতের তিনটে আঙুল মেশিনে লেগে হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ডানহাতের তালুও কেটে যায়। মিলের কর্মীরা গুরুতর আহত অবস্থায় সঞ্জয়কে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে রবিবার সকালে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নিতাই বৈশ্য সঞ্জয়ের সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করেন। পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। এবছর সঞ্জয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছিল শহরের পার্বতীসুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়ে।

স্কুল কর্তৃপক্ষও পাশে থাকার চেষ্টা করছে। বিষয়টি কানে যেতেই শেরগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক সুজয় সরকার জানালেন, 'বামহাত দিয়ে নয়, আমরা স্কুল কর্তৃপক্ষ সঞ্জয়কে ওর থেকে নীচু ক্লাসের এক ছাত্রকে রাইটার হিসেবে দেব। পড়াশোনার ক্ষেত্রে এই দুর্ঘটনা যাতে ওর জীবনে কোনওরকম আঁচড় কাটতে না পারে, তার যথাসম্ভব চেষ্টা করব।'

কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরণ্ময় সরকার জানালেন, 'সঞ্জয়ের পাশে আমরা সবসময় থাকব। মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকের সাথে কথা বলে যথাসম্ভব ওকে মানসিকভাবে সহযোগিতা করব।'

কী ঘটেছিল

- শনিবার বাড়িতে পড়াশোনার পর এলাকার এক প্লাইউড কারখানায় কাজ করতে গিয়েছিল সঞ্জয়
- সন্ধ্যার পরে মেশিনে কাঠের রোল তৈরি করতে গিয়ে অসতর্কভাবে ডান হাতের তিনটে আঙুল মেশিনে লেগে হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়
- ডান হাতের তালুও কেটে যায়। মিলের কর্মীরা গুরুতর আহত অবস্থায় সঞ্জয়কে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়

একসুরে বাংলাদেশ ও তৃণমূল বিরোধিতা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : গীতা পাঠে বাংলাদেশের কেউ কেউ অংশ নেবেন, আগেই ঘোষণা ছিল। কিন্তু গীতা পাঠের মঞ্চে একসঙ্গে উচ্চারিত হল বাংলাদেশ ও তৃণমূল বিরোধিতা। আরও স্পষ্ট করে বললে মুসলিম বিরোধিতার সুর উচ্চগ্রামে তোলা হল। একই কারণে ওই মঞ্চে তুলোধোনা করা হল রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে।

ধর্মের পাশাপাশি রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা স্পষ্ট হয়ে গেল ওই কর্মসূচিতে। গীতা পাঠের আয়োজন করেছিল সনাতন সংস্কৃতি সংসদ। কর্মসূচিটির আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ।' আগে একবার এ রকম কর্মসূচি হয়েছিল কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। রবিবারের গীতা পাঠ একইসঙ্গে হয় শিলিগুড়ির অদূরে কাওয়াখালিতে ও উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয়। দুটি স্থানের কাছেই বাংলাদেশ সীমান্ত।

ধর্মীয় নেতাদের পাশাপাশি বিজেপি নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল ওই অনুষ্ঠানে। কাওয়াখালিতে ছিলেন খোদ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, দলের আরেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা দিলীপ ঘোষ ছাড়াও দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, শিলিগুড়ি মহকুমার দুই বিধায়ক শংকর ঘোষ ও আনন্দময় বর্মন। এসেছিলেন ব্যারাকপুরের অর্জুন সিংও। তাঁরা অবশ্য মঞ্চে ওঠেননি।

গীতা পাঠে প্রতিরোধের ডাক

নীচে বসেই তাঁরা সংবাদমাধ্যমের কাছে তৃণমূল বিরোধিতার সুর চড়া করেছেন। দিলীপ ক'দিন ধরে উত্তরবঙ্গে রয়েছেন এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করছিলেন। তাঁর সেই বেঁধে দেওয়া সুরই শোনা গেল রবিবারের কর্মসূচিতে। সংখ্যালঘুরা একসময় সংখ্যাগুরু হয়ে উঠবে বলে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সাম্প্রতিক মন্তব্যকে নিশানা করেন ধর্মীয় নেতারা।

মঞ্চে বসে যার সূচনা করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘ বেলডাঙার সভাপতি স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ যিনি কার্তিক মহারাজ নামে পরিচিত। যাঁকে নিয়ে গত লোকসভা নির্বাচনের সময় বিতর্ক কম হয়নি। কার্তিক মহারাজ বলেন, 'কলকাতার মেয়র শরিয়ত আইন কায়েম করার কথা বলছেন। একবারও বললেন না মুসলিমরা শিক্ষিত হয়ে দেশে প্রথম স্থান অধিকার করবে। সংবিধানের শপথ নিয়ে মন্ত্রী হয়ে ফিরহাদ হাকিমের মতো মানুষ সংখ্যাগুরু হওয়ার যে ডাক দিচ্ছেন, তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের শোনা উচিত।'

আবার মঞ্চের নীচে সামনের সারিতে বসে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'রাজ্যের গ্রামগঞ্জে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের আড্ডা জমছে। ছোট ছোট পাকিস্তান, বাংলাদেশ তৈরি হচ্ছে। যার ইঙ্গিত জেনে বুঝে ফিরহাদ হাকিম দিয়েছেন। হিন্দুদের তাই ভাবতে হবে।' দলের এখনকার রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নিশানাতেও ফিরহাদ ও তাঁর এরপর দশের পাতায়

বাইকের ধাক্কা, বেদম প্রহারে কোমায় চালক

কালিয়াগঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : বাইকের ধাক্কায় আহত হন বিয়ের অনুষ্ঠানে আসা এক ব্যক্তি। তার জেরে বিয়েবাড়ির লোকজনের বেদম প্রহারের শিকার হলেন চালক। গুরুতর জখম অবস্থায় শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে কোমায় রয়েছেন সদ্য তরুণ ওই বাইকচালক। শুক্রবার ঘটনার বিচার চেয়ে কালিয়াগঞ্জ থানায় বিয়েবাড়িতে উপস্থিত পাঁচজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন চালকের মাসতুতো দিদি। ঘটনার জেরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুইজনকে।

গত বৃহস্পতিবার ওই এলাকার সরকার বাড়িতেই এক মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল। প্রসন্নর মাসতুতো দিদি তথা বিবাহসূত্রে কালিয়াগঞ্জের পলিহার নিবাসী রূপা সরকারের অভিযোগ, 'করণদিঘি থেকে বাইক নিয়ে ১২ ডিসেম্বর রাত্রি আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ আমার বাড়িতে বেড়াতে আসছিল ভাই প্রসন্ন। পথে ইটাহারের বাসিন্দা আরেক বন্ধু নারায়ণ সাধককে বাইকে সঙ্গে নেয়। কালিয়াগঞ্জ ব্লকের সাহেবঘাটায় আসতেই পথে এক বিয়েবাড়ির সামনে এক ব্যক্তির গায়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে।'

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, বাইকের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে আহত হন ওই ব্যক্তি। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিয়েরবাড়ির লোকজন মিলে প্রসন্ন ও তাঁর বন্ধুকে লাঠি, লোহার রড, বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। ইট ও রড দিয়ে বছর একুশের ওই তরুণের মাথায় ক্রমাগত আঘাত করে স্থানীয় রাঁধুনি পাড়ার কয়েকজন বাসিন্দা। গুরুতর আহত তরুণের বাইকটি ভাঙচুর করে, মোবাইলগুলোও কেড়ে নেয় ওই বিয়েবাড়ির লোকজন।

রূপা সরকারের দাবি, 'পরবর্তীতে আশেপাশের লোকজন এসে আমার রক্তাক্ত ভাই ও ভাইয়ের বন্ধুকে কোনওমতে বাঁচিয়ে চিকিৎসার জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দেয়। শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার দরুন ভাইকে আপাতত শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু আমার ভাই প্রসন্ন কোমায় চলে গিয়েছে। আমি চাই, এই ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগভাবে কঠিন শাস্তি দেওয়া হোক।'

> করণদিঘি থেকে বাইক নিয়ে ১২ ডিসেম্বর রাত আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ আমার বাড়িতে বেড়াতে আসছিল ভাই প্রসন্ন। পথে ইটাহারের বাসিন্দা আরেক বন্ধু নারায়ণ সাধককে বাইকে সঙ্গে নেয়। কালিয়াগঞ্জ ব্লকের সাহেবঘাটায় আসতেই পথে এক বিয়েবাড়ির সামনে এক ব্যক্তির গায়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে তার বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে।
>
> **রূপা সরকার,** আহতের দিদি

কালিয়াগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি মহিম অধিকারী বলেন, 'নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ওই সরকার পরিবারের সদস্য প্রকাশ সরকার এবং প্রদীপ সরকারকে শনিবার বিকালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার রায়গঞ্জ কোর্টে ধৃতদের রিমান্ডের আবেদন চেয়ে তোলা হলে কোর্ট ১ দিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চলছে।'

সম্প্রীতির হাত ধরে সামাজিক অভ্যুত্থান

নয়া দিশা বাংলায় — শেষ কিস্তি

কালিয়াচকের শিক্ষা বিপ্লবে অন্যতম দিক, হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মেয়েরাই অন্য জীবনের সন্ধান পাচ্ছেন। সমাজে ছড়াচ্ছেন নতুন আলো।

রণবীর দেব অধিকারী ও সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৫ ডিসেম্বর : আবাসিক মিশনের কর্ণধার আমিরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঢুকে পড়া গেল হস্টেলের হেঁশেলে। জনা তিনেক মহিলা বসে সবজি কাটছিলেন। সকলেরই হাত যেমন চলছে, মুখও চলছে সমান তালে। নিজেদের সাংসারিক গল্পগুজবের ফাঁকে হাসির রোলও উঠছে মাঝে মাঝে।

আলাপ করার আগেই বোঝা গেল, প্রত্যেকেই কাজ করছেন খোশমেজাজে। একজন জমি বিবি, একজন অঞ্জলি মণ্ডল ও আরেকজনের নাম অণিমা মণ্ডল। তিনজনই কালিয়াচকের বাসিন্দা। কোনও ছুঁতমার্গ নেই। সম্প্রীতির আবহে যে যাঁর কাজ করে চলেছেন। অঞ্জলি বললেন, 'এই স্কুলে কাজ করেই আমাদের সংসার চলছে। ছেলেমেয়ের পড়াশোনার ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন স্কুলের স্যররা। না হলে আমাদের মতো গরিব পরিবারের সন্তানদের ভালো স্কুলে পড়ার কথা ভাবাটাও তো বিলাসিতা।' অঞ্জলির কথাকে সমর্থন করে ফুট কাটলেন অণিমা ও জমি বিবি। বলছিলেন, 'এই স্কুল না থাকলে কাজের সন্ধানে তাঁদের ছুটতে হত বাইরে, এমনকি ভিনরাজ্যে।'

বস্তুত, এই বেসরকারি মিশন স্কুলগুলি শিক্ষার আলো ছড়ানোর পাশাপাশি বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়ে বদলে ফেলেছে কালিয়াচকের আর্থসামাজিক চিত্রটাও। শুধু শিক্ষিত বেকারদের শিক্ষকতার চাকরিই নয়, অশিক্ষক কর্মী, হস্টেলের ওয়ার্ডেন, গার্ড, রাঁধুনি, গাড়িচালক থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদে কাজ পেয়ে কত মানুষের যে কর্মসংস্থান হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। স্থানীয়দের পাশাপাশি কাজ জুটেছে বহু ভিনজেলার মানুষেরও।

হাতা-খুন্তি ছেড়ে কথা বলতে এগিয়ে এলেন কালাচাঁদ মণ্ডল। তাঁর বাড়ি মালদার বৈষ্ণবনগর থানার ভগবানপুরে। তিনি এখানে ১৭ বছর ধরে কুক হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আরও ৪ জন কুক ও ১০ জন সহকারী। বাড়িতে তাঁর তিন ছেলে ও স্ত্রী।

মিশনের হেঁশেলে সম্প্রীতির ছবি। রবিবার কালিয়াচকে তোলা সংবাদচিত্র।

বছর পঁয়তাল্লিশের কালাচাঁদের মন্তব্য, 'আগে ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতে যেতাম। আর গ্রামে থাকলে এক রান্নার ঠাকুরের সঙ্গে সহযোগী হিসেবে মাঝেমধ্যে কাজ করতাম। খুব কষ্টে চলছিল সংসার। হঠাৎ একদিন এখানে কাজের সন্ধান পেতেই চলে আসি। সেই থেকে আজ ১৮ বছর হল, এই স্কুলেই রান্নার কাজ করছি। এখন আমার মোটামুটি ভালোভাবেই চলছে। সপ্তাহে একদিন বাড়িও যেতে পারি।'

নিজে নিরক্ষর। তাই পড়ুয়াদের রান্না করে খাওয়াতে আলাদা একটা আনন্দও পান বলে জানালেন রাঁধুনি কালাচাঁদ। ইচ্ছে আছে, ছেলে ক্লাস ফাইভে উঠলে তাকেও এই ভালো স্কুলে পড়িয়ে উচ্চশিক্ষিত করবেন।

মেয়েদের হস্টেলে ওয়ার্ডেন পদে কাজ করেন সুলতানগঞ্জের মঞ্জু বসাক। তাঁকেও সাহারা দিয়েছে এই স্কুল। মঞ্জুর কথায়, 'আমার স্বামীর নিজের একটা ট্যাক্সি ছিল। সেটা চালিয়েই জীবিকানির্বাহ করত। ৮ বছর হল, গাড়ির চাকা বন্ধ। চলবে কী করে? চালক নিজেই তো অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী।' মঞ্জুর স্বামীর হার্টের বাইপাস সার্জারি হয়েছে। সঙ্গে আরও নানা রোগ বাসা বাঁধায় তিনি কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। মঞ্জুর সংযোজন, 'মাঝে দুটো বছর খুব কষ্টে এরপর দশের পাতায়

খোঁজাখুঁজি

কী লুকোচ্ছেন বৃন্দা আর সিবিআই

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের হত্যার পর তদানীন্তন সুপার সন্দীপ ঘোষ এবং স্থানীয় থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। এঁদের প্রতি আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের তীব্র আক্রোশ লক্ষ করা গিয়েছে। খুন-ধর্ষণের ঘটনার প্রমাণ লোপাটের মামলায় জামিন পেয়ে গিয়েছেন দুজনে। কারণ নব্বই দিন পার হয়ে গেলেও সিবিআই এঁদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করতে পারেনি।

এর ঠিক দু'দিন আগেই নিহত ডাক্তারের পরিবারের কৌঁসুলি বৃন্দা গ্রোভার এই মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। কেন বৃন্দা নিজেকে এই মামলা থেকে সরিয়ে নিলেন সে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণই অন্ধকারে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন ডাক্তারের পরিবার। বৃন্দা নিজে বলেছেন, 'মাঝে কিছু বিষয় এসে যাওয়ায় এবং পরিস্থিতির ফলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' সেইসঙ্গে বৃন্দা এই কথাও পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন, সিবিআই বা রাজ্য সরকার কারও তরফ থেকে তাঁকে সরে দাঁড়ানোর জন্য চাপ দেওয়া হয়নি। মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তটি একান্তই তাঁর নিজস্ব।

পরপর দু'দিনের এই দুটি ঘটনা নিতান্ত হালকাভাবে কিন্তু নেওয়া যাচ্ছে না। বরং দুটি ঘটনাকে পাশাপাশি রাখলে এটাই মনে হচ্ছে, এর আড়ালে এমন কিছু সত্য লুকিয়ে আছে, যা প্রকাশ্যে আনতে কেউই চাইছেন না।

বৃন্দা এই দেশের একজন প্রথম সারির আইনজীবী। তিনি সেপ্টেম্বর থেকে বিনা পারিশ্রমিকে নিহত ডাক্তারের পরিবারের কৌঁসুলি হিসাবে এই মামলাটি লড়ছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট থেকে শুরু করে শিয়ালদা কোর্ট, এসিজেএমের আদালত পর্যন্ত বৃন্দা উপস্থিত ছিলেন। অন্য অনেকের মতোই আরজি করের নৃশংস হত্যাকাণ্ড বৃন্দাকেও বিচলিত করেছিল। তাই বিনা পারিশ্রমিকে তিনি এই মামলাটি লড়তে এসেছিলেন। তাহলে কী এমন কারণ ঘটল যে বিবেকের তাগিদে লড়তে আসা বৃন্দা মামলাটি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন?

কেন সরিয়ে নিলেন, তা ভেঙে কিছু বলেননি বৃন্দা। কিন্তু যেটুকু বলেছেন এরপর দশের পাতায়

প্রসূতির সাহায্যে এগিয়ে এলেন পুলিশকর্মীরা। রবিবার মালদায় ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।

রথবাড়িতে রাস্তার পাশে সন্তান প্রসব

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৫ ডিসেম্বর : তাজ্জব হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা। পুলিশ ও স্থানীয় মহিলাদের সহায়তায় মালদা শহরের ব্যস্ততম এলাকায় রবিবার দুপুরে রাস্তার পাশেই সন্তান প্রসব করলেন গর্ভবতী। আপাতত মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মা ও সন্তান।

রবিবার দুপুরে রথবাড়ি মোড়ে আচমকাই কানে আসে এক মহিলার যন্ত্রণার আর্তি। মালদা কলেজ মাঠ সংলগ্ন ট্রাফিক পোস্টের পাশের ফুটপাথে ওই গর্ভবতীকে নিয়ে ব্যস্ত আরও কয়েকজন মহিলা। আর ট্রাফিক পোস্টের ছাতা দিয়ে একদিক আড়াল করে, অন্যদিকে ফ্লেক্স হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ট্রাফিক আইসি ও কনস্টেবলরা। কয়েক মিনিটের এই ছবির মধ্যেই হঠাৎ শোনা গেল সদ্যোজাতের কান্নার আওয়াজ। আড়াল করা অংশের ভেতর থেকে এক মহিলার কথা ভেসে এল 'ছেলে হয়েছে'। চিন্তাগ্রস্ত চেহারাগুলিতে তখন খুশির ছাপ। এরই মধ্যে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছাল অ্যাম্বুল্যান্স। সদ্যোজাত সহ প্রসূতিকে পাঠানো হল মালদা মেডিকেলে।

ঘটনার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী আইনজীবী সারিফুল আলমের প্রতিক্রিয়া, 'রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে কানে আসে এক মহিলার চিৎকার। পাশের ট্রাফিক পোস্টে সেই সময় কর্মরত ছিলেন কনস্টেবল প্রদীপ সরকার ও দুই সিভিক ভলান্টিয়ার অর্জুন কর্মকার ও ভীম ঘোষ। ওনারা ওই মহিলার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন।'

সূত্রের খবর, কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা অ্যাম্বুল্যান্সে ফোন করার পাশাপাশি আইসিকেও খবর দেন। বিষয়টি জেনে আইসি আশিস কুণ্ডু ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পুলিশকর্মী ও ঘটনাস্থলে উপস্থিত সকলেই পুরুষ। তাই স্থানীয় কয়েকজন মহিলাকে ডেকে আনা হয়। পাশাপাশি ট্রাফিক পোস্টের ছাতা ও ফ্লেক্স দিয়ে জায়গাটা ঘিরে ফেলা হয়। সকলের মিলিত চেষ্টায় ওই মহিলার সন্তান প্রসব হয় নির্বিঘ্নে। ইতিমধ্যে চলে আসে অ্যাম্বুল্যান্স। মা ও সন্তানকে মালদা মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। দুজনেই সুস্থ রয়েছে।

প্রসূতির স্বামীর কথায়

- সাত মাস পর দিল্লি থেকে আজ ফিরেছি। স্টেশন থেকে রথবাড়িতে বাস ধরতে এসেছিলাম। এরই মধ্যে স্ত্রীর প্রসবযন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়
- কাছাকাছি কোনও ডাক্তারের খোঁজ করতে গিয়ে ওই ট্রাফিক পোস্টের সামনে চলে যাই। এরই মধ্যে স্ত্রীর অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। কী করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। স্থানীয় ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা এগিয়ে এসে সাহায্য করেন
- স্ত্রী জন্ম দিয়েছে পুত্রসন্তানের। ওদের মালদা মেডিকেলে নিয়ে এসেছি। আপাতত দু'জনেই ভালো আছে

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

গুকেশের রাজপাটে প্রচুর পিছিয়ে উত্তরবঙ্গ

সোয়েব আজম

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : সম্যক ধারেয়া যখন শিলিগুড়িতে বাবুপাড়ার বাড়িতে বসে অনলাইনে পুনের কোচের কাছে কোচিং নিচ্ছেন, তখন গোটা ভারত ডোম্মারাজু গুকেশের বিশ্বজয়ের আনন্দে মজে। কিছুক্ষণ পরেই গুকেশের প্রতিটি চাল উঠে গেল সম্যকের নোটবুকে।

পনেরো বছরের সম্যক গত মাসেই ব্রাজিলে অনূর্ধ্ব-১৬ যুব বিশ্ব দাবায় ১৭ নম্বরে শেষ করেছে।

গুকেশের বিশ্বজয়ের প্রভাব কতটা পড়তে পারে উত্তরবঙ্গে? এই প্রশ্ন নিয়ে উত্তরবঙ্গের সব জেলার দাবা সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে কথা বললে, অধিকাংশের কাছে শোনা যাচ্ছে সম্যকের নাম। বাকিটা কিন্তু অন্ধকারই। জিএম নর্ম দূরে থাক, সম্যক এখনও আইএম নর্মই পাননি। কেউই পাননি।

উত্তরবঙ্গের দাবার এই চরম দুরবস্থা কেন?

দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার সচিব বাবলু তালুকদারের মন্তব্য, 'কলকাতার দাবাড়ুরা অল্প বয়সেই আইএম বা জিএম-দের থেকে কোচিং পাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের সেই সুযোগ নেই। স্থানীয় কোচের কোচিংয়ে আন্তর্জাতিক সাফল্য পাওয়া মুশকিল।' অন্য বিশ্লেষণও রয়েছে। যেমন জলপাইগুড়ি জেলা দাবা সংস্থার সচিব সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য তুলে ধরছেন সমস্যার অন্য দিক, 'দাবাড়ুরা ক্লাস নাইন-টেনে ওঠার পর বাবা-মায়েরা পড়াশোনায় অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। ওই সময় দাবা খেলা বন্ধ করে দেওয়ার কারণে ছেলেমেয়েরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।'

এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের সেরা দাবাড়ু সম্যকের এলো রেটিং ২১৭৩। তার আক্ষেপ, 'উত্তরবঙ্গে সম মানের প্রতিযোগীর সংখ্যা খুব কম। তাই চেষ্টা চালাচ্ছি দক্ষিণ ভারতে গিয়ে থাকার। নিয়মিত কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেললে আরও উন্নতি করতে পারব।' তার কথার সমর্থন উঠে এল কোচবিহার দাবার সচিব দীপক করের কথায়। তিনিও মানলেন, 'চার বছর আগে কোনও দাবা মিটে ৩০ জন প্রতিযোগী পাওয়া মুশকিল ছিল। এখন সেটা ১০০ পেরিয়েছে। তবে ভালো মানের দাবাড়ুর সংখ্যা কম।' আলিপুরদুয়ারের দাবার প্রধান দুলাল ঘোষও শিলিগুড়ির কর্তা বাবলুর সঙ্গে একমত, 'প্রতিভা আছে। তার বিকাশ হচ্ছে না ভালো কোচিংয়ের অভাবে।'

প্রশ্ন উঠল, অতীতে উত্তরবঙ্গের টিটি প্লেয়াররা যেমন অনেকে কলকাতায় কোচিং নিতে যেতেন, দাবায় তেমন ছবি দেখা যায় না কেন?

কোচবিহার দাবার কর্তা দীপকের উত্তর, 'কলকাতা থেকে নিয়মিত কোচদের নিয়ে আসা খরচসাপেক্ষ।' প্রতি মাসে কলকাতা থেকে আইএম বা জিএম কোচদের নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিয়ে শিলিগুড়ির ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উদ্বোধন হয়েছিল দাবা হাব। কিন্তু দাবাড়ুদের অভিযোগ, ঘোষণা অনুযায়ী এখনও কোনও কোচ আসেননি।

সম্যক ছাড়া উত্তরের কোন দাবাড়ুর দিকে নজর থাকা উচিত? কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে উঠে আসছে কিছু নাম।

জলপাইগুড়ির অঙ্কিত দাস (অনূর্ধ্ব-১১), পরমব্রত সরকার (অনূর্ধ্ব-১৩), ত্রিপর্ণ ঘোষ (অনূর্ধ্ব-১৫) ও কোচবিহারের পরিজ্ঞান চক্রবর্তী (অনূর্ধ্ব-১৪)-রা। গত অক্টোবরে অনূর্ধ্ব-১৫ রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে অঙ্কিত, পরমব্রত ও ত্রিপর্ণ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে। ১৪ বছরের পরিজ্ঞানের রেটিং ১৭৪৩। এদের নিয়ে বিশ্ব পর্যায়ের ভাবনা এখনই অবান্তর।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সচিব অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ফোনে কথা বলার সময় মনে করিয়ে দিলেন উত্তরবঙ্গের আরেক সমস্যার কথা। পরিকাঠামো ও আধুনিক সরঞ্জামের অভাব।

এত সমস্যার মাঝে ৬৪ খোপের খেলায় আরও আলো ছড়ানো সত্যিই কঠিন। বাবলুর অবশ্য ধারণা, 'সম্যক আইএম তো হবেই। ওর মধ্যে জিএম হওয়ারও সমস্ত রসদ রয়েছে।' সম্যকের নিজের কথায়, 'চূড়ান্ত লক্ষ্য জিএম হওয়া। সেটা নির্ভর করছে দুটো বিষয়ের উপর। ভালো প্র্যাকটিস এবং বিদেশে বড় প্রতিযোগিতায় নেমে রেটিং বাড়ানো।'

যা দেখা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গের কাছে চেন্নাই-হায়দরাবাদ এখনও দূর অস্ত। আনন্দ-গুকেশ-অর্জুন-হাম্পিদের ধারেকাছে যাওয়ার মতো নেই কেউ। উত্তরের কাছে দূর কলকাতাও। সেখানে ১১ গ্র্যান্ড মাস্টার আছেন, অথচ ভারতের প্রথম দশে কেউ নেই তাঁরা। উত্তরবঙ্গে তো আইএম নর্মই আসেনি।

সমস্যা যেখানে

- উত্তরবঙ্গে আইএম বা জিএম কোচ নেই
- স্থানীয় কোচেদের কোচিংয়ে আন্তর্জাতিক সাফল্য পাওয়া মুশকিল
- প্রতিযোগিতায় নিয়মিত কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ কম
- দাবাড়ুরা ক্লাস নাইন-টেনে ওঠার পর বাবা-মায়েরা পড়াশোনায় অগ্রাধিকার দিচ্ছেন

Mankind
Serving Life
কবজ্ এন্ড
কোষ্ঠ কাঠিন্যের দ্য এন্ড
• 100% আয়ুর্বেদিক
• 12টি অনন্য ভেষজ
• দানাদার ফর্ম
• কোন অভ্যাস তৈরী হয় না
• কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি
20% EXTRA
NEW
Mankind's
KABZ END
NATURAL LAXATIVE GRANULES
EFFECTIVE RELIEF FROM CONSTIPATION
Visit www.kabzend.com or call 1800 103 4400 (Toll Free)
SMK/BENGALI/P/06-24

শীতের সকালে মাছের খোঁজে... রবিবার গাজোলের কড়কচে। পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

চাকরির নামে প্রতারণা, ভুয়ো ডাক্তারকে ধোলাই

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : পেশায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আবার যোগাযোগ রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গেও। অন্তত সেরকম দাবিই করেন তিনি। পরিষেবার পাশাপাশি অর্থ দিলেই মিলবে চাকরি। এমনই টোপ ফেলে দফায় দফায় আদায় করেন টাকা। কিন্তু কাজের সন্ধান মেলে না। রবিবার রায়গঞ্জের কাশিবাটী এলাকার এক স্থানীয়ের এমনই অভিযোগে একজন 'ভুয়ো' চিকিৎসককে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তোলার কারণে বেধড়ক মারধর দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিল গ্রামের ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

শনিবার রাতের ওই ঘটনায় শোরগোল পড়ে রায়গঞ্জ শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাশিবাটী এলাকায়। ধৃতের নাম অপূর্বকুমার চন্দ। বাড়ি রায়গঞ্জের রাসবিহারী মার্কেট সংলগ্ন বীরনগরে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের প্রতারণা সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ বলেন, 'ধৃতকে রবিবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।'

অভিযোগ

- অপূর্ব চন্দ নামের ওই ব্যক্তি নিজেকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও কবিরাজ বলে পরিচয় দেন
- নিজের ভাগ্নেকে স্বাস্থ্য দপ্তরে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দফায় দফায় বেশ কয়েক হাজার টাকা নেন
- ভাগ্নের পায়ের অসুখ সারাতে তাঁকে ইনজেকশন দিলে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে
- পাশাপাশি চাকরি দেওয়ার নামে নেওয়া টাকাও ফেরত দিতে নানা টালবাহানা করেন

পুলিশ জানিয়েছে, রায়গঞ্জের কাশিবাটী এলাকার বাসিন্দা ভোলা দাসের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বক্তব্য, 'অপূর্ব চন্দ নামের ওই ব্যক্তি নিজেকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও কবিরাজ বলে পরিচয় দেয় এবং তাঁর ভাগ্নেকে স্বাস্থ্য দপ্তরে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দফায় দফায় বেশ কয়েক হাজার টাকা নেয়। আবার ভাগ্নের পায়ের অসুখ সারাতে তাঁকে ইনজেকশনও দেয়। কিন্তু তারপর থেকে আক্রান্তের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। আর চাকরি দেওয়ার নামে নেওয়া টাকাও ফেরত দিতে নানা টালবাহানা করে।'

ওই তথাকথিত চিকিৎসকের বাড়ি থেকে বেশ কিছু নথি পাওয়ার পর তিনি সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত চিকিৎসক নন বরং কোয়াক ডাক্তার বলেই মনে হয় অভিযোগকারীদের। ঘটনায় অপূর্বকুমার চন্দ নামে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভুয়ো ডাক্তারি সন্দেহে শনিবার রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

অপরদিকে, অভিযোগকারীদের থেকে টাকা নেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন অভিযুক্তের স্ত্রী বনানী চন্দ। তাঁর পালটা দাবি, 'অভিযোগকারীরা শনিবার আমাদের বাড়িতে চড়াও হয়। আমার স্বামীকে কাশিবাটী এলাকায় নিয়ে গিয়ে মারধরও করে।' যদিও তিনি এই বিষয়ে এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেননি।

পরকীয়ার জের, তৃতীয়বার বাড়ি থেকে পালাল স্ত্রী

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৫ ডিসেম্বর : সুখের সংসারে তৃতীয় ব্যক্তির স্মার্টফোনে আসক্তি। পরকীয়ার টানে ঘরছাড়া বধূকে সারারাত পাহারা দিলেন স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন। তারপরেও হল না শেষরক্ষা। স্বামীকে একরকম চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েই শৌচালয়ে যাওয়ার নাম করে টিনের বেড়া টপকে পগারপার গৃহবধূ। অবশেষে স্ত্রীর খোঁজে থানার দ্বারস্থ তরুণ স্বামী।

বালুরঘাট ব্লকের হাতিয়াপাড়া গ্রামের এক তরুণের সঙ্গে পতিরাম থানার খুরনা এলাকার এক তরুণীর বিয়ে হয় প্রায় দশ বছর আগে। বর্তমানে তাঁদের একটি আট বছরের কন্যাসন্তানও রয়েছে। পরিবারের দাবি, তাঁদের সাজানো সংসারে সমস্যা শুরু হয় বছর দুয়েক আগে বাড়িতে নতুন স্মার্টফোন আসার পর থেকে। গৃহকর্মে নিপুণা ওই গৃহবধূ ক্রমেই ফোনে আসক্ত হয়ে উঠতে থাকেন। দিনভর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলা, রিলস বানানো অভ্যাসে পরিণত হয়। এভাবেই চলতে চলতে দু'বার নিজের ইচ্ছেতেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন গৃহবধূ। যদিও নিজের ইচ্ছেতেই আবারও একাই বাড়ি ফিরে আসেন।

বালুরঘাট

তবে ওই গৃহবধূর স্বামীর অনুমান, পরকীয়ায় জড়িয়েছে স্ত্রী। তাঁকে শায়েস্তা করতেই সম্প্রতি তার মোবাইল ফোনটি বাজেয়াপ্ত করে নেয় স্বামী। কিন্তু শনিবার দুপুরে ওই গৃহবধূর কাছ থেকে আরও একটি ফোন উদ্ধার হয়। আর এরপরেই শুরু হয় পারিবারিক অশান্তি। পালিয়ে প্রেমিকের কাছে চলে যাবে বলে স্বামীকে একরকম চ্যালেঞ্জ করে বসে ওই গৃহবধূ।

আর এই চ্যালেঞ্জের পরেই গৃহবধূর ওপর তার স্বামী, শাশুড়ি, মেয়ে সহ অন্যদের শুরু হয় কড়া পাহারা। দরজা খোলা থাকার সুযোগ নিয়ে দু'বার দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করে সে। কিন্তু সকলে মিলে ধাওয়া করে তাকে ধরে নিয়ে আসে। কিন্তু গভীর রাতে শৌচালয়ে যাবে বলে স্বামীকে ডেকে বাইরে নিয়ে যায় ওই গৃহবধূ। বাথরুমে যাওয়ার নাম করে পাশের একটি আম গাছে উঠে, টিনের বেড়া টপকে বাইরে বেরিয়ে চম্পট দেয়। নির্দিষ্ট সময়ের পরেও বাথরুম থেকে বেরিয়ে না এলে, স্ত্রীর খোঁজ করলে তাঁর ফের পালানোর ঘটনা নজরে আসে স্বামীর। পরিবারের সকলকে নিয়ে সারা এলাকা তন্নতন্ন করে খুঁজেও আর ওই গৃহবধূর কোনও হদিস মেলেনি বলে দাবি গৃহবধূর স্বামীর। বাধ্য হয়ে বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছেন ওই তরুণ।

গৃহবধূর শাশুড়ি বলেন, 'বৌমা পালাবে বুঝতেই পেরেছিলাম। আমরা নজরেও রেখেছিলাম। কিন্তু রাতে আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়।'

আগুন পোহাতে গিয়ে মৃত বৃদ্ধা

বালুরঘাট, ১৫ ডিসেম্বর : এক সপ্তাহ ধরে তাপমাত্রার পারদ নিম্নগামী। সম্প্রতি ১১ ডিগ্রি পর্যন্ত নেমেছিল তাপমাত্রা। ঠান্ডা রয়েছে এখনও। বহু মানুষ একটু স্বস্তি পেতে আগুন পোহাচ্ছেন। কিন্তু সেই আগুন পোহানোই কাল হল বৃদ্ধা ঝালো মাহাতোর (৬৪)। শীত থেকে বাঁচতে উনুনে আগুন পোহাচ্ছিলেন তিনি। সেই আগুন শাড়িতে লেগে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। ঝালো মাহাতোর বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দামুয়া ঘুঘুডাঙা গ্রামে। রবিবার বালুরঘাট থানার পুলিশ তাঁর মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে।

গত ৭ তারিখ বিকেলে উনুনে আগুন পোহাচ্ছিলেন ওই বৃদ্ধা। সেইসময় কোনওভাবে আগুন লেগে যায় গায়ে। বিষয়টি পরিবারের নজরে আসতেই চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। তড়িঘড়ি তাঁকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সাতদিনের চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থ হয়েছিলেন তিনি। গতকাল সন্ধেয় হঠাৎ মৃত্যু হয় তাঁর।

মৃতের প্রতিবেশী অমল মাহাতোর কথায়, 'রোজ রাজমিস্ত্রির কাজে যাই। সেদিন বাড়ির কাজ করছিলাম। বিকেলের দিকে হঠাৎ চিৎকার শুনতে পাই। দৌড়ে গিয়ে দেখি, বৃদ্ধার গায়ে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। কোনওরকমে আগুন নিভিয়ে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাই। সাতদিন পর মারা যান তিনি।'

বৃদ্ধার নাতি অসীম মাহাতোর বক্তব্য, 'ঠাকুরমা শীত থেকে রেহাই পেতে আগুন পোহাচ্ছিলেন। সেইসময় কাপড়ে আগুন লাগে। ঠান্ডায় গায়ে আগুন লাগার বিষয় বুঝতে পারেননি। অনেকক্ষণ পর বিষয়টি বুঝতে পারেন। আগুন দেখে বাড়ির সবাই চিৎকার শুরু করে। তড়িঘড়ি ঠাকুরমাকে হাসপাতালে আনা হয়। তবে তাঁকে বাঁচাতে পারিনি।'

বালুরঘাট থানার তরফে জানানো হয়েছে, দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

বেকারির দোকানে চুরি গঙ্গারামপুরে

গঙ্গারামপুর, ১৫ ডিসেম্বর : শীতের রাতে দোকানে চুরির ঘটনায় রবিবার গঙ্গারামপুর শহরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। এই ঘটনায় দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

গঙ্গারামপুর শহরের কালীতলার ব্যবসায়ী অমল দাস প্রতিদিনের মতো শনিবার রাতেও তাঁর বেকারির দোকান বন্ধ করে বাড়ি যান। সকালে দোকান খুলতে গিয়ে দেখেন তালা ভাঙা। এতে তাঁর সন্দেহ হয়। দোকানে ঢুকতেই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। তাঁর অভিযোগ, দোকানের কয়েক হাজার নগদ টাকা সহ বেশ কিছু সামগ্রী চুরি করে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। দোকানের সিসিটিভি, হার্ডডিস্কও চুরি করে পালিয়েছে তারা। চুরির খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তদন্ত চালিয়ে দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে থানায় নিয়ে যায়। উল্লেখ্য, দু'দিন আগে এক আইনজীবীর বাড়িতেও একই কায়দায় চুরির ঘটনা ঘটেছিল।

ওই দোকানের কর্মী উৎপল বসাকের দাবি, 'প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতেও দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাই। সকালে দোকান খুলতে এসে দেখি তালা ভাঙা। চোরেরা বেশ কিছু নগদ টাকা ও সিসিটিভি চুরি করে পালিয়েছে। বিষয়টি আমরা পুলিশে জানিয়েছি। কিছুদিন আগেও দিনেদুপুরে আমাদের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। ফের চুরির ঘটনা ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত। পুলিশ তদন্ত করে দোষীদের গ্রেপ্তার করুক।'

গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সামশেরগঞ্জে অকাল গঙ্গাভাঙনে আতঙ্ক

ধুলিয়ান, ১৫ ডিসেম্বর : শনিবার রাতে ফের গঙ্গা ভাঙনের কবলে পড়ল সামশেরগঞ্জের শিকদারপুর। কয়েকশো মিটার জমি গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। নদীতে চলে গিয়েছে বাঁধের উপর দিয়ে যাওয়া রাস্তার একাংশও। স্বাভাবিক কারণেই নতুন করে ভাঙন আতঙ্ক ছড়িয়েছে শিকদারপুর গ্রামজুড়ে।

সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিতচন্দ্র লোধের বক্তব্য, 'গতকাল রাতে কিছুটা মাটি নদীতে ধসে গিয়েছে। কাঁচা মাটির একটা রাস্তার কিছুটা অংশ ভেঙে গিয়েছে। এখন জল কমছে। জল কমলে যে ধরনের ভাঙন হয় তেমনটাই হয়েছে। নীচে মাটি ক্ষয়ে যাচ্ছে বলেই এই ভাঙন। এই ঘটনায় বড় কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এটাই রক্ষে। লোহরপুর-শিকদারপুরের সমস্ত অংশটাই বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। সেচ দপ্তরের কাজও চলছে।'

শনিবার রাতে ভাঙনের প্রত্যক্ষদর্শী মাশু শেখের কথায়, 'তখন আমি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি, হুড়মুড় করে বেশ কিছুটা মাটি গঙ্গায় পড়ে গেল। তারপর দেখলাম, অনেকটা জায়গা নিয়ে মাটির রাস্তা গঙ্গায় পড়ে গেল। খবর পেয়ে গঙ্গার ধারে প্রচুর লোক জড়ো হয়েছিল। যেমন মিশমিশে অন্ধকার, তেমন ঠান্ডা। দেখেই ভয় লাগছিল।'

অপূর্ব মণ্ডল ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে থাকেন। তাঁর মতে, 'ভাঙন আবার শুরু হল। জমি পড়েছে। এরপর আরও ভাঙবে। পরিবার নিয়ে খুব আতঙ্কে আছি। কোনদিন দেখব আমাদের ঘরই গ্রাস করে ফেলেছে গঙ্গা।'

আক্রান্ত সিভিক

কুমারগঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : কর্তব্যরত এক সিভিকের ওপর বর্বরোচিত হামলার অভিযোগে তোলপাড় দিশনগর। তাঁর মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করা হয়। ওই সিভিক বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। আহত সিভিকের নাম রফিকুল মণ্ডল । তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সিভিক রফিকুল মণ্ডল ডিউটিতে ছিলেন। আচমকা আনসার আলি মণ্ডল, রশিদুর মণ্ডল এবং জিয়ারুল মণ্ডল তার ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। তিনজনে রফিকুলকে এলোপাতাড়ি চড়, কিল, ঘুসি মারতে শুরু করেন। লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। যার ফলে তার কান ফেটে রক্তপাত শুরু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে দ্রুত বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এলাকাবাসীর একাংশের ধারণা, ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। এলাকাবাসী এবং রফিকুলের পরিবার অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারি এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। রফিকুলের দাদা অহিদুল মণ্ডল কুমারগঞ্জ থানায় তিনজনের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হামলা এবং প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেছেন। কুমারগঞ্জ থানা তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত ১, ধৃত চালক

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : এক ব্যক্তির মৃত্যু এবং একজন জখম হওয়ার ঘটনায় লরিচালককে গ্রেপ্তার করল ইটাহার থানার পুলিশ। ধৃতের নাম নাসার আলি (৪৬)। বাড়ি ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর থানার উত্তরপুকুর এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতকে রবিবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে ইটাহার থানার কুরমানপুর এলাকায় জাতীয় সড়কে বেপরোয়া লরির টাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় হামিদুর রহমানের। তাঁর বাড়ি ইটাহার থানার কাপাসিয়া পঞ্চায়েতের কাশিবাড়ি গ্রামে। দুর্ঘটনায় জখম হন কুরমানপুর এলাকার নজরুল ইসলাম। তাঁকে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রায়গঞ্জ মেডিকেলে রেফার করা হয়। মৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলের মর্গে পাঠায় ইটাহার থানার পুলিশ। এদিন অর্থাৎ রবিবার বিকেলে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনায় ইটাহার থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। দুর্ঘটনার পর এলাকাবাসী লরিচালককে বেধড়ক মারধর দিতে শুরু করেন। পুলিশ এসে ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে ওই লরিচালককে রক্ষা করে ইটাহার থানায় নিয়ে যায়।

প্রতারণাচক্রের জাল উত্তর দিনাজপুরে

জেলা শাসকের নামে ফেক আইডি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : আমলাদের নামে ফেক আইডি বানিয়ে প্রতারণার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে একশ্রেণির প্রতারক। এবার ওই দুষ্কৃতীদের টার্গেট খোদ জেলা শাসক। উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনার নামে ফেসবুকে পাওয়া গেল ফেক অ্যাকাউন্ট। বিষয়টি রবিবার সকালে নজরে আসতেই জেলা শাসক নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এবিষয়ে পোস্ট করেছেন। জেলা পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের তরফে কে বা কারা এই অ্যাকাউন্টটি খুলেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

যদিও জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনার কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তিনি ফোন ধরেননি। তবে এদিন বেলা ১২টা নাগাদ নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে তাঁর ফেক আইডি নিয়ে একটি পোস্ট করেন। তিনি তার ফেসবুক ফ্রেন্ড এবং ফলোয়ারদের ফেক আইডি থেকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট গ্রহণ বা কোনওরকম চাহিদা না মেটানোর আবেদন করেছেন। প্রয়োজনে ফলোয়ার এবং ফ্রেন্ডদের ফেসবুকে রিপোর্ট করার জন্যও অনুরোধ করেছেন। তবে এখনও অবধি সরকারিভাবে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে কি না তা জানা যায়নি।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় এই প্রতারণাচক্র সক্রিয় হলেও এদের বিরুদ্ধে কঠোর কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ফলে সাধারণ মানুষ কিছু বোঝার আগেই হাজার হাজার টাকা প্রতারিত হচ্ছেন। কয়েকমাস ধরে এই চক্র জেলায় মাথাচাড়া দিতেই পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় হয়। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার তাদের দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে।

কয়েক মাস আগে রায়গঞ্জ শহরের বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত মানুষের কাছে রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতির নামে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসে। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট গ্রহণ করতেই তাদের কাছে প্রতারকের মেসেজ চলে আসে। সে মেসেজ করে জানায়, কেন্দ্রীয় বাহিনীতে কর্মরত তার এক বন্ধু বদলি হয়ে গেছেন। তার সমস্ত আসবাবপত্র ও গৃহস্থালির জিনিসপত্র সুলভমূল্যে বিক্রি করা হবে। যদি নিতে ইচ্ছুক হন তবে মোবাইল নম্বর দিন। বিষয়টি বোঝার আগেই কেউ মোবাইল নম্বর দিলেই প্রতারণাচক্রের খপ্পরে পড়তে হচ্ছে। নিমিষেই চলে আসছে নামীদামি ফার্নিচারের ছবি। রায়গঞ্জ শহরের বীরনগরের বাসিন্দা বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী কমল নাগ, রায়গঞ্জ মোহনবাটী হাইস্কুলের ভূগোল শিক্ষক বিশ্বজিৎ রায় সহ অনেকের কাছে মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতির নামে এক ব্যক্তি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠান। সংগীতশিল্পী কমল নাগ জানান, 'বেশ কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদে এমন খবর প্রকাশিত হয়। তাই আগে থেকেই সচেতন ছিলাম। মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতির নামে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসতেই সন্দেহ হয়।'

প্রতারকদের ফাঁদ

- কয়েক মাস আগে শহরের বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত মানুষের কাছে রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতির নামে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসে
- রিকোয়েস্ট গ্রহণ করতেই তাঁদের কাছে প্রতারকের মেসেজ চলে আসে
- মেসেজে উল্লেখ ছিল, মহকুমা শাসকের কেন্দ্রীয় বাহিনীতে কর্মরত এক বন্ধু বদলি হয়ে গিয়েছেন
- তিনি তাঁর আসবাবপত্র ও গৃহস্থালির জিনিসপত্র সুলভমূল্যে বিক্রি করতে চান
- ইচ্ছুক ব্যক্তিরা মোবাইল নম্বর দিলে প্রতারণাচক্রের খপ্পরে পড়ে যান

একই অভিযোগ ভূগোল শিক্ষক বিশ্বজিৎ রায়ের। তিনি জানান, 'মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতির নামে আজ একটি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসে। আমার সন্দেহ হয়।'

কিংশুক মাইতির কথায়, 'আমার নামে এর আগে ফেক আইডি বানিয়ে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো হয়েছিল। তারপর লোভনীয় ফার্নিচার বিক্রির নাম করে টাকা চাওয়া হয়। এর আগেও একই ঘটনা ঘটেছে। সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ জানানো হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়ে দিয়েছি কেউ যেন তাদের কথামতো কোনওরকম টাকা লেনদেন না করেন।'

'প্রিয়'দা নেই, উদ্যোগের অভাবে বন্ধ ফুটবল টুর্নামেন্ট

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৫ ডিসেম্বর : একটা সময় ছিল শীত পড়লেই হরিশ্চন্দ্রপুর মেতে উঠত শতবর্ষপ্রাচীন মোহিনীমোহন মেমোরিয়াল শিল্ড ফুটবল টুর্নামেন্টে। হরিশ্চন্দ্রপুর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে হত এই টুর্নামেন্ট। উত্তর তথা দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন নামীদামি দল তখন এখানে খেলতে আসত।

প্রায় দশদিন ধরে চলত এই টুর্নামেন্ট। কিন্তু পরবর্তীতে অর্থের অভাবে এই টুর্নামেন্ট বন্ধ করতে বাধ্য হয় আয়োজক হরিশ্চন্দ্রপুর সংগঠন সমিতির কর্ণধাররা। বেশ কয়েকবছর বন্ধ থাকার পরে এই টুর্নামেন্টকে মাঠে ফিরিয়ে আনতে হাল ধরেন এলাকার তৎকালীন সাংসদ ফুটবলপ্রেমী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। ২০০৩ সালে তিনি উদ্যোগ নিয়ে এই ফুটবল টুর্নামেন্টকে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এবং অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের স্বীকৃতি দেওয়ান।

মূলত, তাঁর উদ্যোগেই এখানে খেলতে এসেছিলেন কলকাতা প্রথম ডিভিশনের চিমা ওকারি, রহিম নবী, দিপেন্দু বিশ্বাস, জোসে রেমিরোজ ব্যারেটো, চিবুজারের মতো খেলোয়াড়রা। দলের সঙ্গে কোচ হিসাবে এসেছিলেন সে সময়ের কলকাতার সেরা কোচ চুনি গোস্বামী, হাবিব, জহর দাস প্রমুখ। ফিফা স্বীকৃত রেফারিরা এই টুর্নামেন্ট পরিচালনা করতেন।

কিন্তু, বর্তমানে সেই খেলা আবারও অর্থ ও নেতৃত্বের অভাবে বন্ধ। সংগঠন সমিতির বর্তমান এগজিকিউটিভ বডির সদস্য সমীরণ রায় বলেন, 'রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সৌরেন্দ্রমোহন মিশ্রের ঠাকুরদা মোহিনীমোহন-এর নামে এই শিল্ড টুর্নামেন্ট শুরু করা হয়েছিল প্রায় ১০০ বছর আগে। এলাকার জমিদারদের হাত ধরে এই শিল্ড টুর্নামেন্ট শুধুমাত্র গ্রামের ফুটবলের উন্নতির জন্য শুরু হয়েছিল। আর্থিক অভাবের কারণে পরে বন্ধ হয়ে গেলেও প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির হাত ধরে এই টুর্নামেন্ট মাঠে ফেরে। কিন্তু, তাঁর অবর্তমানে আজ কেউ নেই যে জেলার এই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টকে পুনরায় মাঠে ফেরাবে।'

পুলিশের জালে ভিনরাজ্যের দুই দুষ্কৃতী

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : বিহার থেকে গাড়ি নিয়ে এসে চুরি করে পালানোর সময় দুজনকে গ্রেপ্তার করল ইটাহার থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম রেজাউল ইসলাম (২১) এবং মহম্মদ আলমগির (২৯)। বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলার বলরামপুর থানার ফতেপুর সংলগ্ন নাজেরবাড়ি গ্রামে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। রবিবার ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ জানান, 'ধৃতদের বিরুদ্ধে চুরি, ডাকাতি সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে একটি ছোট পিকআপ ভ্যান নিয়ে ইটাহার থানার চাভোট এলাকায় পাম্পসেট, জলসেচের পাইপ সহ একাধিক সামগ্রী চুরি করে পালাচ্ছিল দুষ্কৃতীরা। সেই সময় পিকআপ ভ্যানটি নাকা চেকিংয়ের সামনে পড়ে গেলে গাড়ি থেকে নেমে পালানোর চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ তাদের তাড়া করে দু'জনকে ধরে ফেলে। পিকআপ ভ্যান সহ চোরাই সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।

Amgoorie India Ltd.
Registered Office: Amgoorie Tea Estate, P.O. Amguri – 785 681, Dist. Sibsagar, Assam.
Telephone: 2287-3067, 2287 8737, 22871816
Fax No. (033) 2287 2577, 2287 7089
Email: goodricke@goodricke.com
Website: www.goodricke.com
CIN-U01132AS1977PLC001699

NOTICE

All roads and paths through the under mentioned Tea Estates will be closed to the public from 30th to 31st December, 2024, both days inclusive. As on previous occasions, permits to intending users of these private roads and paths will be available on application to the Managers of the Estates: Amgoorie, Borbam & Bargang in Assam and Margaret's Hope; Edenvale; Dilaram; Springside; Castleton in West Bengal.

S. BHASIN
Director

Date: 12th December 2024

GOODRICKE GROUP LIMITED
Registered Office: "Camellia House", 14, Gurusaday Road, Kolkata – 700 019.
Email: goodricke@goodricke.com
Website: www.goodricke.com
Phone No.: 2287 3067, 2287 8737, 2287 1816
Fax No. (033) 2287 2577, 2287 7089
CIN: L01132WB1977PLC031054

NOTICE

All roads and paths through the under mentioned Tea Estates will be closed to the public from 30th to 31st December, 2024 both days inclusive. As on previous occasions, permits to intending users of these private roads and paths will be available on application to the Managers of the Estates: Aibheel; Badamtam; Barnesbeg; Chalouni; Chulsa; Danguajhar; Gandrapara; Hope; Jiti; Kumargram; Lakhipara; Leesh River; Meenglas; Sankos; Thurbo in West Bengal and Nonaipara; Orangajuli & Harchurah in Assam.

Arnab Chakraborty
Company Secretary

Date: 12th December 2024

বড়দিনের ডেস্টিনেশন বামনগোলার টাইগার হিল

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ১৫ ডিসেম্বর : বড়দিনের আগে সেজে উঠেছে বামনগোলার টাইগার হিল। পর্যটক আর উৎসাহী দর্শনার্থীদের আনন্দ দিতে প্রস্তুত সে। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের উৎসব থেকেই নতুন আঙ্গিকে খুলে যাবে বামনগোলার টাইগার হিল।

শীতের মরশুম এলেই বামনগোলা ব্লকের টাইগার হিল ঘিরে পিকনিকে মাতেন পর্যটকরা। যাতে মরশুম ছাড়া বারোমাসই টাইগার হিলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে পর্যটকদের ভিড় বাড়ে, সেই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। মোট ১৩ বিঘা এলাকাজুড়ে তৈরি টাইগার হিলের আকর্ষণ দর্শনার্থীদের কাছে আরও বাড়াতে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, যা এখন প্রায় শেষ। টাইগার হিলের ভোল বদল হয়েছে। সৌন্দর্যায়ন বাড়ানো হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন কিছু করলে তার জন্য আলাদা পরিকল্পনা করা হবে। তবে সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধির এমন অভিনব উদ্যোগ বাস্তবায়নে খুশি এলাকাবাসীও।

মালদা শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বামনগোলা ব্লকের বারো মাইল এলাকা। সেখান থেকে পিচরাস্তা ধরে তিন কিলোমিটার পথ গেলেই দেখা মিলবে এই টাইগার হিলের। জগদলা পঞ্চায়েতের ডাবর গ্রামে টাইগার হিল অবস্থিত। কোনও হিল না থাকলেও টাইগার হিল নাম নিয়ে উৎসুক মানুষজনের প্রশ্নের শেষ নেই? খোলা আকাশের নীচে এখানে রয়েছে একাধিক উঁচু মাটির ঢিপি। বছর ত্রিশ আগে বন দপ্তরের উদ্যোগে সেখানে আকাশমণি, ইউক্যালিপ্টাস, অর্জুন সহ বিভিন্ন গাছ লাগানো হয়েছিল। এর সঙ্গে প্রায় আড়াই বিঘার একটি জলাশয় এলাকাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশযুক্ত এই এলাকাকে স্থানীয়রা নাম দিয়েছিলেন টাইগার হিল। কে জানত, এই টাইগার হিলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একসময় জেলাবাসীর মন জয় করবে!

১৪ লক্ষ টাকায় সৌন্দর্যায়ন

জগদলা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১৪ লক্ষ টাকায় সেজে উঠেছে এই টাইগার হিল। এখানে ঘুরতে আসা দর্শনার্থীদের জন্য সেখানে থাকছে বিশ্রামের জন্য বসার জায়গা, শৌচাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা। এছাড়া, বাচ্চাদের বিনোদনের জন্য বসানো হয়েছে বিভিন্ন জীবজন্তুর মূর্তি। থাকছে দোলনা, জাম্পিং ফ্লোর সহ বিভিন্ন ধরনের খেলার ব্যবস্থাও। রকমারি ফুলগাছ সহ বিভিন্ন গাছ লাগানো হয়েছে। সৌন্দর্যায়ন ও নিরাপত্তার জন্য ঘিরে দেওয়া হয়েছে টাইগার হিল এলাকা। আগামী ২৫ ডিসেম্বর নব কলেবরে সেজে ওঠা এই টাইগার হিল মানুষের মন কতটা জয় করে, সেটাই এখন দেখার।

যা যা থাকছে

- দর্শনার্থীদের বিশ্রামের জন্য বসার জায়গা
- শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা
- বাচ্চাদের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন জীবজন্তুর মূর্তি
- দোলনা, জাম্পিং ফ্লোর সহ বিভিন্ন ধরনের খেলার ব্যবস্থা
- রকমারি ফুলের গাছ সহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ
- নিরাপত্তার জন্য সীমানা

সেজে উঠছে জগদলা পঞ্চায়েতের ডাবর গ্রামের টাইগার হিল।

ঠান্ডায় চাহিদা বাড়ছে শীতের পোশাকের

পতিরাম ও কুমারগঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : শীতের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরাম ও কুমারগঞ্জ এলাকায় গরম কাপড়ের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ফুটপাথ ও ভ্রাম্যমাণ দোকানগুলোতে গরম কাপড় কেনার জন্য ভিড় করছেন নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষ। স্থায়ী দোকানগুলোতেও শীতের পোশাক বিক্রি চলছে দেদারে। শিশুদের জিন্স ফ্রক, স্কার্ট, উলের পোশাক, বেবি কিপার, জ্যাকেট, ওভারকোট, কার্ডিগান, মাফলার সহ নতুন ডিজাইনের কানটুপি ও মোজার মতো পণ্যের চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি বড়দের জন্য ভারী সোয়েটার, জাম্পার, ফুলহাতা গেঞ্জি, কমফোর্টার ও কম্বলও বিক্রি হচ্ছে প্রচুর। ক্রেতারা বলছেন, শীতের শুরুতে কেনা হালকা ফ্যাশনেবল পোশাক এখন কোনও কাজে আসছে না। প্রচণ্ড ঠান্ডায় পরিবারের সবার জন্য ভারী ও শীত সহনীয় গরম কাপড় কেনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

অমিতাভ সরকার, পীযূষ চ্যাটার্জি, সাবেদ আলি মোল্লারা কাপড় ব্যবসায়ী। তাঁদের বক্তব্য, গত এক সপ্তাহে বাচ্চাদের পোশাকের বিক্রি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তীব্র শীতের জন্য শুধু শীতবস্ত্র নয়, সংগতিপূর্ণ জুতো, মোজা ও হাতমোজার চাহিদাও বাড়ছে। গরম কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীরা পণ্য সরবরাহে হিমসিম খাচ্ছেন।

ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, শীতের তীব্রতা অব্যাহত থাকলে আরও কিছুদিন ব্যবসা ভালো চলবে।

> শীতের কামড় সামলাতে নতুন শীতবস্ত্র কিনতে বাধ্য হচ্ছি। আগের কেনা পোশাকে শীত সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। পরিবারের সবার জন্য ভালোমানের শীতের পোশাক কিনতে হচ্ছে।
>
> **পিউ সরকার, ক্রেতা**

এ কোন সকাল...। ঘন কুয়াশায় ঢাকা বালুরঘাটের পথ। - রবিবার মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

নিখোঁজ ছেলের ছবি হাতে ঘুরছেন মা

মোথাবাড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : মাদ্রাসায় পড়তে যাবে বলে গত ৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ১১ বছরের অসীম আলি। তারপর থেকে তার আর কোনও খোঁজ নেই। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি খোঁজখবর করা হয়েছিল। হদিস না পাওয়ায় ১২ ডিসেম্বর পরিবার মোথাবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে। ১১ বছরের পুত্রসন্তানের ছবি হাতে নিয়ে এখানে- ওখানে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন অসীম আলির মা আলেদা বিবি।

ছবিই সম্বল আলেদা বিবির।

মা আলেদা বিবি বলেন, 'বাড়ি থেকে সন্ধ্যায় মাদ্রাসা যাওয়ার নাম করে বেরিয়েছিল। তারপর থেকে খোঁজ পাচ্ছি না। পুলিশে অভিযোগ জানানোর পর তিন-চার দিন হয়ে গেল। এখনও কোনও খোঁজ নেই।'

পঞ্চায়েত প্রধান নিলুফা ইয়াসমিন জানিয়েছেন 'খুব শীঘ্রই ছেলেটিকে খুঁজে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

ভুয়ো তথ্যে আবাস সিপিএম নেতার

বৈষ্ণবনগর, ১৫ ডিসেম্বর : ভুয়ো তথ্য দিয়ে আবাস প্লাসে নাম তুলল সিপিএম নেতা। যা নিয়ে রবিবার শোরগোল পড়ল বৈষ্ণবনগর থানার বেদরাবাদ পঞ্চায়েতের লালাপাড়া এলাকায়।

অভিযোগ, লালাপাড়ার সন্দীপ লালার বেশ কিছুদিন আগে আবাস যোজনার সার্ভেতে তালিকায় নাম দেখা যায়। সে সিপিএম লোকাল কমিটির সদস্য। তার দোতলা বাড়িও আছে। পঞ্চায়েতের সদস্যরা সেব্যাপারে ই-মেল করে জেলা শাসক ও বিডিওকে অভিযোগ করে। স্থানীয়দের কথায়, আবাস যোজনায় সন্দীপের নাম আসায় ব্লক অফিস থেকে আসেন অফিসারেরা। তখন তিনি অন্য একটি বাড়িকে নিজের বাড়ি হিসেবে দেখান। সন্দীপ সেখানে থাকেন না। ওই ঘরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।

স্থানীয় শ্যামল লালা বলেন, 'এলাকায় অনেকে রয়েছে যাদের পাকা ঘরের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সন্দীপ লালার দোতলা বাড়ি রয়েছে। তবুও তার নাম রয়েছে আবাসের তালিকায়। তিনি ঘরের তদন্ত করতে আসা অফিসারদের ভুল তথ্য দিয়েছেন।'

উঃ দিনাজপুরে জাতীয় বৃত্তি পরীক্ষা

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : রবিবার বিকেলে সফলভাবেই শেষ হল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ জাতীয় বৃত্তি পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৮০০ পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার অভিরাম সিংহ জানান, 'জেলায় দুটি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়। একটি রায়গঞ্জ মহকুমায় এবং অপরটি ইসলামপুর মহকুমায়। রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলে ৬১৯ জন এবং ইসলামপুর মিলনপল্লি হাইস্কুলে ১৮৪ জনের পরীক্ষা হয়। দুটি অর্ধ মিলিয়ে এই পরীক্ষায় মোট নম্বর থাকবে ১৮০। সময় মোট তিন ঘণ্টা।' রায়গঞ্জ সদর চক্রের স্কুল পরিদর্শক নাসরিন পারভেজ জানান, 'আজ দুটি ভাগে পরীক্ষা হয়েছে। প্রথম ভাগে থাকছে ম্যাট বা মানসিক দক্ষতার পরীক্ষা। দ্বিতীয় ভাগে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা। এতে ইতিহাস, ভূগোল, জীবন বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান এবং অঙ্কের প্রশ্ন থাকে।'

কালিয়াগঞ্জ পার্বতীদেবী হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক পঙ্কজ শীলের বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় সরকারের এই পরীক্ষায় গোটা রাজ্য থেকে ৭৫০০ জন সফল পরীক্ষার্থীকে চার বছর ধরে প্রতি বছর ১২ হাজার টাকা করে স্কলারশিপ দেওয়া হবে।'

আজ টিভিতে

রাত ৯.৩০ থেকে ১১টা। **১৬ আনা এন্টারটেইনমেন্ট** পর্বে অনুরাগের ছোঁয়া-রোশনাই **স্টার জলসায়**

ধারাবাহিক

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা - আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় – অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মিস কল, বিকেল ৪.১০ অগ্নি, সন্ধে ৭.৩০ রাখী পূর্ণিমা, রাত ১০.২০ জোর

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ বাবা তারকনাথ, বিকেল ৩.০০ মাটির মানুষ, ৫.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, রাত ৯.৩০ তোমায় পাবো বলে

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ঘরের বউ, দুপুর ১.০০ লে হালুয়া লে, বিকেল ৪.০০ দাদু নাম্বার ওয়ান, সন্ধে ৭.৩০ ইন্দ্রজিৎ, রাত ১০.৩০ মধুর মিলন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিধিলিপি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নয়ন শ্যামা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ চক্রান্ত

বাবা তারকনাথ
দুপুর ১২.০০ **জি বাংলা সিনেমা**

ওয়েলকাম টু দুপুর ১২.৪১
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

স্পাইডার ম্যান-অ্যাক্রস দ্য স্পাইডার ভার্স রাত ৮.৪৫ **মুভিজ নাউ**

চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা
সন্ধে ৭টা
আকাশ আটে

বধূ নির্যাতনে গ্রেপ্তার স্বামী

কালিয়াচক, ১৫ ডিসেম্বর : বধূ নির্যাতনের অভিযোগে স্বামীকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতের নাম কালিমুল্লাহ খান (৩৬)। বাড়ি কালিয়াচকের চামাগ্রাম এলাকায়। ধৃতকে রবিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

শনিবার হাসিনা বানু নামে এক গৃহবধূ তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। রবিবার ভোররাতে চামাগ্রাম এলাকায় অভিযান চালিয়ে কালিমুল্লাহ খানকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শর্তে জামিন

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : চোলাই বিক্রির অভিযোগে শনিবার গভীর রাতে বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম অশোক চৌহান (৩৬)। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বন্দরশ্মশান কলোনি এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় ১০ লিটার চোলাই। এদিন অর্থাৎ রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

ভাঙনদুর্গতদের দাবি নিয়ে জাঠা

মোথাবাড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : গঙ্গা নদীকে জাতীয় নদী বলে ঘোষণা করে ভাঙন সমস্যার স্থায়ী বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। ভাঙন আক্রান্তদের পুনর্বাসনে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। মূলত, এই ছয় দফা দাবি নিয়ে বিলাইমারি থেকে পঞ্চানন্দপুর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে 'জাঠা' করতে চলেছে গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটি। ১৭ ডিসেম্বর এই জাঠা বিলাইমারি থেকে শুরু হবে। ১৭-২০ ডিসেম্বর চারদিন সংগঠনের কর্মীরা গঙ্গাপাড়ের ভাঙনদুর্গতদের সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে ১৪০ কিমি জাঠায় অংশ নেবেন। পঞ্চানন্দপুরে এই জাঠা শেষ হবে। এই দীর্ঘ জাঠার যাত্রাপথে বিভিন্ন জনবহুল জায়গায় পথসভা করে বাসিন্দাদের কাছে সেই দাবি তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁরা।

বাংলাদেশে পড়তে পাঠিয়ে চিন্তায় বাবা-মা

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : ছেলেমেয়েদের বাংলাদেশে ডাক্তারি পড়াতে পাঠিয়ে বিপাকে পড়েছেন রায়গঞ্জের বেশ কয়েকজন অভিভাবক। কেউ সন্তানকে নিয়ে এসেছেন, আবার কেউ কী করবেন বুঝতে পারছেন না।

কারণ, তাদের নিয়ে চলে আসলে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। রায়গঞ্জের দেশবন্ধুপাড়ার এক ছাত্র বগুড়ায় একটি মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছে। কয়েকদিন আগে তাকে তার বাবা ফেরত নিয়ে আসেন। অন্যদিকে, কুমারডাঙির আরেক তরুণী সিরাজগঞ্জের একটি মেডিকেল কলেজের পড়ুয়া। এ'বছরই সে ভর্তি হয়েছে। তার বাবার বক্তব্য, 'দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। কখন কী হয়। যোগাযোগ রাখছি, খোঁজখবর নিচ্ছি। রায়গঞ্জের বেশ কয়েকজন পড়ুয়া ওখানে আছে।'

পরিস্থিতির ভয়াবহতা আরও পরিষ্কার সেখান থেকে ফিরে আসা আরেক ছাত্র অলোক ঘোষের বাবা অপূর্ব ঘোষের বক্তব্যে। বগুড়া মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অলোক ঘোষ। রবিবার তার বাবা অপূর্ব ঘোষ বলেন, 'প্রাণনাশের ভয়ে ছেলেকে নিয়ে রায়গঞ্জের বাড়িতে চলে এসেছি। বাংলাদেশে যা অবস্থা, আর ওই দেশে ফিরে ছেলের ডাক্তারি পড়া সম্ভব নয়। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে মেডিকেলের দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা ছিল। কিন্তু অগাস্ট মাস থেকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত। তাই বাড়িতে নিয়ে এসেছি।'

গোপালপুজোয় লাগবে দুধ, এক লিটারের দাম ৮০ টাকা

বুনিয়াদপুর ও বালুরঘাট, ১৫ ডিসেম্বর : ঝোপ বুঝে কোপ মারা।

রাত পোহালেই গোপালপুজো। পুজোর যা যা সামগ্রী লাগে তা কিনতে রবিবার বুনিয়াদপুর শহর এবং বংশীহারী গ্রামে মানুষজনের মধ্যে চূড়ান্ত ব্যস্ততা লক্ষ করা গেল। পোয়াবারো দুধ ব্যবসায়ীদের। সাধারণদিনে এক লিটার দুধের দাম যেখানে ৪০ টাকা, গোপালপুজোয় সেটা এক লাফে দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে। দুধ ছাড়া পুজো করা মুশকিল। তাই, বাধ্য হয়ে ওই দামে মানুষ দুধ কিনছেন।

এদিন বিকাল থেকেই বাজারগুলিতে পুজোর উপকরণ, প্রতিমা এবং ফলমূল কিনতে মানুষ ভিড় করে। গোপালের মূর্তি সাইজ অনুপাতে ৪০ টাকা থেকে ৮০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। বুনিয়াদপুরের প্রতিমা বিক্রেতা দুলাল পাল বলেন,'আজ সকাল থেকেই গোপালের প্রতিমা কিনতে ক্রেতারা আসছেন। বিকেলেও বিক্রি হয়েছে।' পুজোর উপকরণ, ফলমূলের অস্বাভাবিক দাম বেড়েছে। আপেল, কলা, কমলালেবু, নারকেল, মুড়কি, তিলের নাড়ু, ক্ষীর সবকিছুর দাম বাড়লেও সকলে সাধ্য অনুযায়ী কিনছেন। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে দুধের দাম। হাজার হোক পরমেশ্বর গোপালের পুজো বলে কথা। এদিন দৌলতপুর, পাথরঘাটা, জোড়দিঘি ডিটল সহ সব বাজারের একই অবস্থা। ফল বিক্রেতা বিপ্লব দেবনাথ বলেন,'আগামীকাল সকালে ক্রেতাদের আরও বেশি ভিড় হবে।'

গোপাল কিনছেন এক ভক্ত। - মাজিদুর সরদার

বালুরঘাটের চকভৃগু সহ বিভিন্ন কুমারটুলিতে গোপাল প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে। কারিগরদের মতে, এই বছর গোপালের মূর্তি করার জন্য ভালো বরাত এসেছে। মূলত, এই সমস্ত বরাতগুলি এসেছে গৃহস্থদের বাড়ি থেকে।

জেলার খেলা

সেরা কুশমণ্ডি

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর কুশমণ্ডির হরেকৃষ্ণ চুনিয়াকুড়ি। ছবি- পঙ্কজ মোহন্ত

বালুরঘাট, ১৫ ডিসেম্বর : খাদিমপুর আদিবাসী ফুটবল ক্লাবের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কুশমণ্ডির হরেকৃষ্ণ চুনিয়াকুড়ি। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে বিনসিরা প্যানথার্সকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়নরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৪৫ হাজার টাকা। রানার্সদের ট্রফির সঙ্গে দেওয়া হয়েছে ৩৫ হাজার টাকা।

শুভমের ৪ শিকার

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ক্রিকেটে রবিবার নেতাজি পাঠাগার ১ উইকেটে কালিয়াগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে কালিয়াগঞ্জ ১৮.৫ ওভারে ৮৭ রানে অলআউট হয়। ম্যাচের সেরা শুভম ভগত ১৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে নেতাজি ১৬.১ ওভারে ৯ উইকেটে ৮৮ রান তুলে নেয়। আমিরুল ইসলাম ২৩ রান করেন। অমরজিৎ গোপ ১১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

ম্যাচের সেরা হওয়ার পর শুভম ভগত।

হাইওয়ে ইউথ ক্লাব ১৫ রানে অজয় সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে হাইওয়ে ১৮ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪১ রান তোলে। আশিস বাসফোর ২৭ রান করেন। রঞ্জন সিংহ ২৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে অজয় ১২৬ রানে গুটিয়ে যায়। সুরজিৎ পাল ৬১ রান করেন। ম্যাচের সেরা সায়ন্ত চন্দ ৯ রানে ১ উইকেট নেন। আগামী শুক্রবার দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলবে কালিয়াগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাব-রূপাহার যুব সংঘ ও কালিয়াগঞ্জ প্রতিবাদ ক্লাব-ডাক্তার একাদশ।

জয়ী দিলীপ দাস

বালুরঘাট, ১৫ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার জেলা ক্রিকেট লিগ শুরু হল রবিবার। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে দিলীপ দাস মেমোরিয়াল ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ৩৪ রানে বিকাশ চৌধুরী ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে।

দিলীপ প্রথমে ৩৬.৩ ওভারে ১৪৯ রানে তোলে। রানা দেবনাথ ২৭ রান করেন। অঞ্জলি বর্মন ৪০ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে বিকাশ ৩৬.৫ ওভারে ১১৫ রানে অল আউট হয়ে যায়। পিকাই মাহাতোর অবদান ২৪ রান। ম্যাচের সেরা বিকি বাসফোর ৯ রানে ২টি উইকেট নিয়েছেন।

ম্যাচের সেরা বিকি বাসফোর। ছবি -পঙ্কজ মোহন্ত

থ্রো বলে সেরা দার্জিলিং

কালিয়াচক, ১৫ ডিসেম্বর : আকন্দবাড়িয়া হাইস্কুল মাঠে রবিবার রাজ্য থ্রো বলে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা। রানার্স কলকাতা। মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল দার্জিলিং। রানার্স দক্ষিণ ২৪ পরগনা। তৃতীয় হয়েছে মালদা। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দল আগামীতে তামিলনাড়ুতে জাতীয় স্তরে অংশ নেবে।

চ্যাম্পিয়ন

গঙ্গারামপুর, ১৫ ডিসেম্বর : বেলবাড়ি ভাই স্টার ক্লাবের বেলবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল নয়াবাজার হরিশ একাদশ। বেলবাড়ি শারজা মাঠে শনিবার রাতে ফাইনালে তারা ২৫ রানে কালদিঘি দীপু একাদশকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা হরিশ একাদশের নবাব রায়। প্রতিযোগিতার সেরা একই দলের হরিশ মাহাতো।

আন্তঃস্কুল দাবা

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : সারা বাংলা দাবা সংস্থার তত্ত্বাবধানে ও রায়গঞ্জের দাবা অভিভাবক ফোরামের উদ্যোগে আন্তঃস্কুল দাবা রবিবার অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতায় প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে ১২টি স্কুলের ছেলেমেয়েরা অংশ নিয়েছিল।

আন্তঃজেলা ক্রিকেট

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটের জন্য উত্তর দিনাজপুর জেলা দল সোমবার মেদিনীপুর রওনা দেবে। বুধবার উত্তর দিনাজপুরের প্রতিপক্ষ বাঁকুড়া। বৃহস্পতিবার তারা মেদিনীপুরের সঙ্গে খেলবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, ২০ জনের দল গঠন করা হয়েছে।

কুলদাকান্ত শুরু কাল

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ টাউন ক্লাবের কুলদাকান্ত ফুটবল উদ্বোধন হবে মঙ্গলবার। রায়গঞ্জ টাউন ক্লাব ময়দানে সেদিন প্রদর্শনী ম্যাচে ভেটেরান্সরা অংশ নেবে। মূল খেলা শুরু হবে বুধবার। সেদিন প্রথম ম্যাচে খেলবে সুভাষগঞ্জ ইউনাইটেড স্পোর্টস এবং বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি।

আন্তঃক্লাব ভলিবল

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : উত্তর দিনাজপুর জেলা ভলিবল ও বাস্কেটবল সংস্থার আন্তঃক্লাব ভলিবল দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতায় ছেলেদের ৮টি এবং মেয়েদের ৬টি দল অংশ নিয়েছিল।

জাল নোট কাণ্ডে ধৃত আরও ১

মালদা, ১৫ ডিসেম্বর : জাল নোট কারবার চক্রের আরও এক পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ধৃতের নাম ওয়াহেদ রেজা (২৬)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পূর্ব বেলসুর এলাকায়।

গত সেপ্টেম্বর মাসে অমৃতি বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ৫০ হাজার টাকার জাল নোট সহ তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ধৃতদের পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও ৪৯ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়। জেরায় উঠে আসে আরও এক পান্ডার নাম। অবশেষে এদিন ওয়াহেদ রেজাকে গ্রেপ্তার করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

যাত্রাপথে মৃত্যু

মালদা, ১৫ ডিসেম্বর : চিকিৎসার জন্য হায়দরাবাদে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ট্রেনেই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল অসমের মুকালমুয়ার মামণি রাজবংশী রায়ের। অসম থেকে হায়দরাবাদে ট্রেনে যাওয়ার পথে মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছানোর ঠিক আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।

তাঁকে মালদা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কর্মখালি

Required Siliguri Local Male (X pass) for Office work. Age (25-37). M : 8637372499. (C/113944)

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont : M- 9647610774 (C/113947)

ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, উত্তর দিনাজপুরে ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য কিছু গার্ড চাই। বেতন 12,000/- + (PF, ESI)। M : 8293719888. (C/113946)

কিডনি চাই

কিডনি চাই AB+ বয়স - 30-40 পুরুষ বা মহিলা, অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর - 9332367891. (C/114207)

কিডনি চাই A+ বয়স 30-45 পুরুষ বা মহিলা অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর - 8016140555. (C/114207)

বিক্রয়

225 Sqft Shop Sale on Aurobindapally Main Road. M : 8617485742. (C/113943)

For Sale : Listern Black Stone Generator set 212 KVA with GEC make alternator in running condition. Interested parties may contact The Senior Manager, JAINTI T.E. (M) 7002840414. (U/D)

অ্যাফিডেভিট

আমি রাজু লামা ০৯.১২.২০২৪ তারিখে জলপাইগুড়ি সদর ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট-এর অ্যাফিডেভিট বলে রাজু লামা এবং রাজু তামাং এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। নাথুয়াহাট। (A/B)

ব্যবসা/বাণিজ্য

খুবই কম দামে ১ থেকে ১০ কুইন্টাল নতুন ওজন মেশিন, এছাড়া ১০ কেজি থেকে ৬০ কেজি এবং জুয়েলারি ওজন মেশিন পাওয়া যাচ্ছে। 8250450521. (C/113945)

সভা/সমিতি

আগামী ১৯শে ডিসেম্বর, ২০২৪ বেলা ১২টায় বীরপাড়া উচ্চবিদ্যালয় (উঃমাঃ) ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বীরপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। সকল প্রাক্তনী, শুভানুধ্যায়ীগণকে আহ্বান জানাচ্ছি উক্ত সভায় উপস্থিত হয়ে, আপনাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করে আমাদের বাধিত করবেন। ধন্যবাদান্তে - প্রধান শিক্ষক, বীরপাড়া উচ্চবিদ্যালয় (উঃমাঃ)। (C/113938)

মক টেস্ট

হবিবপুর, ১৫ ডিসেম্বর : জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক। পরীক্ষা নিয়ে পড়ুয়াদের ভীতি কাটাতে মক টেস্টের আয়োজন করা হল। অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা আয়োজিত এই মক টেস্টে প্রায় পাঁচশো ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। রবিবার হবিবপুর ব্লকের আইহো হাইস্কুল সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে এই মক টেস্ট হয়।

PUBLIC NOTICE

Memo No- 4923/15-Vehicle Dated : 13th December, 2024

It is hereby informed that the under mentioned seized vehicles are lying unclaimed in the custody of Forest Department in c/w different forest offences. Claimants, if any, are requested to appear in person before the undersigned at Office Chamber on 30.12.2024 with valid documents, otherwise the vehicles will be confiscated to the State of West Bengal under Section 59A of Indian Forest Act. (West Bengal Amendment 1988) Act, 1927.

Sl No	Vehicle No.	Vehicle Type
1.	WB 64F/4431	BIKE
2.	WB 86/6491	BIKE
3.	WB 74J/3750	BIKE
4.	CHASSIS NO-ST911N506340	Pick Up
5.	WB 74/7643	BIKE
6.	CHASSIS NO-DHZFEE584469	MARUTI
7.	ENGINE NO-2520401153808	PICK UP
8.	NO NO PLATE BIKE	Motorbike
9.	CHASSIS NO-0F4351108829	BIKE
10.	WB 70E/1972	Motorbike
11.	BP 2/1439	MARUTI
12.	WB 70/3314	MARUTI

Sd/-
Authorized Officer, District of Alipurduar
&
Deputy Field Director, Buxa Tiger Reserve (East)
Alipurduar

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার জন্যে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় চিন্তামুক্ত। বৃষ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। মিথুন : কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। কর্কট : ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতপার্থক্য। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। সিংহ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। কন্যা : দূরের কোনও আত্মীয়ের জন্য চিন্তা হতে পারে। সন্তানের পরীক্ষার ফলে আনন্দ। তুলা : আজ নতুন কোনও কাজ হাতে নিতে পারেন। অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করে জনপ্রিয় হবেন। বৃশ্চিক : ব্যবসার কারণে ঋণ করতে হতে পারে। সংসারে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। ধনু : সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ হবে। মকর : পূর্বের কোনও ফেলে রাখা কাজ আজ শুরু করতে পারেন। বাবার সঙ্গে মতভেদ। কুম্ভ : খুব কাছের লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। প্রেমে শুভ। মীন : বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। ব্যবসায় আজ সামান্য মন্দা চলবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ৩০ অঘোন, সংবৎ ১ পৌষ বদি, ১৩ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৬, অঃ ৪।৫১। সোমবার, প্রতিপদ দিবা ১।১৯। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ৩।৩। শুক্রযোগ রাত্রি ১।২৭। কৌলবকরণ দিবা ১।১৯ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২।৫৩ গতে গরকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৩।৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ১।১৯ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ৩।৩ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী-পূর্বে, দিবা ১।১৯ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।৩৫ গতে ৮।৫৪ মধ্যে ও ২।১২ গতে ৩।৩১ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৫৩ গতে ১১।৩৩ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। ষড়শীতি সংক্রান্তিঃ- সংক্রান্তিকৃত্য ও স্নানদানাদি। প্রদোষে সন্ধ্যা ৪।৫১ গতে রাত্রি ৬।২৭ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। রাত্রিদণ্ডে সায়ংসন্ধ্যা কর্তব্য। দিবা ৭।১৩ গতে মৃগনেত্রা নিবৃত্তিঃ। কুমারীদিগের সেঁজুতিপুজো সমাপন। শ্রীশ্রীমিত্র বা ইতুপুজো সমাপন ও বিসর্জন। শ্রীশ্রী ১০৮ ওঁ শ্রীমৎ স্বামী প্রমোদানন্দ ব্রহ্মচারী বাবাগুরু ব্রহ্মের আবির্ভাব। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৯ মধ্যে ও ৯।১৪ গতে ১১।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৩ গতে ১১।১৭ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৩।৪৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফের ধর্না

আরজি করের ঘটনার প্রেক্ষিতে ফের ধর্মতলায় ধর্নায় বসতে চলেছেন সিনিয়ার ডাক্তাররা। এই নিয়ে পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিয়েছে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস।

ট্রায়াল রান

বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া রুটে মেট্রোর ট্রায়াল রান হল। চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে এই রুটে মেট্রো চলতে পারে বলে আশা করছেন মেট্রো কর্তারা।

স্মারকলিপি

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনায় রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল প্রদেশ কংগ্রেস। এই ঘটনার বিরূপ প্রভাব যাতে রাজ্যে না পড়ে সেই আর্জি জানায় তারা।

প্রতিবাদে মিছিল

আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার সোদপুর ট্রাফিক মোড় থেকে মিছিল করবে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই। কলকাতার নানা ক্যাম্পাসেও চলবে প্রতিবাদ।

বাংলাদেশকে দেখে আতঙ্কে মতুয়ারা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতিতে সেদেশের সংখ্যালঘু নাগরিকরা পশ্চিমবঙ্গে এলে পরিস্থিতি যে আরও খারাপ হবে, সেই আশঙ্কা করছেন এই রাজ্যের মতুয়ারা। তাঁরা মনে করেন, তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি এখনও বিশবাঁও জলে। সিএএ আইন পাশ হলেও তা কার্যকর হয়নি। তাই তাঁরা নিজেরাই কীভাবে নাগরিকত্ব পাবেন, তা নিয়ে আতঙ্কিত। নতুন করে বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী এলে সিএএ কার্যকর করা যে আরও জটিল হয়ে যাবে, তা মনে করছেন এই রাজ্যের মতুয়ারা। রাজ্যে এইমুহূর্তে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রায় ৩ কোটি লোক রয়েছেন। একসময় মতুয়া সম্প্রদায়ের সিংহভাগ বামেদের সমর্থক ছিল। ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে তাঁরা তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ হন। কিন্তু ২০১৪ লোকসভা নির্বাচন থেকে মতুয়া ভোট বিজেপির কাছে বড় ব্যাংক। প্রায় ৮০ শতাংশ মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ ও রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্র বিজেপি দখল করেছে শুধুমাত্র মতুয়া ভোটের সৌজন্যে। বাংলাদেশের নির্যাতিত সংখ্যালঘুরা এই রাজ্যে শরণার্থী হয়ে এলে, তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার করবে বলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। এতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন এই রাজ্যের মতুয়ারা।

রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন মুকুটমণি অধিকারী। কিন্তু পরে তিনি ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের টিকিটে রানাঘাটের প্রার্থী হন। মুকুটমণি বলেন, 'সিএএ আইন পাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার তো মতুয়াদের নাগরিকত্ব আগেই কেড়ে নিয়েছে। নতুন করে শরণার্থী এলে তাঁরা কীভাবে নাগরিকত্ব পাবেন? যাঁরা এই রাজ্যে বছরের পর বছর রয়েছেন, তাঁদের নাগরিকত্বই কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারল না।' বাগদার প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বিজেপির এই প্রচার মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা। এই রাজ্যে বসবাসকারী মতুয়াদের নিরাপত্তা কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারেনি। তাহলে নতুন করে শরণার্থী এলে তারা কী করবে?' তবে বিজেপি মুখপাত্র তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কড়া পর্যবেক্ষণ করছে। তাই পরিস্থিতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার সঠিক পদক্ষেপ করবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের সরকারের মতো ভিত্তিহীন দাবি তুলবে না।'

তবে বিজেপি নেতাদের আশ্বাসে যে চিঁড়ে ভিজছে না, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ঠাকুরনগরের বাসিন্দা আশিস বিশ্বাসের কথায়। পেশায় চিত্রশিল্পী আশিসবাবু বলেন, 'এইমুহূর্তে মতুয়াদের অবস্থা আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এই রাজ্যে যে মতুয়ারা রয়েছেন, তাঁরা এখনও নাগরিকত্ব পাননি। খুড়োর কল ঝুলিয়ে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার মতুয়াদের সেন্টিমেন্ট নিয়ে খেলা করছে। আমরা কখনই চাই না, নতুন করে শরণার্থী আসুক।' বাগদার বাসিন্দা দুলাল বর বলেন, 'বাংলাদেশে আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। আমাদের পূর্বপুরুষও বাংলাদেশে ছিলেন। কিন্তু এই রাজ্যে নতুন করে শরণার্থী এলে অবস্থা আরও খারাপ হবে। কর্মসংস্থান সহ একাধিক সমস্যা আরও বাড়বে। তাই আমরা কখনই চাইব না, নতুন করে শরণার্থী আসুক।'

কাল আবাস যোজনার টাকা দেওয়া শুরু

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : আবাস যোজনার টাকা পাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য-কেন্দ্র টানাপোড়েন চলছিল। অবশেষে রাজ্য সরকার এই রাজ্যের ১২ লক্ষেরও বেশি উপভোক্তার হাতে আবাস যোজনার ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। মঙ্গলবার থেকেই উপভোক্তারা সেই টাকা পেতে শুরু করবেন।

ওইদিন সন্ধ্যায় নবান্নে আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টাকা দেওয়া শুরু করবেন। রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকেই প্রথম দফায় ৬০ হাজার টাকা করে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো শুরু হবে। ইতিমধ্যেই উপভোক্তাদের তথ্য যাচাই করে দেখেছেন সরকারি আধিকারিকরা। রাজ্যের অর্থ দপ্তরের নির্দেশ মতো টাকা অ্যাকাউন্টে পাঠানোর আগে ১৬ দফা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা এসওপি মানা হচ্ছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, উপভোক্তার আধার কার্ডে ইউনিক কোড ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলে তাঁরা প্রথম কিস্তির টাকা পাবেন না। তবে ১২ লক্ষ ২,২৬৬ জন উপভোক্তার আধার ইউনিক কোডের সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সংযুক্তি রয়েছে। ফলে তাঁদের টাকা পেতে অসুবিধা হবে না।

২১ জুলাই ধর্মতলায় শহিদ সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র না দিলেও রাজ্য নিজের তহবিল থেকেই দেবে। ডিসেম্বরের মধ্যে টাকা দেওয়া হবে বলেও ওই সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। দফায় দফায় উপভোক্তাদের নামের তালিকা যাচাইয়ের পর তাঁদের টাকা দেওয়ার কাজ শুরু হচ্ছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, যে মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণ রয়েছে, সেই মোবাইল নম্বরে ওটিপি পাঠিয়ে পরিচয় যাচাই করা হবে। সোমবার ও মঙ্গলবার প্রথমার্ধে এই ওটিপি উপভোক্তাদের মোবাইল নম্বরে যাবে।

সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরেই তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো শুরু হবে। সেই জন্য রাজ্য সরকারের প্রত্যেক উপভোক্তাকে ইউনিক পরিচয়পত্র দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। এছাড়াও উপভোক্তাদের নামের তালিকা প্রতিটি বিডিও অফিস ও গ্রাম পঞ্চায়েতে টাঙিয়ে রাখা হবে। ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'আবাস যোজনায় পরিচয়পত্র যাচাইয়ের কাজ চলছে। তালিকা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো মঙ্গলবার থেকেই উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছোনো শুরু হবে। এর ফলে রাজ্যের ১২ লক্ষেরও বেশি মানুষ উপকৃত হবেন।'

অধিকারীদের গড়ে গোহারা বিজেপি

শুভেন্দুর কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন দলে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : রাজ্যে বিজেপির অন্যতম কান্ডারি শুভেন্দু অধিকারীর জেলার একের পর এক সমবায় ব্যাংকের নির্বাচনে গোহারা হারছে বিজেপি। এবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে খাস কাঁথি সমবায় ব্যাংকের ভোটেও বিপুল ভোটে জিতল তৃণমূল। পূর্ব মেদিনীপুরে তৃণমূলের এই সাফল্য কি জেলা তথা বিজেপির কাছে অশনিসংকেত? চর্চা বিজেপিতে।

৮ ডিসেম্বর তমলুক সমবায় ব্যাংকের নির্বাচনে ৬৯টি আসনের মধ্যে ৫৬টি জিতেছিল তৃণমূল। বিজেপি জিতেছে মোট ১৩টি আসনে। এই ১৩টি আসনই নন্দীগ্রাম ১ ও ২ নম্বর ব্লকের। রবিবার, কাঁথি সমবায় ব্যাংকের মোট ১০৮ আসনের জন্য মোট ১৪টি কেন্দ্রে ভোট হয়েছে। এর মধ্যে পটাশপুর, কোলাঘাট, বেলদা, নন্দকুমার, মহিষাদল, হেড়িয়া সহ মোট ১০১ আসনে জয়ী তৃণমূল। একটি ছাড়া সব ব্লকে জিতেছে তৃণমূল। বিজেপি পেয়েছে মাত্র ৬টি আসন ও ১টি নির্দল। প্রত্যাশা মতোই এই ভোটকে লুঠের ভোট বলে দাবি করে আদালতে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, ছাপ্পা ও মৃত ভোটারের ভুয়ো ভোটে অনৈতিকভাবে জয়ী তৃণমূল। অন্যদিকে, শুভেন্দুর এই মন্তব্যকে পরাজিতের আর্তনাদ বলে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের অখিল গিরি।

তৃণমূলে থাকাকালীন কাঁথি সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর সেই পদ থেকে তাঁকে সরতে হয়েছিল। এবারের নির্বাচনে ৮০ হাজারের বেশি ভোটারের সেই সমবায় ব্যাংকের ওপর শুভেন্দু ও অধিকারী পরিবারের নিরঙ্কুশ প্রভাব শেষ হল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শুভেন্দু যাই দাবি করুন না কেন, কাঁথি সমবায় ব্যাংকের এই ফলের পর তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে জেলা ও রাজ্য বিজেপিতে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বিজেপির এক নেতা বলেন, 'সমবায় ব্যাংকের নির্বাচনের ফল বড় কোনও বিষয় নয়। খোদ কাঁথিতে হারাটাই তাৎপর্যপূর্ণ।'

২৪-এর লোকসভা ভোটে শুভেন্দুর সাফল্য বলতে কাঁথি, তমলুক। তার বাইরে বিষ্ণুপুর আসনটি ছাড়া দক্ষিণবঙ্গে বিজেপি শূন্য। ফলে, কাঁথি সমবায় ব্যাংকের নির্বাচনে হারের পর এবার নিজের জেলাতেও কোণঠাসা হয়ে পড়লেন শুভেন্দু? সেক্ষেত্রে, আগামীতে জেলা ও রাজ্য বিজেপিতে শুভেন্দুর কর্তৃত্ব নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ও সর্বোপরি কাঁথির মতো অধিকারী গড়ে এই ফল অপ্রত্যাশিত। রাজ্য রাজনীতির প্রশ্নে সেটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তৃণমূলের একাংশের মতে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় তৃণমূলের একাংশ বিজেপির সঙ্গে তলায় তলায় যোগ রাখত। এদিনের জয়ের পর জেলা নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নয়া সমবায় নীতি নিয়ে আজ বৈঠক মুখ্যসচিবের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : সমবায় নিয়ে কেন্দ্রের নয়া নীতি ও বিভিন্ন প্রকল্পের মূল্যায়ন শুরু করেছে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নীতির সঙ্গে বিশেষ খাপ খায় না রাজ্যের তৃণমূল সরকারের। বরং বিরোধ লেগেই থাকে। বকেয়া পাওনা আদায় নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধ-বিতর্ক প্রায় নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারই মধ্যে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র অধীনে সমবায়মন্ত্রক আসার পর তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হয়েছেন মন্ত্রকের আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে। সারা দেশে সমবায়কে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পৌঁছে দিতে নয়া নীতি গ্রহণ করেছেন তিনি। বেশ কিছু নয়া প্রকল্প চালু করে সমবায়ের আরও ব্যাপক প্রসার ঘটাতে চাইছেন শা। পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের অন্যান্য রাজ্যে নয়া প্রকল্পগুলি চালু করার ব্যাপারে দিল্লি থেকে 'অ্যাডভাইজারি' পাঠানো শুরু হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রের খবর।

সেই সূত্রেই নতুন করে মূল্যায়ন শুরু করেছে রাজ্য সরকার। সোমবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ নবান্নে এনিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন। নয়া প্রকল্প রূপায়ণের পাশাপাশি স্বভাবতই কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তার বিষয়টি উঠে এসেছে। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, অমিত শা'র অধীনে থাকা সমবায়মন্ত্রকের নয়া নীতি ও প্রকল্পগুলির মধ্যে রাজ্য সরকার কোনটা গ্রহণ করবে, করলে কতটাই বা নেওয়া হবে, আর্থিক সহায়তা কতটা পাওয়া যাবে, কেন্দ্র ও রাজ্যের হারের পরিমাণ কী, রাজ্য সরকারের মূল্যায়নে এসবই স্থান পাবে বলে রবিবার নবান্ন প্রশাসনের শীর্ষ এক আধিকারিক জানান। তিনি জানান, সোমবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ মূলত এই বিষয়ে আলোচনা করতে নবান্নে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন। বৈঠকে রাজ্যের সমবায় দপ্তরের সচিব সহ অন্য শীর্ষ আধিকারিকরা হাজির থাকবেন।

ওই সূত্রের খবর, সমবায় ক্ষেত্রে 'সহায়ক সমৃদ্ধি' শীর্ষক কেন্দ্রের নয়া প্রকল্পের সঙ্গে আর কিছু নীতি ও প্রকল্পের বিষয়ে কথা হবে নবান্নের বৈঠকে। বৈঠকের আলোচনায় সারবস্তু নিয়ে পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখ্যসচিব পন্থেরও বৈঠক হওয়ার কথা। ওই নবান্ন প্রশাসনের শীর্ষকর্তার দাবি, রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জনমুখী সামাজিক প্রকল্প আরও ব্যাপকভাবে চালু রাখার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীও চান সমবায় ক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে। আরও বেশি সমবায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে গড়ে তোলার ব্যাপারে বরাবরই আগ্রহী মুখ্যমন্ত্রী। মানুষের মধ্যে সমবায়ী মানসিকতা গড়ে তোলার বিষয়ে বরাবরই উদ্যোগী তিনি।

আমারও কলকাতা...

কলকাতার রাস্তায় প্রাইড মার্চ। রবিবার। ছবি : দেবাশিস মণ্ডল

বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান ঘিরে রহস্য

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ফোর্ট উইলিয়ামে সেনাবাহিনী আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে কারা থাকছেন তা নিয়ে রহস্য কাটল না। রবিবার সেনাবাহিনীর তরফে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের কথা বলানো সম্ভব নয়। এদিন বিকেল পর্যন্ত যা খবর, তাতে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের ছাড়পত্র পাওয়া গেলে শুধুমাত্র এএনআই বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবে। এছাড়া রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও প্রাক্তন সেনাকর্মীরা বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেতে পারেন।

রবিবার বেশি রাতে শুধু এটুকুই জানানো হয়েছে, ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে ছোট্ট একটা দল আসছে। তার নেতৃত্বে থাকবেন একজন ব্রিগেডিয়ার।

১৬ ডিসেম্বর স্মরণে প্রতি বছর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তরফে যে অনুষ্ঠান হয়, তাতে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা সহ একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে থাকে। এবছর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অস্থির পরিস্থিতির জন্য সে দেশের প্রতিনিধিদলের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

পরবর্তীকালে ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রির বাংলাদেশ সফরের পরে কিছুটা বরফ গলে। বাংলাদেশের তরফে জানানো হয়, একটি প্রতিনিধিদল বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে কলকাতায় যোগ দেবে। তবে বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই সেদেশে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় যেসব অনুষ্ঠান ও কুচকাওয়াজ নিয়মিতভাবে বিজয় দিবস পালনে অনুষ্ঠিত হত, সেগুলি এ বছর বাতিল করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে কারা আসছেন তা নিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন শনিবারই ফেসবুক পোস্টে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, আসল মুক্তিযোদ্ধার বদলে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারাও এই প্রতিনিধিদলে আসতে পারেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তরফে কলকাতায় শুধু জানানো হয়েছে এই দলটি খুবই ছোট। সেই প্রতিনিধিদলে মুক্তিযোদ্ধারা থাকছেন কিনা তা নিয়ে কোনও তথ্য তাদের কাছে নেই। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধামন্ত্রক সূত্রেও জানা গিয়েছে, এ বছর মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতে যাওয়ার জন্য কোনও আমন্ত্রণ পাঠানো হয়নি। কাজেই সোমবার বিজয় দিবসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে কারা থাকছেন, তা বোঝার উপায় রইল না।

রাজ্যে ৩৪৭টি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : রাজ্যের ৩৪৭টি মহকুমা, ব্লক ও গ্রামীণ হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চলতি আর্থিক বছরে মার্চ মাসের মধ্যে এই হাসপাতালগুলিতে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান চালু হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বেশ কিছু মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান রয়েছে।

এই ৩৪৭টি ব্লক, মহকুমা ও গ্রামীণ হাসপাতালে এই ওষুধের দোকান খোলা হলে সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৬৪টি। এই দোকানগুলিতে ১৪০টি ওষুধ সুলভমূল্যে পাওয়া যাবে। বাজারদরের থেকে ৫০ শতাংশ থেকে ৮৬ শতাংশ কম দামে ওষুধ দেওয়া হবে। সরকারি অফিসাররা মনে করছেন, আরও বেশকিছু দোকান ভবিষ্যতে খোলা হবে এই রাজ্যে।

ভিক্টোরিয়ার সামনে গিজগিজ করছে মানুষ। রবিবার কলকাতায়।

দার্জিলিংকে টক্কর দিচ্ছে পুরুলিয়া

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : উত্তরকে চ্যালেঞ্জ করছে দক্ষিণবঙ্গ। শনিবার থেকে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে দক্ষিণবঙ্গেও। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য বেশ কয়েকটি জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নীচে ছিল। সোমবার পর্যন্ত শীতের এই দাপট চলবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে।

রবিবার পুরুলিয়ার তাপমাত্রা ছিল ৫.৯ ডিগ্রি, যা দার্জিলিংয়ের ৫.২ ডিগ্রির কাছাকাছি। বাঁকুড়ায় ৯.৫ ডিগ্রি। শ্রীনিকেতনে ৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরের হাওয়ার জন্যই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে শীত জাঁকিয়ে পড়ছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে বীরভূম, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া সহ সমস্ত জেলাতেই শৈত্যপ্রবাহ চলবে। তবে সোমবারের পর তাপমাত্রা খানিকটা বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ঘন কুয়াশার পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে।

শীতের মরশুমে ভিড় সমাধিক্ষেত্রে

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা 'উই আর সেভেন' কবিতায় অল্প বয়সি মেয়েটি জীবন ও মৃত্যুর বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে মৃত ভাই-বোনেদেরও পরিবারের অংশ হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল। ডিসেম্বরের উত্তুরে হাওয়া শহর কলকাতার বাতাসে বইছে। তিলোত্তমার চার্চগুলি সেজে উঠেছে। সেইসঙ্গে শহরের বুকে সমাধিক্ষেত্রগুলির জনসমাগম যেন স্পষ্ট করেছে, আজও পরিজনদের তাঁরা ভোলেননি। একদিকে বড়দিনের খুশির হাওয়া, আবার এই মরশুমেই পরিজনদের কাছে দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসছেন আত্মীয়রা। শীতকাল মানেই চার্চ এবং সমাধিক্ষেত্রগুলিতে মানুষের আনাগোনা বাড়তে থাকে। এই শীতেই সমাধিক্ষেত্রগুলি ভ্রমণস্থানেও পরিণত হয়েছে। ফলে বেড়েছে বাড়তি নিরাপত্তা এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা।

একসময় কলকাতার পার্ক স্ট্রিট চত্বর ছিল ডাকাতদের ঘাঁটি। ধীরে ধীরে এখন যা প্রমোদ সরণিতে পরিণত হয়েছে। এই চত্বরেই স্মৃতি আঁকড়ে ধরে আজও দাঁড়িয়ে প্রায় ৩০০ বছরের পুরোনো সাউথ পার্ক স্ট্রিট সিমেট্রি। শীতের শুরুতেই এখানে ঢুঁ মারতে দেখা গেল বহু মানুষের ভিড়। কেউ এসেছেন ভ্রমণে, কেউ পুরাতনের টানে, আবার কেউ পূর্বসূরিদের স্মরণে। থরে থরে সাজানো বিভিন্ন আকার আকৃতির সমাধির মাঝেই চোখে পড়ল হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর সমাধি। এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন উইলিয়াম জোন্স, সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি স্যর এলাইজা ইম্পে সহ বিশিষ্ট ব্রিটিশ ব্যক্তিরা। বিরল প্রজাতির প্রাচীন গাছপালাগুলি আগলে রেখেছে ১৬০০ সমাধি। প্রতিটি সমাধির গায়ে নোনা ধরেছে। সমাধির গায়ের লেখাগুলিও অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে এই সমাধিক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ করে খ্রিস্টান বেরিয়াল বোর্ড। বোর্ডের এক সদস্য বললেন, 'প্রতিনিয়ত পরিচর্চার কাজ চলে। এই শীতের সময়ই লোকজনের ভিড় বাড়ে। তাই নিরাপত্তা বাড়াতে হয়।'

ডিরোজিও'র সমাধি। পার্ক স্ট্রিটে এখনও ভিড় এই সমাধি দেখার জন্য।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে লোয়ার সার্কুলার রোড সিমেট্রিতে শায়িত রয়েছেন সস্ত্রীক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর আবক্ষমূর্তির নীচে লেখা, 'দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল এই সমাধিস্থলে।' ডেভিড ড্রামান, বেথুন সাহেব, দীনবন্ধু এন্ড্রুজ সহ প্রায় ১২০০০ সমাধি রয়েছে এখানে। এই মরশুমে এখানে দূর থেকে আসছেন পরিজনেরা। অন্ধকারে ডুবে থাকা সমাধিক্ষেত্র আবার মোমবাতির আলোয় ঝলমল করে উঠছে। এই সমাধিক্ষেত্রের এক কর্মী জানালেন, '২০২১ সাল থেকে এখানে শুধুমাত্র দর্শনের জন্য ঢোকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যাঁদের পরিজনদের সমাধি রয়েছে, তাঁরা এই সময়টায় বেশিরভাগ আসেন।'

দুটি সমাধিক্ষেত্রের দায়িত্বে থাকা খ্রিস্টান বেরিয়াল বোর্ডের এক সদস্য দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, 'এই নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে লোকজনের ভিড় বাড়ে। অনেকে শ্রদ্ধা জানান, প্রার্থনা করেন। তবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বা ডিরোজিও-এর বংশধরেরাও হয়তো আসেন, পরিচয় জানা নেই। রক্ষণাবেক্ষণের কাজ প্রতিনিয়ত হয়। আমাদের বোর্ডের সদস্যরা সপ্তাহে বেশ কয়েকদিন এসে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।' এই শহর কলকাতার বুকে ইহুদিদের আগমনও হয়েছিল। এখনও এজরা স্ট্রিট, ক্যানিং স্ট্রিট থেকে ইহুদিদের মৃতদেহ আসে ফুলবাগানের ইহুদিদের সমাধিক্ষেত্রে। ১৮৩৬ সালে ইসলাম সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি স্যালম আরন ওবাডিয়াহ কোহেনকে ২০ বিঘা এই জমি দান করেছিলেন। নাহুম সহ প্রায় ১০ হাজার ইহুদি সমাধি রয়েছে এখানে। এক কর্মী জানালেন, 'এখন তো গুটিকয়েক ইহুদি রয়েছে কলকাতায়। তাই মাসে বা বছরে দেহ আসে। তবে নিয়ম করে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া থেকে পরিজনেরা এই সময়ে আসেন।'

প্রশংসা লিবারেশনের, প্রশ্ন আইএসএফে

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : বারবার অবস্থান বদলাচ্ছে আইএসএফ। তাই সিপিএমের এরিয়া কমিটিগুলির সম্মেলন থেকে নৌশাদ সিদ্দিকীর দলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দলের কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, একবার সমঝোতা হয়, আবার তা ভেঙে যায়। সদ্যসমাপ্ত উপনির্বাচনে আবার আইএসএফের সঙ্গে বামফ্রন্টের জোট হয়েছে। পরবর্তীতে আইএসএফের অবস্থান কী থাকবে এবং তাতে বামফ্রন্টের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে বলে মনে করছেন এরিয়া কমিটিগুলির একাধিক নেতা। তবে উত্তরবঙ্গের এরিয়া কমিটিগুলির সম্মেলনে সিপিআই(এমএল) লিবারেশন-এর ভূমিকা নিয়ে প্রশংসা করা হয়েছে। বৃহত্তর বাম ঐক্যের স্বার্থে ফ্রন্টের ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতিতেও লিবারেশনের শামিল হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে ওই দলকে ফ্রন্টের শরিক করা হতে পারে কি না তা নিয়েও একপ্রস্থ কথাবার্তা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

লোকসভা নির্বাচনের আগে মহম্মদ সেলিমকে প্রকাশ্যেই কটাক্ষ করেছিলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নৌশাদ। পরবর্তীতে অবস্থান পালটে আবার উপনির্বাচনে বামফ্রন্টের সঙ্গে সমঝোতা করেছে আইএসএফ। এখন এরিয়া কমিটিগুলির সম্মেলন চলছে। সেই সম্মেলন থেকেই কর্মীরা প্রশ্ন তুলেছেন, এভাবে বারবার অবস্থান বদলালে দলের নীচুতলার কর্মীদের ক্ষোভ সৃষ্টি হবে।

গঙ্গাসাগর নিয়ে নবান্নে বৈঠক

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার নবান্নে বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থ, জনস্বাস্থ্য, পূর্ত, পরিবহণ সহ ১৭টি দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের এই বৈঠকে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দপ্তরের মন্ত্রীদেরও থাকতে বলা হয়েছে।

প্রয়াত সৌরভ

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : প্রয়াত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন আমলা সৌরভ দাস। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সহ একাধিক দপ্তরের দায়িত্ব তিনি সামলেছেন।

সোমবার, ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২০৭ সংখ্যা

দায় বেশি ভারতেরই

প্রতিবেশীদের নিয়ে এমন দুশ্চিন্তায় কখনও পড়তে হয়নি ভারতকে। একসঙ্গে সবক'টি দেশে বন্ধু সরকারের অনুপস্থিতি- এমন দুরবস্থা সম্ভবত ভারতের এই প্রথম। শ্রীলঙ্কা, নেপাল, পাকিস্তান, চিন, বাংলাদেশ- কোনও দেশেই এখনকার শাসকগোষ্ঠী আর যাই হোক, ভারতের অনুগত নয়। তবে শ্রীলঙ্কা, নেপাল, পাকিস্তান ও চিনকে ছাপিয়ে বাংলাদেশই সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে মোদি সরকারের কাছে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ যতদিন ক্ষমতায় ছিল, ততদিন ভারত ছিল নিশ্চিন্তে। কাজ চালানোর মতো কূটনৈতিক বোঝাপড়া ছিল দু'পক্ষের। উত্তর-পূর্বে জঙ্গি সমস্যা নিয়েও দিল্লিকে সেভাবে ভাবতে হয়নি। সীমান্তে এবং বাংলাদেশে জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংসে প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল হাসিনার। পরিস্থিতি আমূল পালটে গিয়েছে গণ অভ্যুত্থানের জেরে ৫ অগাস্ট আওয়ামি লিগ নেত্রী ভারতে পালিয়ে আসার পর থেকে।

এখন তিনি ভারত সরকারের আশ্রয়ে থেকে মাঝেমধ্যে নিজের দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস সম্পর্কে বিবৃতি ও ভাষণ দিতে থাকায় দিল্লি-ঢাকা সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত ও জটিল হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে এখন মৌলবাদীদের দাপট ক্রমশ বেড়ে চলেছে। জাতির জনক মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। মুজিবের নাম মুছে ফেলা হয়েছে স্কুলের সিলেবাস থেকে। হামলা থেকে রেহাই পায়নি ভারতের নাম জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ভবন। জাতীয় স্লোগানের মর্যাদা কেড়ে নেওয়া হয়েছে 'জয় বাংলা'র।

হাসিনা-জমানাতে সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়নি তা নয়। কিন্তু গত পাঁচ মাসের দমনপীড়ন অবর্ণনীয়। পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হচ্ছে একের পর এক হিন্দু মন্দির, উপাসনালয়। অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সন্ন্যাসীদের। হামলা চলছে হিন্দুপাড়ায়। ভীতসন্ত্রস্ত বহু হিন্দু পরিবার পালিয়ে আসছে ভারতে। কথায় কথায় বাংলা, বিহার, ওড়িশা দখলের হুমকি উঠছে বাংলাদেশে। আগরতলায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের অফিসে হামলার প্রতিবাদে প্রায় রোজই আখাউড়া সীমান্তে বিএনপির 'লং মার্চ'-এর আস্ফালন ইত্যাদিতে চরম ভারতবিরোধী আবহ।

এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রির ঢাকা সফর নিঃসন্দেহে মোদি সরকারের প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস, বিদেশসচিব জসিমউদ্দিন সহ গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী আরও অনেকের সঙ্গে মিশ্রির বৈঠক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের শীতলতা কিছুটা হলেও কাটাতে পেরেছে। তবে হাসিনার বিবৃতি নিয়ে ঢাকা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। যদিও দিল্লির অবস্থান হল, অতীতে দলাই লামার মতোই ভারতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে হাসিনাকে।

কিন্তু তাঁর বিবৃতির সঙ্গে কোনও যোগ নেই বলে অবস্থান স্পষ্ট করেছে নয়াদিল্লি। মিশ্রির সফরে ভারতের প্রাপ্তি বলতে, এই প্রথম সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ মেনে বিভিন্ন ঘটনায় মোট কতজন গ্রেপ্তার, কী কী পদক্ষেপ ইত্যাদি জানিয়েছে ইউনূস সরকার। পাশাপাশি কলকাতায় ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দপ্তর ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের জয়ের স্মরণে ফি বছর এই দিনটি ফোর্ট উইলিয়ামে পালিত হয়। হাসিনা সরকারের পতনের পরিপ্রেক্ষিতে এবারের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি প্রতিনিধিদলের যোগদান অনিশ্চিত ছিল। শেষপর্যন্ত সেই অনিশ্চয়তা কেটেছে। তবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে ভারত এখনও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। দু'দিন আগে লোকসভায় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের বক্তব্যে তা ধরা পড়েছে।

সংখ্যালঘু নিপীড়ন নিয়ে উদ্বিগ্ন আমেরিকার বাইডেন সরকারও। প্রতিবেশী বড় দেশ হিসেবে দায় অবশ্য ভারতেরই বেশি। মোদি সরকারকে তাই অনেক সাবধানে এগোতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের শাসক তৃণমূল ও বিজেপিরও মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সতর্ক এবং সংযত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অমৃতধারা

ভগবানকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ঘুরি তাহলে আমরা মিলিত হব। যদি রাম আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা মিলিত হব। যত বেশি আমি তাঁর ওপর আশ্রিত হয়েছি, যত বেশি আমার তাঁর ওপর নির্ভরতা বেড়েছে তত কাজ সুন্দর হয়েছে। যত আমি খালি তত আমি সুন্দর। যে যার চিন্তা করে সে তার মতো হয়। বেদ- বেদান্ত-উপনিষদের শ্লোক পড়ার দরকার নেই, তাঁর চিন্তা করুন। তাঁর চিন্তা করা মানেই তো তাঁর মতো হয়ে যাওয়া। এটা আমি বলি, তোমরা ভালোবাসার চাষ করো। মানুষকে ভালোবাসো। নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকা-এটাই সাধনা। এটাই কিন্তু ধর্মের একটা প্রধান দিক।

-ভগবান

১৬ ডিসেম্বর ও বাংলাদেশের ডিগবাজি

আজকের দিনের সঙ্গে ভারত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, ইন্দিরারও নাম আসে। পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয় মনে করায়!

সুমন ভট্টাচার্য

"বিষণ্ণ বিস্ময়। আমি বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেলের একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে এখনও দেখলাম না, কোনও চ্যানেলে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনও অনুষ্ঠান হতে। আগে প্রতি বছর ডিসেম্বর এলেই মুক্তিযুদ্ধের সেই চূড়ান্ত পর্ব নিয়ে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান হত। আলোচনায়, গানে, কবিতায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ অনুরণন দেখতাম সর্বত্রই। এবার কী হল? মুক্তিযুদ্ধ কেন চলে গেল প্রান্তিক অবস্থানে? আমি জানি না, কেউ কি জানেন!"

"জামাত যদি ভারতপন্থী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা না করত, আমরা '২৪-এ এসেও স্বাধীনতা পেতাম না। জামাত যা ৫০ বছর আগে বোঝে, বাঙালি তা বোঝে এত দিনে।"

সোমবার, ১৬ ডিসেম্বরকে ভারতবর্ষ বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে আমরা বাঙালিরা কীভাবে দেখব, তার উত্তর লুকিয়ে আছে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল উপরের দুটি পোস্ট ঘিরে।

প্রথম পোস্টটি মার্কিন প্রবাসী বাংলাদেশের এক সাহিত্যিক- সাংবাদিকের, যিনি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তর রেডিও নেটওয়ার্কের বাংলা বিভাগের প্রধান। তাঁর যে 'বিস্ময়', অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ কেন মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণ করছে না সেইভাবে, তার উত্তর লুকিয়ে আছে আবার বাংলাদেশে থাকা জামাতের এক নেতার ওই ভাইরাল হওয়া পোস্টে। যেখানে তিনি, বাংলাদেশের জামাতের ওই নেতা স্পষ্টতই বলে দিচ্ছেন, ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের যে হত্যা করা হয়েছিল, তার দায়িত্ব তাঁদের। আর জামাত জেনে বুঝেই ভারতপন্থী লেখক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, চিকিৎসকদের হত্যা করেছিল, কারণ তা না হলে '৭১-এর ৫৩ বছর বাদেও আওয়ামি লিগকে উৎখাত করে 'গণ অভ্যুত্থান' ঘটানো সম্ভব হত না।

প্রশ্ন উঠবেই, তাহলে আজকের বাংলাদেশের কাছে ১৬ ডিসেম্বর বা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ? যেহেতু এই বিষয়ে কারও কোনও সংশয় নেই যে, বর্তমান ইউনূস প্রশাসনের নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশের জামাত বা বেশ কিছু মৌলবাদী শক্তিই, তাহলে কি ঢাকা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকে সত্যিই কিছুটা পিছনে ঠেলে দিতে চাইছে? কারণ ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের সঙ্গে ভারত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, ইন্দিরা গান্ধির নাম আসে এবং অবশ্যই পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয়কে মনে করায়!

১৯৭১-এ যেহেতু জামাত ঘোষিতভাবেই পাকিস্তানের সঙ্গে ছিল, ১৬ ডিসেম্বর বা জেনারেল নিয়াজির, মহা দাপুটে পাক সেনা অফিসার জেনারেল নিয়াজি, যিনিও ১৯৭১-এর ওই ডিসেম্বরে ঢাকায় বসে রোজ বলতেন, "তিনদিনের মধ্যে কলকাতা দখল করব", আর "ফোর্ট উইলিয়ামে পাকিস্তানি পতাকা উড়িয়ে ওবেরয় গ্র্যান্ডে বসে চা খাব", তাঁর জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের 'আইকনিক' ফ্রেমটা কি জামাতপন্থীদের অস্বস্তি দেয়?

এটা আলাদা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, বাংলাদেশে এই ডামাডোলের সময়ে ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষও সেনাপ্রধানের ঘর থেকে জগজিৎ সিং অরোরা আর নিয়াজির সইসাবুদের সেই ঐতিহাসিক ছবিটি সরিয়ে ফেলেছে। আসলে যা ছিল নয়াদিল্লির চূড়ান্ত বিজয়ের অর্ধশতাব্দী ধরে প্রতীক এবং যে নতুন দেশের পৃথিবীর মানচিত্রে আবির্ভাব এত দিন ভারতবর্ষ গর্ব ভরে স্মরণ করত, সেই 'প্রতিবেশী'ই যদি সেই দিনটির কথা মনে না রাখতে চায়, তাহলে নয়াদিল্লি কেন সেই টেক্কার তাসটিকে টেবিলের উপর রাখবে?

১ লক্ষ ৭০ হাজারের কিছু বেশি পাকিস্তানি সেনা নিয়ে জেনারেল নিয়াজির অসহায় আত্মসমর্পণের ছবি হয়তো ভারতীয় সেনাপ্রধান তাঁর ঘর থেকে সরিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ভারতের সব সেনা দপ্তরই ১৬ ডিসেম্বর উদযাপন করছে। কারণ নয়াদিল্লি জানে যে, ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর যে ইতিহাস লেখা হয়েছিল, তা আসলে শুধু বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্রের জন্ম দেয়নি, দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসকে বদলে দিয়েছিল।

হেনরি কিসিঞ্জার থেকে শুরু করে, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সব 'চাণক্য'ই লিখে গিয়েছেন, ইন্দিরা গান্ধি এবং শেখ মুজিবুর রহমান আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম সেরা যে 'মহাকাব্য' লিখেছিলেন, যাকে আজকের ঢাকা ভুলতে চায়, সেই দিন কিন্তু তা ওয়াশিংটনকে এমনভাবে ধাক্কা দিয়েছিল যে, আমেরিকা ভিয়েতনাম থেকেও সরে আসার সিদ্ধান্তের দিকে হাঁটতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক তাৎপর্য এতটাই ছিল।

জামাত নেতাদের বক্তব্য এবং ওই ভাইরাল হওয়া পোস্ট এই ১৬ ডিসেম্বর যে প্রশ্নটা উসকে দিচ্ছে এবং যা হয়তো এপারের বাঙালিদের জন্যও উদ্বেগের, তা হল বাংলাদেশের বর্তমান শাসকরা কি তাহলে 'জামাত' এবং 'বাঙালি' নিয়ে আবার চর্চা করছে? অর্থাৎ খুব সহজভাবে বলতে গেলে, ১৯৪৭-এ দেশভাগের সময় জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব, যা এই উপমহাদেশের বড় অংশের মুসলিমদের প্রভাবিত করেছিল এবং যাকে নস্যাৎ করে দিয়ে মাত্র ২৪ বছরের মধ্যে মুজিবুর রহমান যে 'বাঙালি জাতিসত্তা'-কে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন, তাকে কি বাংলাদেশ ভুলতে চাইছে? তা না হলে জামাত কেন 'বাঙালির বুঝতে ৫০ বছর লাগল' বলে ব্যঙ্গ করছে?

একটা দেশের গণতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় কাঠামো কোন পথে চলছে তা বোঝার কিছু পরিমাপক বা প্যারামিটার আছে। আমেরিকা বিভিন্ন ধরনের রাজনীতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে এবং যাচ্ছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা অথবা ডোনাল্ড ট্রাম্প কেউই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস যে ৪ জুলাই, সেটা অস্বীকারের চেষ্টা করেননি।

ভারতবর্ষে কংগ্রেসের একাধিপত্য ছিল ১৯৭৭ পর্যন্ত। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধির শাসন, জরুরি অবস্থা এবং তারপরে জনতা দলের সরকার আসার পর অ-কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোরারজি দেশাই ১৯৪৭-কেও ভুলে যাননি, বা ১৫ অগাস্টকেও পিছনের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেননি। নেহরু এবং গান্ধি পরিবারকে নিয়ত গালপাড়া নরেন্দ্র মোদিও মহাত্মা গান্ধির চরকার সামনে দাঁড়িয়ে ফ্রেমবন্দি হন, ১৫ অগাস্ট লালকেল্লা থেকে পতাকা তোলাটাকে তিনি এবং তাঁর দল উদযাপন করেন।

আজকের বাংলাদেশ যেভাবে ১৪ ডিসেম্বরের শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে কোনওরকম আলোচনা বা স্মরণকে এড়িয়ে যাচ্ছে, কিংবা ১৬ ডিসেম্বর উদযাপনে ভারতের সঙ্গে 'সম্পৃক্ততা' পরিহার করে চলতে চাইছে, তা অবশ্যই অনেক ধারণার জন্ম দেয়।

১৯৭১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত আসতে আসতে এমনটা নয় যে, বাংলাদেশে সবসময় আওয়ামি লিগই চালকের আসনে ছিল। জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি বাংলাদেশ চালিয়েছে, ঢাকায় কর্তৃত্বের রাশ গিয়েছে এরশাদের হাতে। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসাররাও মনে করে বলতে পারছেন না, কবে এমনটা হয়েছে যে, ঢাকা তাদের 'নির্বাচিত মুক্তিযোদ্ধা'দের কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে পাঠাতে অস্বস্তি বোধ করেছে! এরশাদ হয়তো তাঁর পছন্দমতো 'মুক্তিযোদ্ধা'দের নির্বাচন করেছেন, বিএনপি তাদের তালিকার 'মুক্তিযোদ্ধা'দের পাঠিয়েছে। এবারের ঘটনাক্রম প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে, ঢাকার বর্তমান শাসক, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস এবং পৃষ্ঠপোষক শক্তিগুলি কি তাহলে আসলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়েই ততটা 'স্বচ্ছন্দ' নয়? জামাত তো সেদিন, ১৯৭১-এ না হয় চায়নি পাকিস্তান যুদ্ধে হারুক, আজকের বাংলাদেশে তারা কী চায়?

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানকে যুদ্ধে হারানো এবং তারপরে ভারতের ভূমিকা, এই তিনটে শব্দবন্ধতেই যদি বাংলাদেশের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর আপত্তি থাকে, তাহলে প্রতিবেশী দেশে কেন সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে বা আর 'জয় বাংলা' স্লোগান জাতীয় স্লোগান থাকছে না, তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। তখন আমাদের বুঝে নিতে হবে, মুহাম্মদ ইউনূস "ছাত্ররা 'রিসেট' বোতাম টিপে দিয়েছে" বলতে আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন।

১৯৭১ দেখে এপারের বাঙালি দেশভাগের দগদগে ক্ষত ভুলতে চেয়েছিল, মনে করেছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম নেওয়া আসলে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগকে অস্বীকার করে আবার 'বাঙালি জাতিসত্তা'র উন্মেষ।

৫৩ বছরের ব্যবধানে আমাদের আবারও বুঝতে হচ্ছে, এত দিন ধরে কি তাহলে আমরা 'ভ্রম'-এর মধ্যে ছিলাম? বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকে যখন বাংলাদেশের জামাত 'ঠিক কাজ' বলে মনে করিয়ে দিচ্ছে, ওপারের হিন্দু পরিবারের নাবালিকা কিশোরী সীমান্ত পেরিয়ে এসে যখন সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা বলছে, তখন বুঝতে পারছি, ইতিহাস আবার আমাদের এক সন্ধিক্ষণে নিয়ে এসেছে।

এপারের, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের, ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সেই সন্ধিক্ষণে রাস্তা খুঁজে নিতে হবে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৪০

সমাজসংস্কারক উমেশচন্দ্র দত্তের জন্ম আজকের দিনে।

১৮৮২

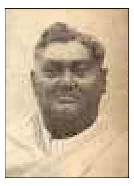

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সংগীতজ্ঞ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোচিত

বাংলাদেশ সরকারের বিজয় দিবসের পোস্টারে সবচেয়ে বড় ছবিটি ছাপা হয়েছে নিহত এক জামায়াতে ইসলামির কর্মীর। কিন্তু তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল। বাংলাদেশের জয় চায়নি। আহা, আমার দুর্ভাগা বাংলাদেশ।

- তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল/১

'মানুষের মতো হাঁটতে গেলে হোঁচট খাওয়া শিখতে হবে'- সম্প্রতি এমনই ক্যাপশনে টেসলার শেয়ার করা ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, তাদের তৈরি রোবট ঢাল দিয়ে নীচে নামার সময় মানুষের মতো হোঁচট খাচ্ছে। তাল সামলে আবার হাঁটতে শুরু করেছে। তাকে ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে দেখা যাচ্ছে।

ভাইরাল/২

চিকেন টিক্কা চকোলেট! ব্যাপারটা কী? জার্মানির এক রেস্তোরাঁর মালিক একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। যেখানে একাকার চিকেন টিক্কা এবং চকোলেট। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভদ্রলোকের এই ভিডিও শেয়ার করেছেন অনেকেই। নিন্দাও করছেন।

জনমন

জনমত

ক্যানসার নিয়ে আরও সচেতনতা চাই

ক্যানসার রোগে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর পরে স্বাভাবিকভাবে কতগুলি বিষয় এসে দাঁড়ায়। যেমন, ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষিত মানুষজনের বেশিরভাগেরই ক্যানসার সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই বলে মনে হয়। এই অবস্থায় প্রতিটা হাসপাতাল, নার্সিংহোম, মেডিকেল কলেজের ক্যানসার ডিপার্টমেন্ট এবং যেখানে ক্যানসারের চিকিৎসা হয় সেইসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যদি প্রতিনিয়ত গ্রামেগঞ্জে, শহরাঞ্চলে, বিভিন্ন ক্লাবে শিবির করে ক্যানসার সম্পর্কে সচেতন করে তাহলে খুবই ভালো হবে বলে মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, এই ক্যানসার রোগের উপসর্গ, কীভাবে মনিটর করতে হয় বা কোন হাসপাতালে যেতে হয় প্রভৃতি ব্যাপারে কাউন্সেলিংয়ের ভীষণ অভাব আছে বলে মনে হয়। তৃতীয়ত, ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকার দরকার। এই টাকার জোগান দিতে প্রচলিত যেসব সরকারি প্রকল্প আছে সেটাই হয়তো যথেষ্ট নয়। সেজন্য অর্থনৈতিকভাবে যাঁদের সামর্থ্য রয়েছে তাঁদের নিজেদের জন্য মেডিক্লেমের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে হয়।

সার্বিকভাবে সচেতনতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য করতে পারে। সেইসঙ্গে চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে পরিষেবা এবং আন্তরিকতার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার থাকা অত্যন্ত জরুরি বলেই মনে হয়। কারণ, ক্যানসার এমন একটি রোগ যেখানে রোগীকে সুস্থ করার জন্য কেমোথেরাপি বা রেডিয়েশনের পাশাপাশি রোগীকে মানসিকভাবে সুস্থ ও হাসিখুশিতে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে চিকিৎসাকেন্দ্রগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সুব্রত ভট্টাচার্য
পূর্ব অরবিন্দনগর, জলপাইগুড়ি।

লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে লেখা কই

বইমেলা নিয়ে দৈনিক প্রতিবেদন বেরোচ্ছে এর ওর তার কলমে-খুব ভালো। কিন্তু ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা মানে লিটল ম্যাগাজিন স্টলের বিষয়ে তেমন লেখা চোখে পড়ে না। কেমন যেন একটা উদাসীন ভাব! তাছাড়া ভাষা সাহিত্য নিয়ে আলোচনার খবরও সেই অর্থে প্রকাশিত হয় না, কারণ সেটা ভরদুপুরে করার অনুমতি দেওয়া হয় না। সেই সময় মেলা প্রাঙ্গণে দর্শক-শ্রোতা থাকে না বললেই চলে।

এই অবস্থায় লিটল ম্যাগাজিন স্টলের দিকে নজর দিতে উত্তরবঙ্গ বইমেলা কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ রইল।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

দরিদ্র বনাম হতদরিদ্র নিয়ে সংঘাত

ভুল সমীক্ষা প্রমাণিত আবাস যোজনায়। এই আর্তিতেই এক কোচবিহারের শীতলকুচি থেকে বালুরঘাটের শীতলাপাড়া।

অজিত ঘোষ

'শীতে ঠান্ডা বাতাস হুহু করে ঢোকে। ঘরে থাকা যায় না। ফুটো টিনের চাল দিয়ে বর্ষায় পড়ে জল। রাত জেগে এককোণে বসে থাকতে হয়। একটা ঘর পেলে কত যে উপকার হত। সরকার একটা ঘর দিক আমাদের।'

আবাস যোজনার ঘর চেয়ে জানালেন চাকুলিয়ার সুনু যোগী। একই অবস্থা মালদার ভূতনির অয়ন মণ্ডলের। বাড়ির নামে তাঁর আছে একটি ঘর। বাড়ি না বলে জরাজীর্ণ সভ্যতার নিদর্শনও বলা যেতে পারে। গঙ্গার চরের দু'হাত দূরে বাঁশের খুঁটি দিয়ে তৈরি ঘরে মরচে ধরা টিনের চাল। কাশফুলের শুকনো খড় আর বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া। ঘরের মেঝেতে প্লাস্টিক পেতে বর্ষার জলের মোকাবিলা করতে হয়। রতুয়ার ফুলকুমারী দাসের কথায়, 'আমরা কি ঘর পাব না? আমাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে না? নদীপারে প্রবল শীত ও বর্ষায় ত্রিপলের নীচে কীভাবে বাস করব?' 'আর কত গরিব হলে আবাসের ঘর মিলবে?' প্রশ্ন তপনের নিতাই দাসের।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ তালিকায় নাম নথিভুক্তদের মধ্যে প্রকৃত প্রাপকদের চিহ্নিতকরণের কাজে গিয়ে আর্জির সঙ্গে আর্তির পার্থক্যটা বুঝেছেন আবাস সমীক্ষকরা। এই আর্তিতেই এক হয়েছে কোচবিহারের শীতলকুচি থেকে বালুরঘাটের শীতলাপাড়া। সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রকল্পটির আবেদনের সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ফলে সংখ্যাটা আরও বাড়বে।

এঁদের কেউ নির্মাণশ্রমিক, কেউ ইটভাটার, কেউ আবার মাঠেঘাটের দিনমজুর। কেউ বা অন্য পেশার মানুষ। এককথায় প্রত্যেকেই নিম্ন আয়ের মানুষ। যাঁদের ধড়ে ধুঁকতে থাকা প্রাণ থাকলেও মাথা গোঁজার ঘর নেই। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকলেও অর্ধাহার-অনাহারে অভ্যস্ত। কারও টাকা ঢুকেছে অন্যের অ্যাকাউন্টে। কেউ ঘর পেতে কাটমানি দিয়েছেন। কোথাও একই নেতার নামে এসেছে একাধিক ঘর। নাম জড়িয়েছে শাসক-বিরোধী উভয় শিবিরের।

চলতি বছরের প্রথমেই আমেরিকার একটি গবেষণা সংস্থা 'ব্রুকিংস' জানিয়েছে, 'ভারতে হতদরিদ্র বলে আর কেউ নেই।' এবছরেরই জুলাই মাসে ভারতে দরিদ্র মানুষের অনুপাত নিয়ে নীতি আয়োগের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বিগত দশ বছরে দারিদ্র্যের অনুপাত ও তীব্রতা দুই-ই উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। গরিবি হটানোর বিভিন্ন পদক্ষেপে ২৫ কোটিরও বেশি সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমা পেরিয়েছেন। কমেছে দৈনিক আয়ের নীচে বসবাসকারী মানুষের হারও। ২০১১-'১২ সালে এই হার ছিল ৫৩.৬ শতাংশ, যা ২০২২-'২৩ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ২০.৮ শতাংশে।

২৫ জুন, ২০১৫-তে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' প্রকল্পটির পথ চলা শুরু। সেসময় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১.২২ কোটি বাড়ি নির্মাণের। ২০২৪-এ লক্ষ্যমাত্রা পৌঁছেছে ২.৯৫ কোটি।

প্রশ্ন উঠেছে লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধিতে। সংঘাত দেখা দিয়েছে দরিদ্র আর হতদরিদ্র শব্দ দুটিতে। গ্যাসের কানেকশন, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে দরিদ্রের হার কমানো হয়েছে। আর হতদরিদ্র? যদি না-ই থাকে তবে আবাস যোজনার লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি হয় কী করে? ব্রুকিংসয়ের পরিসংখ্যান দেশের দুই-তৃতীয়াংশ জনগণকে প্রদেয় বিনামূল্যে র‍্যাশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে রাখেনি। যদি গৃহহীন মানুষকেও ওই পরিসংখ্যানে না রাখতেন তাহলে নিশ্চিত পরিসংখ্যানের সঙ্গে গৃহহীন মানুষের অনুপাতটা একটি সীমানারেখার আকার ধারণ করত না। যে রেখার এপারে দরিদ্র ওপারে হতদরিদ্র।

(লেখক গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা। সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০১৪

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। সবসময় ব্যবহারের ছোট প্লেট বা ডিশ ৪। যা তুললে মৃত্যু অনিবার্য ৫। শস্যদানার ওপরের আবরণ ৭। একটা ফল অথবা রংয়ের নাম ৮। সরকারি সিলমোহর সমেত জমির দলিল ৯। মুশকিল বা দিগদারি ১১। ময়ূরের পাখা বা লেজ ১৩। চাঁদের হিসেবে সময়ের মাপ ১৪। ঈশ্বরের নামে শপথ ১৫। হুঁকোর সঙ্গে সম্পর্কিত।

উপর-নীচ : ১। শিবের ধনুর্বাণ ২। অস্থির প্রকৃতির মহিলা ৩। ব্যবসায়ীর নতুন বছরের হিসেবের খাতা ৬। প্রমাণপত্র বা নথি ৯। খুব তাড়াতাড়ি ১০। হাতে একেবারেই টাকাপয়সা নেই ১১। মৃতদেহের জন্য নতুন বস্ত্র ১২। জমির কাঁচা দলিল।

সমাধান ■ ৪০১৩

পাশাপাশি : ১। বরবাদ ৩। গীতল ৫। তরণী সেন ৭। মশান ৯। গামছা ১১। বনভোজন ১৪। সারাই ১৫। বয়লার।

উপর-নীচ : ১। বকলম ২। দলিত ৩। গীবাণী ৪। লন্ডন ৬। সেলাম ৮। শালীন ১০। ছারখার ১১। বচসা ১২। ভোরাই ১৩। নবাব।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিজয় দিবসের আগে বার্তা হাসিনার

ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর : বিজয় দিবসের প্রাক্কালে রবিবার আওয়ামি লিগের ফেসবুক পেজে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি বিবৃতি জারি করে ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে ফের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আগামীকাল মহান বিজয় দিবস। বাংলাদেশের বিজয়ের ৫৩ বছর পূর্তি হবে। শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে বাঙালি জাতি।'

ইউনূসের সরকারকে বিঁধে হাসিনা বলেছেন, 'দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশবিরোধী গোষ্ঠী অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে। ফ্যাসিস্ট ইউনূসের নেতৃত্বে অগণতান্ত্রিক গোষ্ঠীর জনতার প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকা শক্তির বিরুদ্ধে বিষোদগার করা। স্বাধীনতাবিরোধী, উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে তারা প্রচ্ছন্নভাবে মদত দিচ্ছে। জাতীয় শোক দিবস, সংবিধান দিবসের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলি বাতিল করা হয়েছে। জয় বাংলা জাতীয় স্লোগান ঘোষণার রায় স্থগিত করা হয়েছে।' তাঁর দাবি, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি দেশের মানুষের নির্ভেজাল অনুরাগের চাপে দায়সাড়া গোছের আচার পালন করছে বর্তমান সরকার। তারা পারলে মুক্তিযুদ্ধের চিহ্ন মুছে ফেলত।' আওয়ামি লিগের তরফে সোমবার যে কর্মসূচিগুলি গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন, ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গনে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা এবং বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনাসভারও আয়োজন।

> বাংলাদেশের বিজয়ের ৫৩ বছর পূর্তি হবে। শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে বাঙালি জাতি।
>
> **শেখ হাসিনা**

তবে ইউনূস সরকার একেবারে পিছিয়ে থাকছে না। এদিন অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে ১০ টাকা মূল্যের একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়। সেইসঙ্গে ১০ টাকা মূল্যের উদ্বোধনী খাম এবং ৫ টাকা মূল্যের একটি ডাটাকার্ডও প্রকাশ হয়েছে এদিন।

রবিবার বিকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এগুলির উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম এবং আরও অনেকে। এবার বিজয় দিবসে দেশজুড়ে বিজয় মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

এদিকে নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন এদিন ফেসবুকে লিখেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের লাশ তোলা যাবে না বলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র নেতা সারজিস আলম। কেন এত ভয়? লাশ তুললে বোঝা যাবে রাজাকার স্লোগান দেওয়া শিবির ও হিযবুত তাহরীরের গুলিতে তারা মারা গিয়েছে।

বাইশ গজের যুদ্ধে সাংসদরা

অনুরাগের সেঞ্চুরি, সেরা বোলার হুডা

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : ব্যাট করছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী তথা হামিরপুরের বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর। অপর প্রান্ত থেকে বল করতে আসছেন আপের রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা। লোপ্পা বল পেতেই সপাটে ছক্কা হাঁকিয়ে সেঞ্চুরি করলেন অনুরাগ। শীতের রবিবাসরীয় দুপুরে এমনই দৃশ্যের সাক্ষী থাকল মেজর ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়াম। দেশ থেকে যক্ষ্মা নির্মূলের মহান ব্রত কাঁধে নিয়ে এদিন একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। একদিকে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান একাদশ। যার ক্যাপ্টেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী তথা অরুণাচল পশ্চিমের বিজেপি সাংসদ কিরেন রিজিজু। লোকসভার স্পিকার একাদশের ক্যাপ্টেন ছিলেন খোদ অনুরাগ। দুই দলেই শাসক-বিরোধী শিবিরের একাধিক সদস্য খেলেন। শেষমেশ চেয়ারম্যান একাদশকে ৭৩ রানে পরাজিত করে স্পিকার একাদশ।

পীযূষ গোয়েল ট্রফি তুলে দিলেন জয়ী ক্যাপ্টেন কিরেন রিজিজুকে।

সংসদের অন্দরে প্রতিদিনই একে অন্যকে তীব্র বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন তাঁরা। লোকসভা এবং রাজ্যসভায় শাসক-বিরোধী সদস্যদের বাগযুদ্ধে প্রায় প্রতিদিনই ভন্ডুল হয়েছে এবারের শীতকালীন অধিবেশন। কিন্তু রবিবার একটু অন্য মেজাজে ধরা দিলেন শাসক ও বিরোধী শিবিরের সাংসদরা। চুটিয়ে ক্রিকেট খেলেন দুই দলের সদস্যরা। খেলা দেখতে এসে ব্যাট হাতে মাঠে নেমে পড়েন স্পিকার ওম বিড়লাও। তবে যতটা দক্ষতার সঙ্গে লোকসভার ট্রেজারি এবং বিরোধী বেঞ্চকে তিনি সামলান, ব্যাট হাতে বল পেটানোয় ততটা দক্ষতা দেখাতে পারেননি তিনি।

অনুরাগ এদিনের খেলায় একাই করেন ১১১ রান। অধিবেশন চলাকালীন বিরোধীদের লাগাতার আক্রমণ শানান বিজেপির সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তাঁকে এদিনের খেলায় সেরা ফিল্ডার হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। সেরা বোলারের শিরোপা পান কংগ্রেস সাংসদ দীপেন্দর সিং হুডা। সুপার ক্যাচের শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছেন উত্তর-পূর্ব দিল্লির বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। প্রত্যেককে অভিনন্দন জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। এদিনের ম্যাচে বিজেপির তরফে সর্বানন্দ সোনোয়াল, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, কংগ্রেসের গৌরব গগৈ, ইমরান প্রতাপগারহি, তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং ইউসুফ পাঠানরা অংশ নিয়েছিলেন। আপের তরফে রাঘব চাড্ডার পাশাপাশি হরভজন সিংও অংশ নিয়েছিলেন খেলায়।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে খেলার আয়োজন করা হয়েছিল তাকে সাধুবাদ জানিয়ে অনুরাগ বলেন, 'যক্ষ্মা একটি মারাত্মক রোগ। এর মোকাবিলায় সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার। সরকার, সমাজ এবং সাংসদদের এটা দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী দেশকে ২০২৫-এর মধ্যে যক্ষ্মা মুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দিয়েছেন। ২০১৫ থেকে এখনও পর্যন্ত ৩৮ শতাংশ যক্ষ্মার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে।' অপরদিকে কিরেন রিজিজু বলেন, 'আমাদের মন্ত্র হল যক্ষ্মামুক্ত ভারত এবং ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলন।' রাঘব চাড্ডা বলেন, 'এটা খুব ভালো উদ্যোগ। একটি মহৎ কারণে এই খেলার আয়োজন করা হয়েছে। এই ম্যাচের মাধ্যমে সারাদেশে সচেতনতা পৌঁছোবে।'

আশঙ্কাজনক অবস্থায় জাকির হাসপাতালে

ওয়াশিংটন, ১৫ ডিসেম্বর : যিনি শুধু নিজের দেশে নয়, সারা বিশ্বকে বাদনছন্দে বেঁধেছেন সেই কিংবদন্তি তবলিয়া জাকির হুসেন গুরুতর অসুস্থ। রবিবার তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে সানফ্রান্সিসকোর এক হাসপাতালে। ৭৩ বছরের শিল্পীর আরোগ্য কামনায় গোটা বিশ্ব। তাঁর অসুস্থতার খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে।

বন্ধু ও বংশীবাদক রাকেশ চৌরাসিয়া রবিবার জানিয়েছেন, জাকিরকে আইসিইউয়ে রাখা হয়েছে। হৃদরোগ জনিত সমস্যার কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বন্ধুর অসুস্থতার খবর নিশ্চিত করেছেন চৌরাসিয়া। উস্তাদ আল্লা রাখার পুত্র জাকিরের জন্ম মুম্বইয়ে ১৯৫১ সালে। মাত্র তিন বছর বয়সে তবলা তাঁর সঙ্গী। ক্রমেই এই সঙ্গীর সঙ্গে তাঁর সখ্য গভীর হয়েছে। তবলিয়া হিসেবে মঞ্চে প্রথম অনুষ্ঠান মাত্র সাত বছর বয়সে।

তবলাবাদক জাকির হুসেনের হাত ধরেই ভারতে গ্র্যামি পুরস্কার এসেছে। একাধিক পুরস্কারে পুরস্কৃত জাকিরের তবলার বোল এক অনাবিল সৃষ্টি সুখে শ্রোতাকে মাতিয়ে রাখে। ভারতের পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি। 'বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক অ্যালবাম' হিসেবে পুরস্কৃত ভারতীয় ব্যান্ড 'শক্তি'র গানের অ্যালবাম 'দিস মোমেন্ট'-এ প্রধান কণ্ঠশিল্পী শংকর মহাদেবন হলেও তাতে জাকির হুসেন রয়েছেন তবলিয়া হিসেবে। অ্যালবামটি মুক্তি পায় গত বছর ৩০ জুন।

শাম্ভু সীমানায় আন্দোলনে কৃষকরা। তাঁদের খাবারের জন্য রান্নায় ব্যস্ত মহিলা কৃষকরা। রবিবার।

রাজ্যসভায় জোড়া কৌশল তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : সোমবার থেকে রাজ্যসভায় সংবিধান ইস্যুতে হতে চলা বিতর্কে নতুন কৌশল গ্রহণ করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সাধারণত এই ধরনের আলোচনায় দলের বরাদ্দ সময়ে দুই বা তিনজন সাংসদ বক্তব্য রাখেন। তবে এবার তৃণমূল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভিন্নভাবে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবে। পাশাপাশি নজর রাখা হবে শাসক শিবিরের সাংসদের শব্দ চয়নের দিকে। কোনও বিজেপি সাংসদ আপত্তিকর মন্তব্য করলে তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ দেবে তৃণমূল। ইতিমধ্যে সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজুর বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ জমা দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। অভিযোগ, রিজিজু বিরোধী সাংসদদের উদ্দেশে অপমানজনক মন্তব্য করেছেন। সংসদে তৃণমূলের এই নতুন স্ট্র্যাটেজি শাসক-বিরোধী সংঘাতের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

লোকসভায় ইতিমধ্যে তৃণমূলের পক্ষে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র এবং সৌগত রায় সংবিধান নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। সূত্রের খবর, লোকসভার বিপরীতে রাজ্যসভায় দলের সাংসদদের প্রত্যেকে বক্তব্য রাখবেন। প্রত্যেক সাংসদের জন্য বরাদ্দ থাকবে ৩ মিনিট করে সময়। সংবিধানের প্রস্তাবনার এক একটি শব্দ ধরে একজন করে সদস্য বক্তব্য রাখবেন। কেউ 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি নিয়ে বলবেন, কেউ আবার 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি নিয়ে আলোচনায় অংশ নেবেন। 'গণতান্ত্রিক' শব্দটির ওপর ভিত্তি করে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবেন কোনও সাংসদ। কেউ বা 'স্বাধীনতা' ও নাগরিক অধিকারের ওপর জোর দেবেন।

এই কৌশল তৃণমূল কংগ্রেসকে একদিকে যেমন রাজ্যসভায় আরও প্রভাবশালী করে তুলবে, তেমনি প্রত্যেক সাংসদের বক্তব্য দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সংগঠিতভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করবে বলে ঘাসফুল শিবিরের ধারণা। তৃণমূল সাংসদদের বক্তব্য রাখার সময় প্রাধান্য পাবে শ্রেণি, ভাষা, সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য। এক তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য, 'এর মাধ্যমে আমরা দলের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরব।'

রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকরের বিরুদ্ধে বিরোধীরা অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছে। চেয়ারম্যানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎও বন্ধ রেখেছেন বিরোধী দলগুলির সাংসদরা। তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি, এনসিপি-এসপি এবং শিবসেনা-ইউবিটি একত্রে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। যদিও কংগ্রেস সাংসদের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তিগতভাবে চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করছেন বলে খবর।

'এক দেশ, এক ভোট' বিল পেশ নিয়ে ধন্দ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সায় পাওয়ার পরেও 'এক দেশ, এক ভোট' বিল নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে নারাজ মোদি সরকার। তাই সোমবার লোকসভায় এই সংক্রান্ত বিলটি পেশ করার কথা থাকলেও সেটি হচ্ছে না বলে সূত্রের খবর। রবিবার সংশোধিত সংসদীয় তালিকাতেও এই বিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

ইতিমধ্যেই লোকসভার সমস্ত সাংসদকে ওই বিলটির একটি করে কপি পাঠানো হয়েছে। যাতে তাঁরা বিলটি বিস্তারিতভাবে পড়ে নিতে পারেন। কিন্তু কবে নাগাদ বিল পেশ হবে, তা নিয়ে চূড়ান্ত জটিলতা তৈরি হয়েছে। ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলবে। যদি সোমবার শেষপর্যন্ত বিলটি পেশ করা না হয়, তাহলে বিলটি আদৌ পেশ হবে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হবে। একটি সূত্র জানিয়েছে, শীতকালীন অধিবেশন শেষ হওয়ার ঠিক আগে বিলটি পেশ করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিলটি নিয়ে চর্চার খুব একটা অবকাশ পাবে না বিরোধী শিবির। এর আগেও ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার মতো বিলগুলি অধিবেশনের একেবারে শেষলগ্নে লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল। ফলে বিরোধীদের বিশেষ কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ওই বিলগুলি পাশ করিয়ে নিতে পেরেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। 'এক দেশ, এক ভোট' নিয়েও বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের তীব্র আপত্তি রয়েছে। সেক্ষেত্রে বিরোধীদের কথা বলার বিশেষ সুযোগ না দিয়েই বিলটি পাশ করিয়ে নিতে মরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার।

এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের কটাক্ষ, 'এরাই ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ করার সময় মাত্র দশ মিনিট আগে নোটিশ দিয়েছিল।' ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মন্ত্রীসভার বৈঠকে বিলটি অনুমোদন পায়। মন্ত্রীসভা দুটি খসড়া বিলে অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে একটি সংবিধান সংশোধনী বিল, যেখানে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচন একত্রে আয়োজনের প্রস্তাব দেওয়া আছে। অন্যটি তিন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রযোজ্য। এই বিলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন এই পদক্ষেপকে 'অগণতান্ত্রিক' এবং 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী' বলে আখ্যা দিয়েছেন। শুক্রবার পর্যন্ত জানা ছিল, সংবিধানের ১২৯তম সংশোধনী বিল এবং কেন্দ্রশাসিত আইন (সংশোধনী) বিল সোমবার পেশ করা হবে। কিন্তু পরে সেগুলি অ্যাজেন্ডা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সংসদের মাটি খুঁড়ে যদি কিছু পাই : ওয়াইসি

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ বিতর্কে ইতে টেনেছে সুপ্রিম কোর্টের রায়। কিন্তু তারপরেই একাধিক ধর্মস্থান নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের সম্ভালের একটি মসজিদে সমীক্ষা চালানোর সময় জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৪ বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়। শনিবার এই ইস্যুতে কেন্দ্র-বিজেপিকে নিশানা করলেন এআইএমআইএম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তাঁর প্রশ্ন, 'আমি যদি এখানকার মাটি খুঁড়ে কিছু পাই তাহলে কি সংসদ আমার হয়ে যাবে?' বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে গোরক্ষকদের অতিসক্রিয়তা নিয়েও সরব হয়েছিলেন ওয়াইসি। হায়দরাবাদের সাংসদ বলেন, 'অনেক রাজ্য আইন তৈরি করেছে। আপনি এটা খেতে পারবেন না। গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হরিয়ানা ও রাজস্থানে পুলিশ গো-রক্ষকদের ক্ষমতা দিয়েছে। গণপ্রহারের ঘটনা ঘটছে।... সাবির মালিককে বাজারের মধ্যে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।' সংখ্যালঘুদের নিশানা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন ওয়াইসি।

পদোন্নতি গৃহহীন সেনাকর্মীর

নায়েক থেকে লেফটেন্যান্ট

দেরাদুন, ১৫ ডিসেম্বর : জাতি হিংসার আগুন এখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে। ঘরছাড়ার সংখ্যা ৬০ হাজার ছাড়িয়েছে। মণিপুরে কবে শান্তি ফিরবে, হলফ করে বলতে পারছেন না কেউই। হিংসা, খুনোখুনি, ধ্বংসযজ্ঞের রাশি রাশি ঘটনার মধ্যে সিগৌলাল ভাইহেইয়ের গল্পটা একটু অন্যরকম। আদতে মণিপুরের বাসিন্দা সিগৌলাল ভারতীয় সেনার নায়েক থেকে পদোন্নতি পেয়ে সদ্য লেফটেন্যান্ট হয়েছেন। শনিবার দেরাদুনে আয়োজিত সেনার এক অনুষ্ঠানে লেফটেন্যান্ট হিসাবে কমিশন পান তিনি।

অনুষ্ঠানের ফাঁকে জানালেন, মণিপুরে হিংসার শিকার হাজার হাজার মানুষের মধ্যে তাঁর গোটা পরিবার রয়েছে। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বাড়িঘর।

সব হারিয়ে তাঁর বিধবা মা, স্ত্রী ও সন্তানরা এক সপ্তাহ ধরে সেনাশিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপরেও এলাকায় ফিরতে পারেননি সিগৌলালের পরিজনরা। নিরাশ্রয় স্ত্রী, মা, সন্তানরা যখন ত্রাণশিবিরে দিন কাটাচ্ছেন, সেই সময় ডিউটিতে ছিলেন নায়েক সিগৌলাল।

সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে শনিবার লেফটেন্যান্ট জানান, পরিবার যখন গৃহহীন, সেই সময় তিনি সার্ভিস সিলেকশন বোর্ডে সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেনার কঠোর প্রশিক্ষণ ও মানসিক শক্তি তাঁকে ইন্টারভিউয়ের বেড়া টপকাতে সাহায্য করেছে।

সেনা আধিকারিক বলেন, 'নিরাপত্তার কারণে স্ত্রী, সন্তানদের মেঘালয়ের শিলংয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার ভাই ভারতীয় সামরিক অ্যাকাডেমির একজন প্রশিক্ষক।

মা দেরাদুনে তাঁর কাছে রয়েছেন।' লেফটেন্যান্ট সিগৌলালের পর্যবেক্ষণ, 'মণিপুরে বন্দুকধারী সব তরুণ জঙ্গি নন। তাঁরা সম্ভবত নিজেদের বাড়ি এবং পরিবারকে বাঁচাচ্ছেন। মণিপুরের জন্য শান্তিই একমাত্র সমাধান। আমাদের শৈশব যেখানে কেটেছে, আমরা সেখানে ফিরে যেতে চাই।'

প্রকাশ্যে বক্তৃতার প্রস্তুতি খালেদার

ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর : ছাত্র-জনতা আন্দোলনের চাপে আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উঠে এসেছে বিএনপি। দেশজুড়ে সভা-মিছিল করছে খালেদা জিয়ার দল। এবার প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখতে চলেছেন খোদ খালেদা জিয়া। বিএনপির তরফে জানানো হয়েছে, ২১ ডিসেম্বর ঢাকার আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের উদ্যোগে আয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন খালেদা জিয়া।

জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফত রবিবার জানান, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য তথা সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজউদ্দিন আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে শনিবার তিনি খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দিতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান তাঁরা। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন খালেদা জিয়া। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দেবেন খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানও।

গান্ধিদের নিয়ে আক্ষেপ মণির

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : গান্ধি পরিবারকে নিয়ে একপ্রকার আক্ষেপ প্রকাশ করলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা মণিশংকর আইয়ার। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, তাঁর রাজনৈতিক জীবন তৈরি করেছেন গান্ধিরা। আবার সেটা শেষ করে দিয়েছে গান্ধি পরিবারই। এক সাক্ষাৎকারে মণিশংকর বলেন, 'গত ১০ বছরে আমাকে সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে একান্ত বৈঠক করার কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। রাহুল গান্ধির সঙ্গেও একবারের বেশি বৈঠক করার সুযোগ পাইনি। প্রিয়াংকা গান্ধির সঙ্গে দু-বার সময় কাটিয়েছি। উনি আমাকে ফোন করে আসেন। কাজেই তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আমার রাজনৈতিক জীবন গড়েছে গান্ধি পরিবার। আবার সেটা নষ্টও হয়ে গিয়েছে গান্ধি পরিবারের জন্যই।' তিনি জানিয়েছেন, রাহুল গান্ধিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতেও তাঁকে প্রিয়াংকার ওপর ভরসা করতে হয়েছে। আইয়ার মনে করেন, কংগ্রেস যদি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী এবং ড. মনমোহন সিংকে রাষ্ট্রপতি করত, তাহলে ২০১৪-র নির্বাচনে ভরাডুবি হত না। শীঘ্রই আইয়ারের একটি বই প্রকাশিত হওয়ার কথা।

৪৬ বছর পর শিব মন্দিরে আরতি

লখনউ ও প্রয়াগরাজ, ১৫ ডিসেম্বর : উত্তরপ্রদেশের সম্ভালে মন্দির মসজিদ বিতর্ক ঘিরে পরিস্থিতি এখনও তপ্ত। এর মধ্যেই সম্ভালের খাগ্গু সরাইয়ে ৪৬ বছর বন্ধ থাকার পর ভস্ম শংকর মন্দিরের দরজা খোলা হয়েছে। রবিবার আরতি হল।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'মন্দির রাতারাতি আবির্ভূত হয় না। এ হল ঐতিহাসিক সত্য। আমাদের ঐতিহ্য। গণহত্যায় যুক্ত অপরাধীদের কেন বিচারের আওতা আনা হয়নি?'

জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার বেআইনি নির্মাণ ও অবৈধ বিদ্যুতের লাইন কাটতে গিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে মন্দিরটি দেখতে পান। গতকাল দরজা খোলা হয়। পুজো হয়। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মন্দিরের বাইরে পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে। লাগানো হয়েছে সিসিটিভি।

শতাব্দী প্রাচীন ভস্ম শংকর মন্দির সম্ভালের শাহি জামা মসজিদ থেকে ১ কিলোমিটার দূরে। সাম্প্রদায়িক হিংসার কারণে ১৯৭৮ সাল থেকে মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। মন্দিরে শিবলিঙ্গ, হনুমানের মূর্তি আছে।

সম্ভালের এসডিও বন্দনা মিশ্র জানিয়েছেন, মন্দিরের আসল চেহারা ফিরিয়ে আনা হবে। জেলা শাসক রাজেন্দ্র পেনসিয়া জানিয়েছেন, মন্দির চত্বরে কুয়ো পাওয়া গিয়েছে।

রাজার মুকুট...বস্তারের এক অনুষ্ঠানে অমিত শা। রবিবার।

অপহরণ করিয়ে স্বামীকে খুন

আহমেদাবাদ, ১৫ ডিসেম্বর : প্রেমিককে পেতে বিয়ের চারদিনের মধ্যে স্বামীকে খুন করালেন স্ত্রী। দুষ্কৃতীদের দিয়ে অপহরণ করে খুন করানো হয়েছে। এমনই অভিযোগ উঠেছে গুজরাটের আহমেদাবাদে সদ্য বিয়ে হওয়া এক তরুণীর বিরুদ্ধে। তরুণী গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিন দুষ্কৃতীকেও পাকড়াও করা হয়েছে। ধৃত পায়েল গান্ধিনগরের বাসিন্দা। বিয়ের আগে থেকে তুতো দাদার সঙ্গে প্রেমে মজেছিলেন। পরিজনেরা বিষয়টি জানতেন কিনা জানা যায়নি। দেখাশোনা করে তরুণীর বিয়ে হয় আহমেদাবাদে।

হিজাব না পরায় ইরানে গ্রেপ্তার গায়িকা

তেহরান, ১৫ ডিসেম্বর : হিজাব ছাড়া অনলাইন কনসার্টে গান গাওয়ায় গ্রেপ্তার হলেন ইরানের তরুণী গায়িকা পারাস্তু আহমদি। শনিবার মাজানদরন প্রদেশের সারি সিটি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুধু গায়িকাই নন, গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁর ব্যান্ডের দুই শিল্পী সোহেল ফাগিহ নাসিরি ও এহসান বেরাগদারকেও। তাঁদের ধরা হয়েছে তেহরানে। এত কিছু সত্ত্বেও পারাস্তুর কনসার্টে ভিউ পড়েছে ১৪ লক্ষ।

পারাস্তু আহমদি অনলাইনে কালো রঙের পোশাক পরেছিলেন। পোশাকটি পশিমি ঘরানার, নাম স্ট্র্যাপি বডিকন ড্রেস। হাতকাটা খোলামেলা এই পোশাকে শরীরের

ঊর্ধ্বাংশের অনেকটাই দেখা যায়। পারাস্তুর মাথায় হিজাব ছিল না। তাঁকে গানে সংগত দিয়েছিলেন চার পুরুষ যন্ত্রশিল্পী। পারাস্তুর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনা হয়েছে তা জানা যায়নি। তাঁকে কোথায় বন্দি করে রাখা হয়েছে তাও জানা যায়নি।

ইরানে হিজাব সহ পোশাকবিধি না মানলে ভঙ্গকারীর পাঁচ থেকে ১০ বছর কারাদণ্ড, ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

নাতি কি বেঁচে আছে, প্রশ্ন অতুলের বাবার

গ্রেপ্তার আত্মঘাতী ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী-শাশুড়ি-শ্যালক

বেঙ্গালুরু, ১৫ ডিসেম্বর : অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন নিহত সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অতুল সুভাষের স্ত্রী নিকিতা। শনিবার তাঁকে গুরুগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে বেঙ্গালুরু পুলিশ। নিকিতার মা নিশা এবং ভাই অনুরাগ সিংহানিয়াকে প্রয়াগরাজ থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ ইতিমধ্যে আত্মহত্যায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে মামলা রুজু করেছে। বেঙ্গালুরুর একটি আদালত তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। নিকিতা অবশ্য এলাহাবাদ হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হয়নি। তবে তাঁদের গ্রেপ্তারির সঙ্গেই প্রশ্ন উঠেছে অতুল-নিকিতার ৪ বছরের ছেলেকে নিয়ে।

অতুলের বাবা পবন কুমার মোদির প্রশ্ন, 'আমরা জানি না নিকিতা আমাদের নাতিকে কোথায় রেখেছে। তাকে কি হত্যা করা হয়েছে? নাকি সে এখনও বেঁচে আছে? আমরা ওর ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমি আমার নাতিকে ফিরে পেতে চাই।' বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে। কারণ, অতুলের আত্মহত্যার পর থেকে তাঁর শিশুপুত্রের কোনও খোঁজ নেই। অতুলের বাবা জানিয়েছেন, নাতির সঙ্গে তাঁর কখনও দেখা হয়নি। কখনও নাতিকে কোলেও তুলতে পারেননি। শুধুমাত্র ভিডিও কলে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল। নিজের নাতিকে ফিরে পেতে প্রধানমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছেও আর্জি জানিয়েছেন তিনি। পবন বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে আমাদের নাতির নামে একটি নতুন মামলা দায়ের করা হয়েছে। আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এবং অন্য নেতাদের কাছে আবেদন করছি, তাঁরা যেন আমার নাতিকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া সুনিশ্চিত করেন। একজন দাদুর কাছে তাঁর নাতি ছেলের থেকেও বড়।'

অতুলের ভাই বিকাশ বলেন, 'কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কয়েকজনকে এখনও করা হয়নি। আমি বিশ্বাস করি, তাঁদের বিরুদ্ধেও বেঙ্গালুরু পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। আমাদের কাছে এখন সবথেকে বড় চিন্তা হল, আমার ভাইপো কোথায় আছে, কী অবস্থায় আছে।' এদিকে রহস্য ঘনিয়েছে অতুলের লেখা ২৪ পাতার সুইসাইড নোট ঘিরে। গুগল ড্রাইভে সেটি রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে অতুলের লেখা সুইসাইড নোটটি পাওয়া যাচ্ছে না। প্রমাণ লোপাটের জন্যই ওই চিঠি মুছে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিষয়টি বেঙ্গালুরু পুলিশের নজরেও আনা হয়েছে। যদিও এই ব্যাপারে পুলিশ বা গুগল কর্তৃপক্ষ এখনও কিছু বলেননি। সোমবার বেঙ্গালুরুর বাড়ি থেকে অতুলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল।

দুই বছরের আগে ন্যাড়া নয়

জাতিধর্মনির্বিশেষে নিয়মের দোহাই দিয়ে জন্মের ছয়দিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ শিশুকে ন্যাড়া করা হয়। অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞানে এমন কোনও নির্দেশ নেই। বরং দুই বছরের আগে শিশুর মাথা ন্যাড়া করাই উচিত নয়। লিখেছেন শিশুমঙ্গল চাইল্ড ডেভেলপমেন্টাল সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডেভেলপমেন্টাল পেডিয়াট্রিশিয়ান **ডাঃ নীলাঞ্জন মুখার্জি**

চিকিৎসক হিসেবে মৃত্যু হতে দেখা খুব একটা নতুন নয় ঠিকই, কিন্তু সেই মৃত্যুর কারণ যদি হয় মানুষের অজ্ঞতা, তবে তা নাড়া দেয় বৈকি! দেড় মাসের শিশুর মা বিলকিস খাতুন যখন হাসপাতালের শিশু বিভাগের দাওয়ায় বসে হাহাকার করছিলেন, তখন সেই কষ্ট মেনে নেওয়া যায় না।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে একদিকে যখন মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যন্ত পালটে ফেলা যাচ্ছে, অন্যদিকে কুসংস্কারের বলি হয়ে আজও যাচ্ছে বহু প্রাণ। কামড়ালে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া, জন্ডিস হলে কবিরাজি মালা পরানো, খিঁচুনি রোগে ভূতে ধরার নামে ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি তো রয়েছেই, সর্বাধিক ভয়ানক হল জন্মের অনতিবিলম্বে নবজাতকের মস্তক মুণ্ডন।

জাতিধর্মনির্বিশেষে নিয়মের দোহাই দিয়ে জন্মের ছয়দিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ শিশুকে ন্যাড়া করা হয়। পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়ে পূর্বজন্মের চুল যা নাকি অপবিত্র, তাই ফেলার হিড়িক রয়েছে সর্বত্র। মুসলিম ধর্মে সপ্তম দিনে সুন্নাহ নামে এক প্রথা রয়েছে যেখানে ফেলে দেওয়া চুলের সমান ওজনের রুপো দীনদরিদ্রকে দান করা হয়, আবার হিন্দু ধর্মে চুল ফেলে শিশুকে শুদ্ধ করা হয়, কারণ মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় চুল নাকি অশুদ্ধ।

এছাড়া অনেক সময় দেখা যায়, শিশুর মাথায় ঘা হয়েছে বলে চুল ফেলে দেওয়া হয়। আসলে শিশুর জন্মের দেড় বছর পর্যন্ত তার মাথার ঠিক মাঝখানে একটা নরম অংশ থাকে। তাকে মাথার চাঁদি বলা হয়। এটি আসলে মাথার তিনটি অস্থির সংযোগস্থল। একে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে ফন্টানেল। ধীরে ধীরে এই নরম অংশটি শক্ত হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এই নরম অংশে সর্ষের তেল দিয়ে রাখা হয় বা কোনও ন্যাকড়ায় সর্ষের তেল মাখিয়ে তা সারাদিন শিশুর মাথায় রেখে দেওয়া হয়। যার ফলে খুব স্বাভাবিকভাবে মাথায় ঘা হয় এবং মাথা ন্যাড়া করা হয়।

চুল ফেললে কী অসুবিধা

নবজাতকের চুল হল তার মাথার একটা আলাদা আস্তরণ। এটি শিশুকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। আমরা জানি, সারা বছরে সবচেয়ে বেশি জন্মের হার হল অগাস্ট থেকে অক্টোবর। অর্থাৎ দুর্গাপুজোর আশপাশে নবজাতক মুণ্ডিত মস্তক হয় এবং কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে তার নির্মম পরিণতি দেখা যায় সর্বাধিক।

শীতের শুরুতে রেসপিরেটরি সিন্সিটিয়াল ভাইরাস ভয়ানক সক্রিয় হয়ে ওঠে আর হাজার হাজার শিশু ব্রংকিওলাইটিস নিয়ে ভর্তি হয় সর্বত্র। এটি একটি প্রদাহমূলক সমস্যা যা প্রধানত শিশুদেরই বিশেষভাবে আক্রমণ করে। এর ফলে শিশুদের প্রথমদিকে সর্দিকাশি ও পরে শ্বাসকষ্ট হয়। আরও পরে তা ভয়ংকর আকার নেয় এবং উপর্যুপরি জীবাণু সংক্রমণের (সেকেন্ডারি ব্যাকটিরিয়াল ইনফেকশন) ফলে নিউমোনিয়া এবং মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

এবার তাকাই পরিসংখ্যানের দিকে। রায়গঞ্জ সরকারি মেডিকেল কলেজের শুধু শিশু বিভাগে সারা নভেম্বর মাসে কেবল কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হয়েছে চারশোরও বেশি শিশু। যার মধ্যে ২০ শতাংশ বাচ্চাকে পাঠাতে হয়েছে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে। এই সংখ্যার ৯০ শতাংশ শিশুর বয়স এক বছরের নীচে এবং ৬৫ শতাংশ শিশুর বয়স ছয় মাসের নীচে এবং সদ্য বা গত ১৫ দিনের মধ্যে মাথা ন্যাড়া হওয়া শিশুর সংখ্যা নেহাত অবহেলা করার মতো নয়।

যা না জানলেই নয়

- চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোথাও শিশুর মাথা ন্যাড়া করার কোনও নির্দেশ নেই
- দুই বছরের আগে শিশুর মাথা ন্যাড়া করা কখনোই উচিত নয়
- মাথার ঘা সারানোর জন্য শিশুর ন্যাড়া হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই
- যদি অন্য কোনও শারীরিক প্রয়োজনে চুল কাটতে হয়, তাহলে অবশ্যই শিশু বিশেষজ্ঞর মতামত নেওয়া জরুরি
- মাথা ন্যাড়া করলে চুল ভালো হওয়ার কোনও বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি নেই
- মাথার চাঁদি শক্ত করতে সর্ষের তেলের কোনও প্রয়োজন নেই

তাহলে উপায় কী

- চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোথাও শিশুর মাথা ন্যাড়া করার কোনও নির্দেশ নেই। আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিকের গাইডলাইন এর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে।
- দুই বছরের আগে শিশুর মাথা ন্যাড়া করা কখনোই উচিত নয়। যদি চুলে জট হয় বা চুল লম্বা হওয়ার কারণে দেখার অসুবিধা হয়, সেক্ষেত্রে চুল ছোট করে দেওয়া যেতে পারে।
- মাথার ঘা সারানোর জন্য শিশুর ন্যাড়া হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। এর জন্য সঠিক চিকিৎসা আছে। আপনার শিশুর ডাক্তারই আপনাকে বলে দেবেন।
- যদি অন্য কোনও শারীরিক প্রয়োজনে চুল কাটাতে হয়, তাহলে অবশ্যই শিশু বিশেষজ্ঞর মতামত নেওয়া জরুরি।
- মাথা ন্যাড়া করলে চুল ভালো হওয়ার কোনও বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি নেই।
- মাথার চাঁদি শক্ত করতে সর্ষের তেলের কোনও প্রয়োজন নেই। দেড় বছরের মধ্যে শিশুর মাথার চাঁদি একা একাই শক্ত হয়ে যাবে।

এই গোড়ায় গলদ আটকানোর জন্য কী করা যায়? আমাদের মনে রাখতে হবে, শিশুর মতো পবিত্র আর কিছুই হয় না। তাই পবিত্রতার দোহাই দিয়ে শিশুর ওপর এই অত্যাচার বন্ধ হওয়া দরকার। সরকারকে আরও সদর্থক ভূমিকা নিয়ে পাবলিক হেলথের ওপর জোর দিতে হবে। গ্রামীণ এলাকায় আইইসি (ইনফরমেশন এডুকেশন কমিউনিকেশন)-র মাধ্যমে প্রচারের পরিমাণ অবিলম্বে বাড়ানো প্রয়োজন। জননী সুরক্ষা যোজনার মতো সফল কোনও প্রকল্প যদি নেওয়া যায় যেখানে ন্যাড়া না করলে ন্যূনতম পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে - তাতে যদি জনমানসে চেতনা জাগ্রত হয়।

আসুন, আমরা নিজেরা এটাকে মানতে চেষ্টা করি, এই কুসংস্কার থেকে সমাজকে মুক্ত করি এবং তাতে কমবে মর্টালিটি অর্থাৎ মৃত্যু ও মরবিডিটি অর্থাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনা। সর্বোপরি কমবে ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট অর্থাৎ শিশুমৃত্যুর হার।

ফ্যালোপিয়ান টিউব ব্লকেজ এবং গর্ভধারণ

ফ্যালোপিয়ান টিউব গর্ভধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধ টিউবের কারণে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বন্ধ্যাত্ব ঘটে। লিখেছেন শিলিগুড়ির ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট **ডাঃ প্রসেনজিৎকুমার রায়**

ফ্যালোপিয়ান টিউবের কার্যক্রম

প্রতি মাসে ডিম্বাশয় থেকে ডিম নির্গত হয়, যা ফ্যালোপিয়ান টিউবের দ্বারা সংগৃহীত করা হয়। ডিমটি টিউবের মাধ্যমে শুক্রাণুর কাছে পৌঁছায়। যৌন মিলনের সময় যদি ডিম্বাণুর কাছে শুক্রাণু উপস্থিত থাকে, তবে একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে ভ্রূণ তৈরি করে। এই ভ্রূণটি টিউবে থেকে বিভক্ত হয় এবং বৃদ্ধি পায়। সেইসঙ্গে টিউবের সিলিয়া ও পেশির মাধ্যমে জরায়ুর দিকে এগিয়ে যায়।

টিউব ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ

সংক্রমণ (যেমন-এসটিডি, যক্ষ্মা), পেটের অস্ত্রোপচারের পর সংক্রমণ, গর্ভপাত, পূর্ববর্তী একটোপিক গর্ভাবস্থা, এন্ডোমেট্রিওসিস, ফাইব্রয়েড।

কোন কোন অংশে টিউব বন্ধ হয়

প্রক্সিমাল ব্লক (প্রথম ভাগ), মিড সেগমেন্ট ব্লক (মধ্যভাগ), ডিস্টাল ব্লক (অন্তিম ভাগ), ফিমব্রিয়াল ব্লক, হাইড্রোসালপিংক্স (টিউবে তরল জমা)।

লক্ষণসমূহ

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টিউব ব্লক কোনও লক্ষণ তৈরি করে না। তবে হাইড্রোসালপিংক্সের কারণে তলপেটে ব্যথা বা যোনিপথে স্রাব হতে পারে।

শনাক্তকরণ পদ্ধতি

এইচএসজি (হিস্টেরোসালপিংগ্রাফি), হাইকোসি বা সিস এবং ল্যাপারোস্কোপি।

একটি টিউব খোলা থাকলে গর্ভধারণ সম্ভব কি না

একটি ভালো টিউব থাকলে গর্ভধারণ সম্ভব। তবে ল্যাপারোস্কোপি করে টিউবের অবস্থা যাচাই করা উচিত।

উভয় টিউব বন্ধ থাকলে করণীয়

অস্ত্রোপচার : ব্লকেজ সামান্য হলে ল্যাপারোস্কোপি করে টিউব খুলে দেওয়া হয়।
আইভিএফ : যদি টিউব গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে টেস্টটিউব পদ্ধতির মাধ্যমে গর্ভধারণ সম্ভব।

অপারেশন ছাড়া ব্লক খোলা সম্ভব কি না

প্রক্সিমাল ব্লকেজ থাকলে ক্যাথিটার বা ল্যাপারোস্কোপি ও হিস্টেরোস্কোপির মাধ্যমে ব্লক খোলা যেতে পারে। কিন্তু মিড সেগমেন্ট বা ডিস্টাল ব্লকে সম্ভব নয়।

হাইড্রোসালপিংক্সের চিকিৎসা

হাইড্রোসালপিংক্স থাকলে টিউব অপসারণ বা ক্লিপিং করা ভালো। কারণ এটি আইভিএফের সাফল্যের হার কমিয়ে দেয় এবং এটি থাকলে সাধারণভাবে গর্ভধারণ অসম্ভব। স্বাভাবিক ফ্যালোপিয়ান টিউব গর্ভধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব ব্লকেজ ধরা পড়লে দ্রুত চিকিৎসা করা জরুরি।

হিমোগ্লোবিন বাড়ানোর উপায়

শরীরে হিমোগ্লোবিনের অভাব হলে রোগভোগের আশঙ্কা বেড়ে যায়। হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে গেলে দুর্বলতা, ক্লান্তি, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, ঝিম ধরা, ক্ষুধামান্দ্য ও দ্রুত হৃদস্পন্দনের মতো সমস্যা দেখা যা.। যদি হিমোগ্লোবিনের মাত্রা অনেক কম হয়, তাহলে রক্তাল্পতা বা তার চেয়েও মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে যা খেতে পারেন –

- ডিম, রেড মিট, মাছ, মুরগির মাংস, মটরশুঁটি, আপেল, বেদানা, ডালিম, তরমুজ, কুমড়োর বীজ, খেজুর, জলপাই, কিসমিস ইত্যাদি।
- ভিটামিন সি-র অভাবে হিমোগ্লোবিন কমে যেতে পারে। অতএব পেঁপে, লেবু, স্ট্রবেরি, গোলমরিচ, ব্রেকোলি, আঙুর, টমেটো খাওয়া যেতে পারে।
- ফলিক অ্যাসিড একপ্রকার ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। এটা লাল রক্তকণিকা তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপাদান। সবুজ পাতাযুক্ত সবজি, বাদাম, শিমের বীজ, বাদাম, কলাতে অনেক ফলিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।
- বিটের রস খেতে পারেন। এতে প্রচুর আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, ফাইবার ও পটাশিয়াম রয়েছে।
- পেয়ারা খেতে পারেন। অ্যানিমিয়া মোকাবিলায় সাহায্য করে পেয়ারা।
- এছাড়া আয়রন সাপ্লিমেন্টও নেওয়া যায়। তবে সেটা চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করেই নেবেন। কারণ, কিছু আয়রন ট্যাবলেটে কোষ্ঠকাঠিন্য ও পেট ব্যথার মতো সমস্যা হয়ে থাকে।

ছোট তারা ★

গঙ্গারামপুরের নবমণি চক্রবর্তী (৯) আন্তর্জাতিক ও বাণগড় ক্যারাটে টুর্নামেন্টে কাতা ও কুমি বিভাগে সোনা ও রুপো জয় করেছে।

মালদা বইমেলায় ব্রাত্য জেলার প্রকাশকরা

আবেদনের আগেই স্টল বুকিং শেষ

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৫ ডিসেম্বর : আবেদনের আগেই বইমেলার স্টল বণ্টন শেষ ! অথচ জানতেই পারল না অধিকাংশ প্রকাশনী সংস্থা। স্টল মেলেনি খোদ মালদা শহরের অধিকাংশ প্রকাশনী সংস্থারই। চুপিসারে কেন স্টল বণ্টন করা হল, কেন জানানো হল না, এমন নানা অভিযোগ উঠছে। এই পরিস্থিতিতে শুরুর আগেই মালদা জেলা বইমেলা ঘিরে বড়সড়ো বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন কলকাতা ও মালদার প্রকাশকরা।

প্রকাশকদের বক্তব্য, স্টল বণ্টনের আবেদন কবে থেকে শুরু হচ্ছে বা কবে শেষ হচ্ছে, তা জানানো হয়নি। দিনের পর দিন গিয়ে ঘুরে আসতে হয়েছে। এরপর হঠাৎ জানা যাচ্ছে, স্টল বুকিং শেষ। বইমেলা কমিটির স্বচ্ছতা নিয়ে উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। তবে এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক দেবব্রতকুমার দাস। তাঁর সাফাই, যা বলার জেলা শাসক বলবেন। জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া অবশ্য বিষয়টি নিয়ে সোমবার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন বলে জানিয়েছেন।

কলকাতার ইংরেজি প্রকাশনী সংস্থা মারমেইডের তরফে অভিযোগ, 'মালদা জেলা বইমেলার শুরু থেকে ইংরেজি বই নিয়ে এই জেলার পাঠকদের জন্য নিয়ে আসছি। আজ আমাদের জানানো হচ্ছে, বই মেলার স্টল বণ্টন প্রক্রিয়া নাকি শেষ। অথচ আমরা জানতেই পারলাম না, কবে থেকে স্টলের আবেদন নেওয়া হল বা কবেই শেষ হল। আমাদের বলা হচ্ছে অপেক্ষা করতে হবে। এখন কী করব বুঝতে পারছি না।'

প্রতি বছর বইমেলায় অংশ নেয় মালদা জেলার প্রকাশন সংস্থা শোভা বুক এজেন্সি। সংস্থার সদস্য দেবমাল্য দেবশর্মার অভিযোগ, 'বুক স্টলের জন্য আমরা সপ্তাহখানেক ধরেই ঘুরছি। এখন জানানো হচ্ছে, আর বুক স্টল নেই। কবে বুক স্টলের আবেদন নেওয়া হল জানা নেই কারোর। এই জেলার প্রকাশনী সংস্থার ঠাঁই যদি বইমেলায় না হয়, তাহলে এমন বইমেলার মূল্য কি ?'

কলকাতা প্রকাশনী সংস্থার সদস্য অনুপমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'বুক স্টলের জন্য যোগাযোগ করলে আমাকে বলা হয় বুক স্টল পেতে হলে অ্যাসোসিয়েশন মারফত আসতে হবে। মোট ৯টি অ্যাসোসিয়েশনকে সমস্ত বুক স্টলের ফর্ম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোমবার বিকেল থেকে শুরু হয় ফর্ম দেওয়ার কাজ মঙ্গলবারেই শেষ। আমি অ্যাসোসিয়েশন মারফত টাকা পাঠিয়েছি। আমাকে স্টল দিয়েছেন তারা। তবে অনেকেই যারা এই বইমেলায় দীর্ঘদিন ধরে বই নিয়ে আসেন, তারা স্টল পাননি।' শহরতলি প্রকাশনার তন্ময় বসাকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি রীতিমতো অবাক, 'কবে স্টল বুকিং নেওয়া শুরু হল, কখন শেষ হল বুঝতেই পারলাম না।'

তবে বইমেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাস জানান, 'মালদা জেলার পরিসর প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। ফলে প্রকাশনী সংস্থাগুলির একটা চাপ আছে। তাঁদের দাবি, একেবারে যুক্তিসংগত। সামগ্রিকভাবে বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে আবেদন রাখব এনিয়ে আলোচনার। স্টল সংখ্যা বাড়িয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব আমরা।'

১৩ জানুয়ারি থেকে মালদা কলেজ ময়দানে শুরু হতে চলেছে ৩৬তম মালদা জেলা বইমেলা। এবারের বইমেলায় মোট ১৭০টি স্টল থাকছে, যার মধ্যে বুক স্টলের সংখ্যা ১৪০টি এবং নন বুক স্টলের সংখ্যা ৩০টি। ফুড স্টল থাকছে মেলা প্রাঙ্গণের বাইরে। এবারের বইমেলার প্রস্তুতিলগ্ন থেকেই নানা বিষয়ে বিতর্কের দানা বেঁধেছে। এখনও পর্যন্ত বইমেলার উদ্বোধক ঠিক করে উঠতে পারেনি কমিটি। ১৭তম বইমেলাকে সফল করে তুলতে জেলা গ্রন্থাগারের বই বাগানে কনভেনশন ডাকা হয়েছে। এরই মধ্যে নতুন বিতর্ক হিসেবে উঠে এসেছে বইমেলার স্টল বিক্রির স্বচ্ছতা নিয়ে। অভিযোগ, বইমেলার সঙ্গে যুক্ত এমন একাধিক প্রকাশনী সংস্থার ক্ষেত্রে স্টল বণ্টনের বিষয়টি জানার আগেই মালদা জেলা বইমেলার স্টল বণ্টন শেষ। এই খবর জানতে পেরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন প্রকাশনী সংস্থাগুলি।

> বুক স্টলের জন্য আমরা সপ্তাহখানেক ধরেই ঘুরছি। এখন জানানো হচ্ছে, আর বুক স্টল নেই। কবে বুকস্টলের আবেদন নেওয়া হল জানা নেই কারওর। এই জেলার প্রকাশনী সংস্থার ঠাঁই যদি বইমেলায় না হয়, তাহলে এমন বইমেলার মূল্য কী?
>
> **দেবমাল্য দেবশর্মা**
> শোভা বুক এজেন্সি

বাকি মাত্র ২০ দিন, এখনও প্রচার নেই

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ১৫ ডিসেম্বর : এবারে ২৯তম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে বুনিয়াদপুরে। হাতে আর মাত্র কুড়ি দিন বাকি। প্রচারে পিছিয়ে আছে এবারের বইমেলা বলে অভিযোগ। মন্ত্রীর খাসতালুক হরিরামপুর বিধানসভা এলাকা বুনিয়াদপুরে ২২ বছর পর পুনরায় শুরু হতে চলেছে জেলা বইমেলা। নতুন ইংরেজি বছরের শুরুতেই ৬ থেকে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত বুনিয়াদপুর ফুটবল মাঠে জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে।

এনিয়ে জেলাস্তরে গত ২৫ নভেম্বর বংশীহারী টাঙন সভাকক্ষে বইমেলার প্রস্তুতি সভা হয়েছে। মূল কমিটি গঠনও হয়। পরবর্তীতে আটটি উপসমিতির কনভেনারদের নিয়ে প্রতিটি উপসমিতিতে সদস্য সংগ্রহ করে। প্রতি উপসমিতিগুলিতে সর্বনিম্ন ১০ থেকে ৪০জনকে সদস্য করা হয়েছে। বইমেলাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে দফায় দফায় বুনিয়াদপুর পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে অস্থায়ী অফিসে প্রস্তুতি সভা হয়েছে। কিন্তু বইমেলা নিয়ে জেলাতে এখনও কোনও প্রচার শুরু হয়নি। জেলার অধিকাংশ বইয়ের পাঠক ও বইপ্রেমীরা জানতে পারেনি বইমেলার দিনক্ষণ ও স্থান আর কে হবেন উদ্বোধক। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বুনিয়াদপুর শহরে প্রচারের কোনও লেশমাত্র নেই। এমনকি নিমন্ত্রণপত্র থেকে অনুষ্ঠানের নির্ঘণ্ট পর্যন্ত তৈরি হয়নি। তবে রবিবার বিকেলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, বইমেলার উদ্বোধক হবেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র প্রমুখ।

বংশীহারীর এক বইপ্রেমী সুবল সরকারের অভিযোগ, 'জেলা বইমেলা বুনিয়াদপুরে হচ্ছে জানা ছিল না। ৬ জানুয়ারি জেলা বইমেলা বুনিয়াদপুরে হলে জেলাজুড়ে এতদিন ফ্লেক্স, মাইকিং ও পোস্টারে প্রচার হওয়া উচিত ছিল।' উপসমিতির কনভেনার উজ্জ্বল শীলের কথায়, 'আমরা ফ্লেক্স ও ব্যানার ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছি। খুব শীঘ্রই সর্বত্র মাইকিং, ফ্লেক্স, পোস্টার তৈরি করে বইমেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে প্রচার শুরু হবে।'

জেলা বইমেলা কমিটির সম্পাদক তথা জেলা গ্রন্থাগার অধিকর্তা তনুময় সরকার বলেন, 'শীঘ্রই জেলাজুড়ে প্রচার শুরু করা হবে।'

বায়োমেট্রিকে অনুপস্থিতি বালুরঘাট পুরসভায়

বেতন পেলেন না কয়েকজন পুরকর্মী

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১৫ ডিসেম্বর : হাজিরা দেননি বায়োমেট্রিকে, যার জেরে কাজ করেও নভেম্বর মাসের বেতন পেলেন না বেশ কিছু পুরসভার কর্মী। বেজায় সমস্যায় ওই পুরকর্মীরা। বিষয়টি নজরে আসতেই বালুরঘাট পুরকর্তৃপক্ষ সমস্যা খতিয়ে দেখছে। যারা কাজ করেছেন অথচ বেতন পাননি তারা সকলেই তাঁদের প্রাপ্য পাবেন বলে পুরসভার তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগেই বালুরঘাট পুরসভার তরফে অফিসে বসানো হয়েছে বায়োমেট্রিক। কর্মীদের কাজের সুবিধার্থে বায়োমেট্রিকে উপস্থিতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বালুরঘাট পুরসভায় আপাতত প্রায় ৮৫০ অস্থায়ী কর্মী রয়েছে। যার মধ্যে বেশির ভাগই সাফাইকর্মী, গাড়িচালক, এবং অন্যান্য বিভাগের। বায়োমেট্রিকে উপস্থিতি চালু হলেও বিষয়টি অনেকেই জানতেন না।

আবার বায়োমেট্রিকে উপস্থিতিতে সমস্যার কারণে বেশ কিছু কর্মী অনীহা দেখান। যে কারণে কাজের উপস্থিতি দিতে পারেননি বহু কর্মী। চলতি মাসে বায়োমেট্রিকে যেমন উপস্থিতি দেখিয়েছে সেভাবেই বেতন হয়েছে কর্মীদের। অস্থায়ী কর্মীদের মধ্যে প্রায় ৬০ জন বায়োমেট্রিকের কোনও উপস্থিতি দেয়নি। যার ফলে তারা কোনও বেতন পাননি।

> মাসে আমরা ২৬ দিন কাজ করি। পুরো মাস কাজ করলেও অনেকের কাজের তুলনায় কম বেতন ঢুকেছে। আমরা তো বায়োমেট্রিকে উপস্থিতি দিয়েছিলাম। তবুও অনেকের ঠিকমতো বেতন ঢোকেনি।
>
> **স্বপন বাসফোর**
> অস্থায়ী কর্মী, বালুরঘাট পুরসভা

এছাড়াও আরও ৬০-৬৫ জন অস্থায়ী কর্মী বেশির ভাগ দিনই বায়োমেট্রিকে উপস্থিতি দিলেও তারা অল্প কয়েকদিন বায়োমেট্রিকে উপস্থিতি দিতে ভুলে গেছিলেন। যার ফলে তারা কাজের থেকে কম বেতন পেয়েছেন। বেতন কম পাওয়ার বিষয়টি ইতিমধ্যে নজরে এসেছে বালুরঘাট পুরসভা কর্তৃপক্ষের। শনিবার বিকেলে এনিয়ে বিশেষ বৈঠকও হয়।

পুরসভার চেয়ারম্যান অশোককুমার মিত্রের বক্তব্য, 'নভেম্বর মাসে বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে উপস্থিতি দেওয়া শুরু হয়েছে। পুরসভার বিভিন্ন জায়গায় এই বায়োমেট্রিক মেশিন বসানো হয়েছে। এর ফলে কর্মীরা নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে আসবেন। এতে কাজও ভালো হবে। পুরকর্মীরা যতদিন কাজ করছেন তারা ততদিনের বেতন পেয়ে যাবেন। আসলে অনেকেই কাজ করলেও বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে উপস্থিতি দেননি বলে এই সমস্যা হয়েছে।'

তিলোত্তমার ন্যায়বিচার চেয়ে মিছিলে অভয়া মঞ্চের সদস্যরা। রবিবার রায়গঞ্জে। - দিবাকর সাহা

'ঋত্বিক' স্মরণে অঙ্কন প্রতিযোগিতা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৫ ডিসেম্বর : বালুরঘাটে আয়োজিত হল অঙ্কন প্রতিযোগিতা 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। বর্তমানে চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের শতবার্ষিকী উদযাপন চলছে। ছোটদের জন্য তৈরি তাঁরই ছবি, 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। ঋত্বিক ঘটককে শ্রদ্ধা জানাতে রবিবার আয়োজিত প্রতিযোগিতার নাম তাঁর ছবির নামে রাখা হয়েছিল। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীরা এই প্রতিযোগতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র।

রবিবার বালুরঘাট সুরেশরঞ্জন পার্কে ১৬ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের জন্য একাধিক বিভাগে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে দক্ষিণ দিনাজপুর ফিল্ম অ্যান্ড ফোটোগ্রাফি ক্লাব। ২৫ থেকে ২৯ ডিসেম্বর বালুরঘাট আন্তর্জাতিক ছবি উৎসব আয়োজন করতে চলেছে তারা। যা তাদের অষ্টম ইমাজিনিয়া উৎসব। এদিনের ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় 'ক' বিভাগে ১১ বছর বয়সিদের জন্য যেমন খুশি আঁকো ও ১২ থেকে ১৬ বয়সিদের জন্য 'খ' বিভাগে 'আমার শহর' বিষয়ের উপর ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা ছিল। যেখানে এদিন মোট ৪৪ জন শিশু, কিশোর ও কিশোরী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বয়সের প্রমাণ হিসাবে প্রতিযোগীদের জন্ম শংসাপত্র সহ শনিবারের মধ্যে নাম জমা দিতে হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ছিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। বিজয়ীদের ছবি আন্তর্জাতিক ছবি উৎসবে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হবে। বিজয়ীদের জন্য শংসাপত্র ও আকর্ষণীয় পুরস্কার রয়েছে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। এদিনের অঙ্কন প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন অমিতকুমার ঘোষ।

ছবি উৎসবের উদ্যোক্তা ঋত্বিক সাহা বলেন, 'শিশু থেকে কিশোরদের মধ্যে ছবির আগ্রহ তৈরি করতেই এই উদ্যোগ। সকাল ১০টা থেকে প্রতিযোগিতা চলেছে। উৎসাহী প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান সফল হয়েছে। কালজয়ী চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্ম শতবার্ষিকীকে মূল উপজীব্য করে এবছর আন্তর্জাতিক ছবি উৎসবের আয়োজন করছি। ছোটদের জন্য তৈরি তাঁর ছবির নামকরণে আজকের অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়েছে।'

ছবি আঁকতে ব্যস্ত কচিকাঁচারা। রবিবার বালুরঘাটে।- সংবাদচিত্র

দানের টাকায় চলছে হোম

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : প্রায় ন'মাস ধরে সরকারি অনুদান পাচ্ছে না রায়গঞ্জ শিশু সদন কর্তৃপক্ষ। সরকারি অর্থসাহায্য না পাওয়ায় হোমের কর্মীদের বেতন বন্ধ। এদিকে আবার ২২ ডিসেম্বর কালিম্পং-এর রাজ্য অ্যাথলিটে অংশ নেবে এই হোমের ১৪ জন আবাসিক। তাদের পোশাক সহ যাবতীয় সরঞ্জাম কীভাবে জোগাড় হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে হোমের পরিচালন কর্তৃপক্ষ।

সমস্যা শুনে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসেন সমাজকর্মী মহম্মদ সাহাবুদ্দিন। রবিবার কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন নগদ ২০ হাজার টাকা। এর আগেও উনি ৫০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। হোমের সুপার সাধন সিংহরায় জানান, 'গতবার হোমের ছেলেরা রাজ্যে রানার্স হয়েছিল। এবার আর্থিক কারণে বিপাকে পড়েছি। তাই এই টাকা আমাদের ভীষণ জরুরি ছিল।' শিশু সদনের সভাপতি সুশান্ত রায় জানান, 'দীর্ঘ সাড়ে ৯ মাস ধরে ১৮০ জন আবাসিকের যাবতীয় খরচ আমরা নিজেরা সাহায্য দিয়ে চালাচ্ছি। অনেকবার চিঠি করা হলেও অনুদান মিলছে না। সাহাবুদ্দিন সাহেব ছেলেদের পাশে দাঁড়ানোয় আমরা কিছুটা শক্তি পেলাম।'

ডাক্তারপাড়া যেন খানাখন্দের রাস্তা

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ শহরের উকিলপাড়ায় শহরের বেশিরভাগ চিকিৎসকদের প্রাইভেট চেম্বার। প্রসূতিরা যেমন এখানে নিয়মিত ডাক্তার দেখাতে আসেন, তেমনই দূরদূরান্ত থেকে অসুস্থ মানুষের চলাফেরাও এখানে বেশি। অথচ বহুদিন ধরেই এই পাড়ার রাস্তাঘাটের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রাস্তা খানাখন্দে ভর্তি। এনিয়ে অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অসুস্থ রোগীর আত্মীয়পরিজন থেকে বহু মানুষ।

শহরের রাস্তাঘাট নিয়ে পুরসভার কাছে বারবার অভিযোগ জানিয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দল সহ বিভিন্ন সংগঠন। কিন্তু পুরসভার অন্তর্ভুক্ত রাস্তাগুলোর অবস্থা সারাবছরই শোচনীয় থাকে। একাধিকবার পুরসভা অভিযান করলেও এর থেকে নিস্তার পাননি রায়গঞ্জের সাধারণ মানুষ। ধুঁয়া বিশুয়া গ্রামের বাসিন্দা অসুস্থ রবিউল হুসাইনের কথায়, 'আমাদের গ্রামের রাস্তা যেমন সারাবছর খারাপ থাকে, তেমনই রায়গঞ্জ শহরের রাস্তাও।

প্রসূতি বিশাখা সরকারের বক্তব্য, '৬-৭ মাস ধরে রায়গঞ্জে এক ডাক্তারবাবুর চেম্বারে আসা যাওয়া করছি। উকিলপাড়ার খানাখন্দ ভরা রাস্তায় টোটোও আসতে চায় না। পুরসভা কেন এই রাস্তা মেরামত করছে না, বোঝা দুষ্কর।'

স্থানীয় বাসিন্দা মনোতোষ দাসের কথায়, 'স্টেট বাস টার্মিনাস থেকে রায়গঞ্জ রেলস্টেশন এবং থানা মোড় থেকে পিরপুকুর লেন পর্যন্ত প্রতিটি রাস্তা হেঁটে চলাচলের অযোগ্য। টোটো প্রায়ই উলটে যায়। পুরসভার উচিত দ্রুত রাস্তাগুলি মেরামত করা।'

রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারপার্সন অরিন্দম সরকারের দাবি, 'রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় রায়গঞ্জ শহরের পাঁচটি রাস্তা চওড়া ও আধুনিকভাবে গড়ে উঠবে। তার মধ্যে উকিলপাড়ার রাস্তাও রয়েছে। তখন খানাখন্দের সমস্যা মিটে যাবে।'

ন্যায়বিচারের লড়াইয়ে অভয়া মঞ্চ

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : তিলোত্তমার দ্রুত ন্যায়বিচার ও সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ফেরানোর দাবিতে রবিবার রায়গঞ্জ শহরে মিছিল করল অভয়া মঞ্চের সদস্যরা। বিদ্রোহী মোড়ে মিছিলটি শুরু হয়ে শেষ হয় ঘড়ি মোড়ে। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ সহ জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, মেডিকেল কলেজের পড়ুয়াদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষ মিছিলে পা মেলান।

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক শিক্ষক বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা রাস্তাতেই আছি। মিছিল চলছেই। এটা ছিল প্রাতিষ্ঠানিক খুন ও ষড়যন্ত্র। সিবিআই নিজেই বলেছিল বৃহত্তর ষড়যন্ত্র। তাই একটা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কারা করেছে এই ঘটনা তা সবাই জানেন। আমাদের মূল দাবি, যাঁরা আসল ষড়যন্ত্রকারী তাঁদের দিনের আলোয় আনতে হবে। যতদিন না পর্যন্ত অভয়ার বিচার পাচ্ছি, ততদিন আমরা রাজপথে থাকব।'

প্রকাশের পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউজ লেটার

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ১৫ ডিসেম্বর : ২০০৮ সালে পথচলা শুরু গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের। কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত পিএইচডি প্রাপক ও অধ্যাপকদের তালিকা বা তথ্যপঞ্জি প্রকাশ করেনি। উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবার সূচনালগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পিএইচডি প্রাপক ও অধ্যাপকদের তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। উত্তরবঙ্গে এই ধরনের উদ্যোগ প্রথম। এই মর্মে প্রয়োজনীয় কমিটি গঠন হয়েছে। অনেকটা কাজও এগিয়ে গিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় হতে এখনও পর্যন্ত কতজন পিএইচডি অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছেন, তাঁর তথ্যপঞ্জি একলপ্তে পাওয়া মুশকিল। পিএইচডি প্রাপকরা কার কাছে পিএইচডি করেছেন, পিএইচডি'র বিষয়বস্তু কী, কত সালে পিএইচডি অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছেন। এক লহমায় এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথ্যপঞ্জির মাধ্যমে উৎসাহীরা পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি ফ্যাকাল্টিওয়ারি তথ্যপঞ্জি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ফ্যাকাল্টির যাবতীয় কাজকর্ম, পেপার পাবলিকেশন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, বিভাগীয় সেমিনার সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্যপঞ্জিতে আনা হবে। সূচনালগ্ন থেকে এই তথ্যগুলি সাজানো থাকবে।

উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায় জানান, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি অ্যাওয়ার্ডিদের একটা তথ্যপঞ্জি থাকা দরকার বলে আমরা মনে করেছি। একইভাবে ফ্যাকাল্টিদেরও একটা তথ্যপঞ্জি থাকা দরকার। যাতে করে এক লহমায় সমস্ত তথ্য পাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রেই পৃথক কমিটি গঠিত হয়েছে। তারা কাজও শুরু করে দিয়েছেন।'

পিএইচডি প্রাপক ও অধ্যাপকদের তথ্যপঞ্জি তৈরির উদ্যোগ

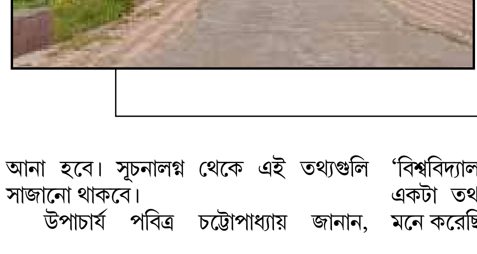

> উপাচার্যের উদ্যোগে এটি ভালো কাজ হতে যাচ্ছে। পিএইচডি এবং ফ্যাকাল্টি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ডিরেক্টরিতে সন্নিবেশিত হবে। এটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে ভবিষ্যৎ পড়ুয়া এবং গবেষকদের কাজে আসবে।
>
> **বিশ্বজিৎ দাস**
> ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাসের কথায়, 'উপাচার্যের উদ্যোগে এটি ভালো কাজ হতে যাচ্ছে। পিএইচডি এবং ফ্যাকাল্টি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ডিরেক্টরিতে সন্নিবেশিত হবে। এটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে ভবিষ্যৎ পড়ুয়া এবং গবেষকদের কাজে আসবে।'

পাশাপাশি আরও একটি উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন উপাচার্য। তা হল নিউজ লেটার প্রকাশনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠান, বিভিন্ন আলোচনাচক্র, প্রতিষ্ঠা দিবস সহ নানান দিবস, গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের বিবরণ, উদ্বোধন শিলান্যাস, আগামীদিনের তথ্যসংবলিত নিউজ লেটারে প্রকাশিত হবে। বেশ কয়েকবছর ধরে নিউজ লেটার প্রকাশনা বন্ধ রয়েছে। ফের নতুন করে তা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত নানান কর্মকাণ্ড, গবেষণা অনুষ্ঠানের বিষয়গুলি এক নজরে পড়ুয়া-গবেষক, শিক্ষক, অধ্যাপক, আধিকারিক সকলে দেখতে পারবেন ও জানতে পারবেন।

সবুজায়নের লক্ষ্যে শতাধিক বৃক্ষরোপণ

মালদা, ১৫ ডিসেম্বর : মাত্র ছ'মাস আগের কথা।

খাঁচার গাছগুলো সতেজ ছিল । এখন আর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়না। খাঁচার ভিতরে একগুচ্ছ ঘাস। চরম হতাশায় একরাশ ঘৃণা ফুটে উঠছিল মালদা জেলা স্কুলের প্রাক্তনীদের মধ্যে। সুকান্ত মোড় থেকে রথবাড়ি মোড় পর্যন্ত চার লেনের রাস্তার দুধারে শতাধিক বৃক্ষরোপণ করে মালদা শহরকে প্রকৃত অর্থে গ্রিন সিটিতে রূপান্তরিত করতে তারা উদ্যোগ নেয়। বাধ সাধে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কিংবা জমি মাফিয়াদের দ্বারা। রাতের অন্ধকারে তারা চারাগুলিকে মেরে ফেলে। তাতেও ওই স্কুলের প্রাক্তনীরা দমে যাওয়ার পাত্র নয়। রবিবার আবার তারা খাঁচাগুলি তুলে চাপা, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, নিমগাছের চারা রোপণ করলেন। নিলেন সপ্তাহে একদিন গাছগুলোর পরিচর্যা করার শপথ।

পার্থ দাস, চিন্ময় ঘোষ, সম্রাট সিংহ রায়, সৌমিক বর্মনেরা মালদা জেলাস্কুলের ১৯৯৪ সালের প্রাক্তনী। এই শহরকে কিছু ফিরিয়ে দিতে স্কুলের পুনর্মিলন উৎসবে তারা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে তোলে। নাম দেওয়া হয় আশাদীপ ফাউন্ডেশন। বছর দুয়েক ধরে এই প্রতিষ্ঠান মালদা শহরের সবুজায়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। শহরের সুকান্ত মোড় থেকে কানির মোড় পর্যন্ত তাঁদের লাগানো গাছপালা এখন অনেকটায় বড়। একই সঙ্গে রথবাড়ি মোড় পর্যন্তও তাঁরা শতাধিক বৃক্ষরোপণ করেন।

পার্থ দাস এদিন জানান, 'মালদা শহরে সবুজায়নের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। বহু জায়গায় গাছ বেশ বড় হয়েছে। আবার একাধিক জায়গায় গাছগুলো আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা। কেউ বা কারা এই গাছগুলোকে মেরে ফেলছে।' এত কিছুর পরেও তারা যে দমে যেতে নারাজ, সেটা জানাতে গিয়ে পার্থ দাস বলেন, 'যতই মেরে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যাক না কেন, আমরা আবারও গাছ লাগাব। নিয়মিত পরিচর্যা করতে না পারলেও সপ্তাহে একদিন করে নজরদারি চালাব।'

ভবন দাবি

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তর নতুন জেলা শিক্ষাভবনে স্থানান্তরিত হবে। সেখানে দোতলার কিছু অংশ কিয়দংশ ও তিনতলা প্রশাসনিক দপ্তরের জন্য বরাদ্দ হবে। 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির' জেলা কমিটির তরফে অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তার (জেনারেল) কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এবিটিএ জেলা সম্পাদক বিপুল মৈত্রর নেতৃত্বে এদিনের ডেপুটেশন কর্মসূচিতে ছিলেন অনিরুদ্ধ সিনহা প্রমুখ।

বধূকে 'অত্যাচারে' গ্রেপ্তার দেওর

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১৫ ডিসেম্বর : এক বধূকে মারধর করে গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত দেওরকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আনারুল হক (২৯)। বাড়ি হেমতাবাদ থানার দধিকোট বাড়ি এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, কালিয়াগঞ্জ থানার কুনোর সংলগ্ন ফুলট্টি গ্রামের বাসিন্দা, নুরজাহান খাতুনের সঙ্গে বাঙালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা আনসার আলির বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে পণজনিত কারণে নুরজাহানের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত আনসার ও তার বাড়ির লোকজন। বহুবার নুরজাহানকে আত্মহত্যা করার জন্য চাপও সৃষ্টি করত বলে অভিযোগ। একরত্তি সন্তানের দিকে তাকিয়ে সমস্ত নির্যাতন সহ্য করে স্বামীর সংসার করতেন নুরজাহান। এদিকে

> আমাদের ধারণা, শ্বশুরবাড়ির লোকজন মেয়েকে পরিকল্পনা করে খুন করে দিয়েছে। মেয়ের খোঁজে বারবার ওর শ্বশুরবাড়িতে গেলে কোনও হদিস না পেয়ে হেমতাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করি।
>
> **মজিবুর রহমান,** *মেয়ের বাবা*

দীর্ঘদিন ধরে মেয়ের ফোন না পেয়ে জামাইয়ের বাড়িতে তাঁর মা হাজির হলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন দাবি করে, নুরজাহান দীর্ঘদিন আগে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে তারা কোনও কথা বলবে না। এরপর মেয়ের বাবা মজিবুর রহমান জামাই ও জামাইয়ের দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে হেমতাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে দেওরকে গতকাল গভীর রাতে গ্রেপ্তার করে হেমতাবাদ থানার পুলিশ। এদিন ধৃতকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয়।

মজিবুর রহমানের অভিযোগ, 'আমাদের ধারণা, শ্বশুরবাড়ির লোকজন মেয়েকে পরিকল্পনা করে খুন করে দিয়েছে। মেয়ের খোঁজে বারবার ওর শ্বশুরবাড়িতে গেলে কোনও হদিস না পেয়ে হেমতাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করি।'

হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা জানান, 'অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

তপনে পুড়ে মৃত ছ'টি গবাদিপশু

বিপ্লব হালদার

তপন, ১৫ ডিসেম্বর : আগুনে ছাই হয়ে গেল দুটি বাড়ি। মৃত্যু হয়েছে ছ'টি গবাদিপশুর। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে তপনে।

তপন ব্লকের রামচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেল্লাল আলি শনিবার রাতে পরিবার নিয়ে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে দেখেন, দাউদাউ করে জ্বলছে তাঁর বাড়ি। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে যায় পাশের বাড়িতে। চোখের সামনে ছাই হয়ে যায় দুটি বাড়ির আসবাবপত্র সহ চাল, ডাল, জামাকাপড় সহ অন্যান্য সামগ্রী। খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অবশ্য তার আগেই ছাই হয়ে যায় দুটি বাড়ি সহ ছ'টি গবাদিপশু। সব হারিয়ে শুধু শরীরে থাকা কাপড়টুকু নিয়ে খোলা আকাশের নীচে ঠাঁই হয়েছে দুই পরিবারের। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকেই এই আগুন লেগেছে।

সব হারিয়ে বেল্লাল আলি জানান, 'রাতে স্থানীয় একটি জায়গায় গান শুনতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, বাড়ি জ্বলছে। বহু চেষ্টা করেও কিছু রক্ষা করতে পারলাম না। সব শেষ হয়ে গেল।'

তপনের বিডিও তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, 'ঘটনাটি খতিয়ে দেখে পরিবারটিকে সবরকম সাহায্য করা হবে।'

রক্ষাকালীপুজো

শনিবার পুজো হল দেহাবন্দ রক্ষাকালীর। কুশমণ্ডি ব্লকের অন্যতম উচ্চতার এই পুজোর উদ্বোধন করেন কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা। পুজো উপলক্ষ্যে শনিবার থেকে আগামী দশদিন চলবে মেলা। ছবি- সৌরভ রায়

ভাইয়ের বিয়েতে যাওয়ার সময় মৃত্যু

কালিয়াগঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : কাকাতো ভাইয়ের বিয়েতে আর যাওয়া হল না দাদার। গ্রামের রাস্তায় ইটবোঝাই ট্র্যাক্টর এবং বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়লেন হেমতাবাদ থানার ইসলামপুরের বাসিন্দা সোহেল রানা (১৯)। আরেক ভাই মজরুল ইসলাম কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে গুরুতর জখম অবস্থায় ভর্তি রয়েছেন।

সোমবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে কালিয়াগঞ্জ ব্লকের ভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম দুর্গাপুরে। রবিবার হেমতাবাদ থেকে কালিয়াগঞ্জে ভাইয়ের বিয়েতে যাওয়ার জন্য রওনা দেয় সোহেল ও মজরুল। পথে হঠাৎ উলটো দিক থেকে আসা একটি ইট বোঝাই ট্র্যাক্টর মুখোমুখি আসতেই ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারায় বাইক আরোহী সোহেল। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের কালিয়াগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সোহেলকে মৃত ঘোষণা করেন। কালিয়াগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি মহিম অধিকারী জানান, ট্র্যাক্টরটিকে আটক করা হয়েছে। এ'ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

ছাদ থেকে রাস্তায় পড়ে মৃত প্রৌঢ়া

বালুরঘাট, ১৫ ডিসেম্বর : ছাদে কাপড় মেলতে গিয়ে নীচে পড়ে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ার। ছাদ থেকে নীচের কংক্রিটের রাস্তায় পড়ে যান তিনি। মৃতার নাম রিনা দাস (৪৯)। বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ডুমুইর এলাকায়। রবিবার দেহটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তদন্তে নেমেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

শনিবার দুপুরে রিনাদেবী বাড়ির ছাদে কাপড় মেলতে উঠেছিলেন। সেই সময় অসাবধানতাবশত ছাদ থেকে পা ফসকে তিনি নীচে পড়ে যান। বাড়ির সামনেই কংক্রিটের রাস্তা। রাস্তায় পড়ে যাওয়ায় মাথায় গুরুতর আঘাত পান তিনি। বিষয়টি নজরে আসতেই তাঁকে উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই গতকাল বিকেলে মারা যান তিনি।

পুরোনো ইট দিয়ে নালা তৈরির অভিযোগ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৫ ডিসেম্বর : পুরোনো ইট দিয়ে পঞ্চায়েত এলাকায় নিকাশিনালার কাজ আরম্ভ হয়েছিল। নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে নির্মাণ বন্ধ করলেন গ্রামবাসী। ঘটনা হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের ভিঙ্গোল পঞ্চায়েতের ঝিকোডাঙা গ্রামের। ৩২ মিটার দৈর্ঘ্যের এই নালা তৈরির জন্য পঞ্চায়েত থেকে প্রায় দু' লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। সরকারি শিডিউল মেনে কাজ হওয়ার কথা থাকলেও সেটাও হচ্ছে না। এদিন দুপুরে কাজ বন্ধ করে দেন স্থানীয়রা। পঞ্চায়েত সদস্যা আকতারি খাতুন বলেন, তিনিও এই কাজ করতে বারণ করেছেন। ঠিকাদার মানবেন্দ্র রায় বলেন, 'পুরোনো ইট বদলে নতুন ইট দিয়ে কাজ শুরু হবে।' বিডিও সৌমেন মণ্ডল আশ্বাস দিয়েছেন, অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার।

বস্ত্র বিলি ও খাওয়াদাওয়া

নিউজ ব্যুরো

১৫ ডিসেম্বর : শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে এসে ভূরিভোজে মেতে উঠলেন দুঃস্থ গ্রামবাসীরা। রবিবার দুপুরে বালুরঘাট ব্লকের জলঘরের ল্যাম্পস অফিসে দুঃস্থদের জন্য মধ্যাহ্নভোজ ও শীতবস্ত্র বিলির আয়োজন করেছিলেন বঙ্গরত্ন সমাজসেবী তাপস চক্রবর্তী। যেখানে শীতের হাত থেকে বাঁচতে ১০০ জনের বেশি গ্রামবাসীদের মধ্যে নতুন মোজা, জুতো, টুপি ও কম্বল বিলি করা হয়। তারপরেই শুরু হয় খাওয়াদাওয়া।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ ও জেলা ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত হল শীতবস্ত্র ও শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি। শুক্রবার বালুরঘাটের বড় কাশীপুর ফুটবল ময়দানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র এবং ৫০ জন শিশুদের মধ্যে শীতবস্ত্র ও বই বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ। এদিন দুপুরে প্রায় ৪০০ জনের মধ্যে খিচুড়ি পরিবেশন করা হয়।

পাশাপাশি, একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিলি করলেন তপন ব্লকের হজরতপুর পঞ্চায়েতের ডাঙাপাড়ার যুব সংঘের কর্মকর্তারা। প্রায় ২০০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানান কর্মকর্তারা। 'পতিরাম নাগরিক ও যুবসমাজ' নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে রবিবার পতিরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল কম্বল প্রদান কর্মসূচি। ৪৫ জনকে এদিন কম্বল প্রদান করা হল।

শিলান্যাস

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৫ ডিসেম্বর : জেলা পরিষদের কৃষি, সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের বরুই পঞ্চায়েতের নন্দীবাটি উত্তরপাড়া জামে মসজিদে সাবমার্সিবল পাম্পের শিলান্যাস করলেন। জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বসানো হবে এই সাবমার্সিবল পাম্প।

তুলোটে মেলা

কুমারগঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : কুমারগঞ্জের জাখিরপুর এলাকার তুলোটে শুরু হয়েছে শীত উপলক্ষ্যে মেলা। সাতদিন আগে থেকে শুরু হওয়া এই মেলায় সন্ধে নামলেই মানুষের ঢল নামছে। মেলায় দোকানপাট বসেছেও প্রচুর। এই মেলা কুমারগঞ্জে বেশ জনপ্রিয়।

করমপুজো

হরিরামপুর, ১৫ ডিসেম্বর : শনিবার রাতে হরিরামপুর ব্লকের বাগবাড়ি গ্রামে করমপুজো হল। পুজো শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় ছেলেমেয়েরা দলগতভাবে অংশগ্রহণ করেন।

স্বামীর স্মৃতিতে খেলা আয়োজন

বালুরঘাট, ১৫ ডিসেম্বর : প্রয়াত স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মিশনের দুঃস্থ আবাসিক পড়ুয়াদের মধ্যে খেলার প্রতি আগ্রহ তৈরির উদ্যোগ নিলেন বালুরঘাটের ঝর্ণা গুন। রবিবার স্বর্গীয় প্রবীর গুনের স্মৃতিতে রঘুনাথপুরের সিএনআই মিশনে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। সহযোগিতায় বিংশ শতাব্দী যোগা অ্যাকাডেমি ও ইউনিভার্সাল যোগার জেলা কমিটি। যেখানে ৬৫ জন খুদে আবাসিক দৌড় সহ বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল।

তৃণমূলের সভা

বালুরঘাট, ১৫ ডিসেম্বর : তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা করল বালুরঘাট শহর তৃণমূল কমিটি। বালুরঘাট পুরসভার সুবর্ণতট সভাকক্ষে শহর তৃণমূলের সভাপতি প্রীতমরাম মণ্ডলের নেতৃত্বে এই বৈঠকে পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কনভেনার, শহর কমিটির নেতৃত্ব সহ একাধিক তৃণমূল নেতা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের বৈঠকে আগামী ১ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সকালে সমাজ সেবামূলক অনুষ্ঠান রাখা হবে বলে জানানো হয়েছে।

বাম্পারে দুর্ঘটনা

বালুরঘাট, ১৫ ডিসেম্বর : বালুরঘাট শহরের পাহাড়ওয়াজ এলাকায় মাঝেমধ্যে ঘটছে দুর্ঘটনা। ওই এলাকায় বাম্পার থাকায় বেশি দুর্ঘটনা ঘটছে। সম্প্রতি পথ দুর্ঘটনায় ওখানে এক বাইক আরোহী মারা গিয়েছেন। কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনা বাড়ছে বলে অনুমান স্থানীয়দের। এমতাবস্থায় বালুরঘাট সদর ট্রাফিক পুলিশের তরফে ওই বাম্পারটিকে সাদা রং করে দেওয়া হচ্ছে। যাতে রাতের বেলা বিষয়টি চালকের নজরে আসে। রবিবার সকাল থেকে ওই বাম্পারটি রং করা হচ্ছে।

নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান

গঙ্গারামপুর, ১৫ ডিসেম্বর : গঙ্গারামপুর ব্লকের মহারাজপুর জয় নিতাই ও রাধাগোবিন্দ বারোয়ারি মন্দির প্রাঙ্গণে সোমবার থেকে শুরু হবে ৩ দিনব্যাপী সংগীতময় শ্রীমদ্ভাগবত কথামৃত এবং ৩২ প্রহরব্যাপী বাৎসরিক নামযজ্ঞ ও লীলাকীর্তন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে রাশিয়া, আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স থেকে আগত কৃষ্ণভক্তদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।

স্কুলে ক্রীড়া

গঙ্গারামপুর, ১৫ ডিসেম্বর : রবিবার নয়াবাজার সরস্বতী শিশু মন্দিরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। নয়াবাজার হাইস্কুলের মাঠে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

রক্তদান শিবির

মোথাবাড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : রক্তের জোগান দিতে এগিয়ে এল মোথাবাড়ি পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের উদ্যোগে রবিবার অচিনতলা হাই মাদ্রাসায় মোট ১০৭জন রক্তদান করেন।

বাংলাদেশ ও

প্রথম পাতার পর

ধর্মীয় পরিচয়।

তাঁর কথায়, 'হিন্দুদের এ রাজ্যে ভবিষ্যৎ কী, তা ফিরহাদ হাকিম স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। হিন্দুদের তাই রাজনৈতিকভাবে এক হতে হবে। রাজ্য সরকার ঘুরিয়ে ফিরহাদ হাকিম, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, হুমায়ুন কবীরদের মতো নেতাদের অ্যাজেন্ডাকে চালাতে দিচ্ছে।' তৃণমূলের পাশাপাশি কার্তিক মহারাজ বাংলাদেশে ইসলামিক মৌলবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে ভাষণ দেন একই সুরে।

তাঁর বক্তব্য, 'বাংলাদেশে হিন্দু ভাইবোনরা আজ অত্যাচারিত, নিপীড়িত। তাঁদের ঘরবাড়ি লুট হচ্ছে। এখনই মৌলবাদী জামাতদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।' আর দিলীপের স্পষ্ট কথা, 'পশ্চিমবঙ্গকে দেশ থেকে আলাদা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস হল জাতীয়তা বিরোধী এজেন্টদের জায়গা। যারা উগ্রপন্থী, মৌলবাদী, জামাতদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। জাতীয়তা বিরোধীদের নিয়ে তৃণমূল সরকার চালাচ্ছে।'

গীতা পাঠের আয়োজক সংস্থা সনাতন সংস্কৃতি সংসদের কর্মকর্তা প্রণব চৈতন্য মহারাজ বাংলাদেশে হিন্দুদের একজোট হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দেন। তাঁর ভাষায়, 'আত্মরক্ষার অধিকার সকলের আছে। আমরা কারও অকল্যাণ চাই না। মারার জন্য যদি অস্ত্র নিয়ে আততায়ীরা অগ্রসর হয়, তাহলে পালটা হাতে অস্ত্র তুলতে হবে। নয়তো বাংলাদেশে হিন্দুরা পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।'

গীতা পাঠ ছাড়া প্রায় পাঁচ ঘণ্টার অনুষ্ঠানের বাকি সময়ে প্রত্যেকের কথায় ছিল ওপার বাংলায় হিন্দু নির্যাতনের প্রসঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান থেকে অনেকে উপস্থিত ছিলেন ওই অনুষ্ঠানে।

ভেসে যায় আমার তরী। রবিবার মালদার মহানন্দা ঘাটে ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।

কাটমানি দিতে পারেননি, আবাস থেকে বঞ্চিত বৃদ্ধা

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ১৫ ডিসেম্বর : আবাস বিতর্ক কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। আবাস প্লাসের সার্ভে শুরু হতেই এবার চাঁচলে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। ২৫ হাজার টাকা কাটমানি দিতে না পারায় আসেনি তালিকায় নাম, এমনই অভিযোগ তুললেন চাঁচল আশ্রমপাড়ার বৃদ্ধা ঊর্মিলা দাস।

স্বামী মারা গিয়েছেন। ছেলে টোটোচালক। দিন আনি দিন খাওয়া সংসার। ভগ্নপ্রায় ঘর। ভেঙে পড়ছে টালির চালা। সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকছে শীতের কনকনে হাওয়া। এই ঘরেই কষ্ট করে বসবাস করছেন তাঁরা। আশা করেছিলেন, এবার হয়তো আবাস যোজনার টাকা পাবেন। একটা পাকাঘর মিলবে। সার্ভে করতে এসেছিলেন ব্লক প্রশাসনের কর্মীরা। কিন্তু ভাঙা বাড়ি থাকার পরেও তালিকায় নাম আসেনি তাঁর। অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা তালিকায় নাম তোলার জন্য ২৫ হাজার টাকা চেয়েছিলেন।

> সার্ভে করতে এসে সব তো দেখে গেল। তারপরেও নাম নেই তালিকায়। তৃণমূল যে টাকা চেয়েছে, আমার পক্ষে তো দেওয়া সম্ভব নয়।
>
> **ঊর্মিলা দাস**
> **বঞ্চিত উপভোক্তা**

কিন্তু তিনি দিতে পারেননি। বঞ্চিত উপভোক্তা ঊর্মিলা দাস জানালেন, 'সার্ভে করতে এসে সব তো দেখে গেল। তারপরেও নাম নেই তালিকায়। তৃণমূল যে টাকা চেয়েছে, আমার পক্ষে তো দেওয়া সম্ভব নয়।'

এই ঘটনা সামনে আসতেই শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধীরা। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল এবং প্রশাসন দুর্নীতি আর স্বজনপোষণের মাধ্যমেই আবাস প্লাসের তালিকা তৈরি করছে। যদিও কাটমানির অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। স্থানীয় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য প্রসেনজিৎ শর্মার অভিযোগ, 'ঊর্মিলা দাস ঘর পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তৃণমূল নেতা টাকা চেয়েছে। প্রশাসনের মদতে এভাবে তৃণমূল দুর্নীতি করছে।'

তবে তৃণমূল পরিচালিত চাঁচল-১ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অঙ্কুর পোদ্দারের বক্তব্য, 'নাম কেন কাটা হল বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। তৃণমূলের কেউ যদি ঘরের টাকা চায় তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

বৃন্দা আর সিবিআই

প্রথম পাতার পর

তার ভিতরে রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বৃন্দা বলেছেন, পরিস্থিতির ফলে বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আবার এ-ও বলেছেন, সিবিআই বা রাজ্য সরকারের ওপর থেকে কোনও চাপ তাঁর কাছে আসেনি। তাহলে এমন পরিস্থিতি কে বা কারা তৈরি করল যার ফলে বৃন্দা নিজেকে সরিয়ে নিলেন।

এই মামলায় তিনটি পক্ষ রয়েছে। সিবিআই, রাজ্য সরকার এবং নির্যাতিতা ডাক্তারের পরিবার ও মামলাকারী ডাক্তাররা। বৃন্দার কথামতো সিবিআই এবং রাজ্য সরকার যদি কোনও চাপ সৃষ্টি না করে থাকে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের তিরটা তৃতীয় পক্ষের দিকে ঘুরে যায়। তাহলে কি ওই তৃতীয় পক্ষ এমন কোনও পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন, যেখানে বৃন্দার পক্ষে এই মামলায় সওয়াল করা সম্ভব হচ্ছিল না? আরজি করের ঘটনার দোষীদের শাস্তি চাইলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়াটাও তো জরুরি।

আসা যাক সিবিআইয়ের কথায়। সিবিআই ঘটনার তদন্তভার হাতে নেওয়ার পর, সিবিআই সূত্র থেকে নানারকম সংবাদ সামনে আসছিল। বৃহৎ ষড়যন্ত্র এবং প্রমাণ লোপাট করার তথ্য সিবিআই পেয়েছে এমন কথাও বলা হচ্ছিল। সুপ্রিম কোর্টে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট সিবিআইয়ের আইনজীবী তুষার মেহতা তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেই রিপোর্ট পড়ে বিস্মিত হয়েছিলেন চন্দ্রচূড়। বলেছিলেন, 'এ তো ভয়ংকর ঘটনা। দেখে বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি।' প্রধান বিচারপতি এ-ও বলেছিলেন, 'সিবিআই যখন তদন্ত করছে তখন সবকিছু সামনে আসবেই।'

এত কাণ্ডের পর সিবিআই নব্বই দিনের মাথায় চার্জশিট দিতে ব্যর্থ হল কেন? মুখবন্ধ খামে যদি 'ভয়ংকর' সব তথ্য পেশ করা যায় সুপ্রিম কোর্টে তাহলে শিয়ালদার অতিরিক্ত বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে চার্জশিট পেশ করা যায় না কেন? চার্জশিট পেশ করার বদলে সিবিআইয়ের কৌঁসুলি বলেছেন, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আপাতত আমাদের কোনও আবেদন নেই।'

বৃন্দা গ্রোভারের সরে যাওয়া এবং আদালতে সন্দীপ-অভিজিতের জামিন পাওয়া এই দুটি ঘটনা পাশাপাশি রাখলে কি মনে হচ্ছে না, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। এমন কিছু 'কালা' যা প্রকাশ্যে এলে অনেকেরই মুখ পুড়বে।

এখনও পর্যন্ত দেখা গিয়েছে কলকাতা পুলিশ মূল অপরাধী হিসাবে যে সঞ্জয় রায়কে আটক করেছিল, তার থেকে একচুলও বেশি এগোতে পারেনি সিবিআই। আরজি করের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক গল্পগুজব বাজারে রটেছে। প্রচারের জোরে সেইসব গুজবে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয়েছে মানুষকে। মানুষ বিশ্বাস করেছে এবং উত্তেজিত হয়েছে। এখন কেউ যদি মনে করেন, সেই গুজবকেই মান্যতা দিয়ে সিবিআই চার্জশিট দেবে বা বৃন্দা গ্রোভার সওয়াল করবেন, তবে তা ভুল ভাবছেন তিনি। আইন আদালত, বিচার ব্যবস্থা বা তদন্ত গুজবের ওপর নির্ভর করে চলে না। আর সেটিং তত্ত্ব বাজারে এনে অতি সরলীকরণের রাজনীতি করতে গেলে ডাল মে কুছ কালার সন্দেহটিকেই বোধকরি আরও দৃঢ় করে।

আসলে অনেক কিছুই আমাদের কাছে ধোঁয়াশার মতো রয়ে গিয়েছে। যেমন, যে জুনিয়ার ডাক্তাররা পোস্ট মর্টেমের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং পোস্ট মর্টেমের পর সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সই করেছিলেন, পরে এটা লুকিয়ে গিয়ে কেন তাঁরাই আবার পোস্ট মর্টেম নিয়ে প্রশ্ন তুললেন? যে জুনিয়ার ডাক্তাররা হাসপাতালের ওই নির্দিষ্ট কক্ষটিতে ভাঙচুরে লিখিত সম্মতি জানিয়েছিলেন, কেন তাঁরাই আবার সেকথা চেপে গিয়ে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ তুলেছিলেন? আন্দোলনের জন্য ক্রাউড ফান্ডিংয়ে চল্লিশ কোটি টাকা সংগ্রহ করার পরও এতদিনেও সেই অর্থ কোন খাতে খরচ হয়েছে তার হিসাব জনসমক্ষে দেওয়া হবে না কেন?

আমরা সকলেই চাই আরজি করের নির্যাতিতা ডাক্তার সুবিচার পান, সুবিচার পাক তাঁর পরিবার। কিন্তু সুবিচার পেতে গেলে এই ধোঁয়াশাগুলি পরিষ্কার হওয়া দরকার। না হলে ধোঁয়াশার আড়ালে লুকিয়ে থাকা অপরাধীদের চিহ্নিত করা যাবে না।

সামাজিক অভ্যুত্থান

প্রথম পাতার পর

কেটেছে। তারপর ২০১৮-তে এই স্কুলে ওয়ার্ডেনের কাজ পেয়ে এখন অনেকটাই সচ্ছল হয়েছি। বলতে গেলে এই মিশনই আমার সংসারটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।'

তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মঞ্জুর একমাত্র মেয়ে সুজাতা এখন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে অঙ্কে এমএসসি করছেন, তার নেপথ্যেও এই স্কুলের অবদান রয়েছে। বিএসসি অনার্স পড়ার সময় সুজাতা এই মিশন স্কুলে ক্লাস নিতেন। তার বিনিময়ে যে সাম্মানিক পেতেন তা দিয়েই চলত নিজের পড়াশোনার খরচ।

কথা হল এইরকমই মিশনে কর্মরত আরও এক কর্মী বিজয় সোরেনের সঙ্গে। বিজয়ের বাড়ি হবিবপুরের কাশিপাহাড়া গ্রামে। ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বিএ পাশ করার পর তিনি কালিয়াচকের একটি মিশনে অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদে চাকরি করছেন। বিজয়ের গলায় আবেগ, 'কত উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়েই বেকার হয়ে বসে আছে। আমি তো স্রেফ গ্র্যাজুয়েশন করেছি। এই মিশন ছিল বলে সম্মানজনকভাবে বাঁচার জন্য একটা কাজ পেয়ে গেছি। এই বেতনেই এখন মা, বাবা, স্ত্রী ও ১১ মাসের মেয়েকে নিয়ে দিব্যি খেয়েপরে বেঁচে আছি।'

পার্শ্ববর্তী আলিপুর গ্রামের মহম্মদ আসিফ আনসারি আবার কালিয়াচকের যে মিশন থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছিলেন, এমএসসি, এমএড কমপ্লিট করার পর সেই মিশন স্কুলেই শিক্ষক ও এডুকেশন ম্যানেজার পদে কাজ করে উপার্জনের পথ খুঁজে পেয়েছেন। আসিফের কথায়, 'বাবা একটা গুমটি ঘরে জেরক্স মেশিন চালিয়ে রোজগার করে আমাদের বড় করেছেন। আমি প্রাইমারি এসএসসিতে কোয়ালিফায়েড হয়ে বসে আছি। কিন্তু সরকারি চাকরির বাজারের যা হাল! হাইস্কুলের শিক্ষকতা করার মতো ডিগ্রি অর্জন করেও লাভ নেই। আমি এমএসসি করার পর এখনও একটাও এসএসসি পরীক্ষা হয়নি। চাকরি পাব কোথায়? এই মিশন স্কুলগুলো হয়েছে বলে তাও আমাদের মতো বহু শিক্ষিত বেকার কাজের সন্ধান পেয়েছেন।'

শুধু একটি স্কুলেই কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান চমকে দেওয়ার মতো। টার্গেট পয়েন্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের পরিবহণের জন্য বাস ও ছোট ভ্যান মিলিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ২০টি গাড়ি। অর্থাৎ এই একটি স্কুলে শুধু পরিবহণ ব্যবস্থার সৌজন্যেই চালক ও সহায়ক মিলিয়ে হাতে কাজ পেয়েছেন অন্তত ৪০ জন। হস্টেলের প্রতিটি রুমে ছাত্রছাত্রীদের রাতদিন দেখভালের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন প্রায় ৫০ জন শিক্ষিত তরুণ-তরুণী। হস্টেলে পড়ুয়াদের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি পড়াশোনা সংক্রান্ত ছোটখাটো সমস্যায় পড়লে প্রাইভেট টিউটরের মতো তা সমাধানও করে দেন তাঁরা। এই স্কুলে রান্নার কাজের জন্য রয়েছেন ১৯ জন কুক। সুইপিংয়ের কাজে নিযুক্ত ৮ জন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে বাজারঘাট করা, দ্বাররক্ষী ও নৈশপ্রহরী মিলিয়ে কর্মীর সংখ্যা ১০। এছাড়া, শিক্ষাকর্মী, করণিক, পিওন ও মেট্রন মিলিয়ে কাজ করছেন ডজনখানেক মানুষ। এছাড়াও স্পেশাল কোচিং ও প্রতিদিনের ক্লাস নেওয়ার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন ১০০ জন।

এলাকার ওয়াকিবহাল মানুষজন বলছেন, কালিয়াচকে স্থানীয় কয়েক হাজার পুরুষ ও মহিলার কর্মসংস্থান হয়েছে এই স্কুলগুলোর দৌলতে। কালিয়াচক আবাসিক মিশনের সম্পাদক আমিরুল ইসলামের তথ্য, 'বৃহত্তর কালিয়াচকের কথা ধরলে শতাধিক বেসরকারি আবাসিক ও অনাবাসিক মিশন স্কুল রয়েছে এখানে। ফলে সব মিলিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই স্কুলগুলোর সৌজন্যে প্রায় ১০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে বলতে পারেন।'সব মিলিয়ে শিক্ষার বিপ্লব এখন সামাজিক অভ্যুত্থান।

(সমাপ্ত)

হোটেলের আড়ালে মদের ব্যবসা, ধৃত ১

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : হোটেলের আড়ালে বিলিতি মদ বিক্রি করার অভিযোগে মালিককে গ্রেপ্তার করল ইটাহার থানার পুলিশ। ধৃতের নাম তনু প্রামাণিক (২৬)। বাড়ি মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

সম্মেলনে স্কুলের সমস্যা

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : রবিবার দেবীনগর প্রমোদা সুন্দরী বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্মেলন। সম্মেলনে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের স্কুলের বেহাল অবস্থার কথা তুলে ধরলেন। ছিলেন রাজ্য কমিটির সম্পাদক নীলকান্ত ঘোষ, প্রাক্তন বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্ত, জেলা সম্পাদক পার্থপ্রতিম কুণ্ডু সহ অন্যরা। প্রায় শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী সম্মেলনে যোগ দেন। জেলা সম্পাদক পার্থপ্রতিম কুণ্ডু বলেন, 'স্কুলগুলি নিয়মিত কম্পোজিট ফান্ড না পাওয়ায় ভীষণ সমস্যায় পড়েছে। সেই সঙ্গে দীর্ঘ আট বছর যাবৎ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ বন্ধ।স্কুলগুলির পরিকাঠামো বেহাল।'

বালি পাচার রুখল পুলিশ

কুমারগঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : আত্রেয়ী থেকে বালি পাচারের সময় বালিভর্তি একটি ট্র্যাক্টরকে আটক করল কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে কুমারগঞ্জ থানার অধীন তাজপুরে। যদিও চালক পলাতক। পুলিশ ট্র্যাক্টরটিকে নিজেদের হেপাজতে এনে রেখেছে। কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার বলেন, 'কোনওরকম কাগজপত্র ছাড়া বেআইনিভাবে নদী থেকে বালি পাচার করার সময় একটি ট্র্যাক্টরকে আটক করা হয়েছে। চালক পালিয়ে যাওয়ায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।'

বাইক দুর্ঘটনায় আহত দুই

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৫ ডিসেম্বর : রবিবার সন্ধ্যায় তুলসীহাটা- ভালুকা রাজ্য সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মেরে গুরুতর আহত হলেন দুই বাইক আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বনসুরিয়া মোড়ের কাছে। আহতরা হলেন মহঃ মহসিন আলি (৭০), মহঃ মোস্তাকিন(৫০)। বাড়ি মহেন্দ্রপুর এলাকার আলিপুরে। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

সহবাসের দায়ে পুলিশের জালে

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : ভুয়ো বিয়ের সার্টিফিকেট তৈরি করে এক তরুণীর সঙ্গে সহবাস করার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃত তরুণের নাম অমিত পোদ্দার (২৮)। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

প্রতিবাদ

বালুরঘাট ও কুমারগঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : সন্দীপ ঘোষ ও তারাতলার ওসির জামিন মঞ্জুর হয়। যার প্রতিবাদে রাস্তায় নামল সিপিএম। শনিবার রাতে বালুরঘাট শহরের সাধনা মোড় এলাকায় সিপিএমের এক নম্বর এরিয়া লোকাল কমিটির উদ্যোগে পথসভার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডলের জামিনের বিরোধিতায় পথে নামল সিপিএম। দলের কুমারগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে রবিবার সন্ধ্যায় একটি মিছিল বের হয়। নেতৃত্ব দেন সিপিএমের অঞ্চল কমিটির সম্পাদক রঞ্জিত কুমার তালুকদার, জেলা কমিটির নেত্রী দীপালি সোরেন, অঞ্চল কমিটির পক্ষে দীনেশ দাস প্রমুখ। গোপালগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করার পর মিছিলটি পুনরায় গোপালগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে এসে শেষ হয়।

কমিটি গঠন

হরিরামপুর, ১৫ ডিসেম্বর : সমস্ত শিশুর সুরক্ষা, শিশুদের সমস্যা সমাধান, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, ড্রপআউট বন্ধ সহ একাধিক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে হরিরামপুর ব্লক শিশু সুরক্ষা কমিটির বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিডিও তথা চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটির ভাইস চেয়ারপার্সন অত্রি চক্রবর্তী।

খেলায় আজ

২০১৪ : ফুটবল থেকে অবসর নিলেন থিয়েরি অঁরি। ফ্রান্সের হয়ে ১২৩ ম্যাচ খেলে তাঁর গোলসংখ্যা ২৩।

সেরা অফবিট খবর

শিল্পার বাবার বন্ধু বয়কট!

ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে তখন সবে ধারাভাষ্যে পা রেখেছেন নভজ্যোৎ সিং সিধু। তখনকার একটি গল্প শুনিয়ে সিধু বলেছেন, জিওফ্রে বয়কট তখন আমার কাছে প্রায়ই শিল্পা শেঠি সম্পর্কে জানতে চাইতেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'আজ সকালের সূর্য শিল্পার মতোই সুন্দর লাগছে। তখন আমি তাঁকে বলি, শিল্পা শেঠি আপনাকে ওর বাবার সেরা বন্ধু ভাবে। শুনে বয়কট প্রচণ্ড অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।'

ভাইরাল

জিতেন্দ্র এসেছেন নাকি

ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শুরুর আগে হরভজন সিংয়ের দিকে 'নয়না মে স্বপ্না, স্বপ্নে মে সাজনা' গানে নাচতে নাচতে এগিয়ে গিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। সেইসময় হরভজন গোলাপি পাগড়ি ও সাদা রংয়ের ব্লেজার পরেছিলেন। ভাজ্জির কাছে আসার পর বিরাট জানতে চান, জিতেন্দ্র এসেছেন নাকি? শুরুতে বিষয়টা হরভজন বুঝতে না পারলেও পরে বোঝেন কি ভুলটাই না তিনি করেছেন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম বলটি কে খেলেছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. স্যাম কুরান,
২. পাকিস্তানের মহম্মদ সামি।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীরাধিপ চক্রবর্তী, রজত সরকার, লাবণ্য কুণ্ডু।

কেনের ৫০, এগিয়ে কিউয়িরা

হ্যামিলটন, ১৫ ডিসেম্বর : প্রথম দুই টেস্টে হারের পর তৃতীয় টেস্টে দ্বিতীয় দিনের পর ভালো জায়গায় নিউজিল্যান্ড। দিনের শেষে কিউয়িদের স্কোর ১৩৬/৩। ক্রিজে রয়েছে কেন উইলিয়ামসন (৫০) ও রাচিন রবীন্দ্র (২)। নিউজিল্যান্ডের লিড ৩৪০ রানের।

রবিবার দিনের শুরুতে দশম উইকেটে ৪৪ রানের জুটি খেলেন মিচেল স্যান্টনার (৭৬) ও উইলিয়াম ও'রৌরকে (অপরাজিত ৫)। তাঁদের জুটিতে প্রথম ইনিংসে কিউয়িরা অল আউট হয় ৩৪৭ রানে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। তাদের দুই ওপেনারকে ফেরান ম্যাট হেনরি (৪৮/৪)। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম উইকেট নেন উইলিয়াম (৩৩/৩)। বাকি কাজ সারেন স্যান্টনার (৭/৩)। ৩২ রান করেন জো রুট। কোনও উইকেট পাননি শেষ ম্যাচ খেলতে নামা টিম সাউদি। দ্বিতীয় ইনিংসে উইল ইয়ং (৬০) ও উইলিয়ামসনের ৮৯ রানের জুটি ভরসা দেয় কিউয়িদের।

শতরান করে ট্রাভিস হেড।

ব্যর্থ বুমরাহর প্রচেষ্টা

হেড-আতঙ্কে দোসর স্মিথও

অস্ট্রেলিয়া-৪০৫/৭

ব্রিসবেন, ১৫ ডিসেম্বর : ট্রাভিস হেড 'রহস্য' অধরাই। আরও একটা ম্যাচ। আবারও হেডের সামনে আত্মসমর্পণের চেনা দৃশ্য। মঞ্চ বদলাচ্ছে। কিন্তু ভারতীয় বোলারদের ওপর হেড-দাপটের কাহিনী সেই এক। গৌতম গম্ভীর-রোহিত শর্মাদের যাবতীয় পরিকল্পনা দুমড়ে দিয়ে হেড-বিস্ফোরণ ব্রিসবেনেও।

হেড-আতঙ্কে এদিন দোসর স্টিভেন স্মিথ। লম্বা ব্যর্থতা কাটিয়ে শতরানের সরণিতে ফিরলেন। শুরুতে কিছুটা নড়বড়ে, খোলসের মধ্যে গুটিয়ে থাকা। পরে খোলস ছেড়ে বেরোলেন, ব্যাট থেকে বেরিয়ে এল নান্দনিক সব ক্রিকেটীয় শট।

আগ্রাসী হেড এবং ক্লাসিক স্মিথের যুগলবন্দিতে মজল রবিবাসরীয় ব্রিসবেন। অ্যাডিলেডে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া শতরানের পর রবি শাস্ত্রী, সুনীল গাভাসকাররা সবার আগে হেডের 'দাওয়াই' বের করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বাউন্সারে পরীক্ষা নেওয়ার টিপসও দেন চেতেশ্বর পূজারা। ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারেননি মহম্মদ সিরাজরা (১/৯৭)। প্রথমবার সিরিজে খেলতে নামা রবীন্দ্র জাদেজার (৭৬/০) অবস্থা নৈব নৈব চ। ব্যর্থ থিংকট্যাংকের আস্থা রাখার মর্যাদা রাখতে।

সাহায্যের বদলে সিরাজরা 'ওয়ানম্যান আর্মি' জসপ্রীত বুমরাহর (৭২/৫) প্রচেষ্টায় জল ঢাললেন। বুঝিয়ে দিলেন, তাঁরা বুমরাহর যোগ্য পার্টনার নন। নিট ফল, লাঞ্চের আগে এবং শেষবেলায় নতুন বলে বুমরাহর দাপটের পর অস্ট্রেলিয়া ৪০৫/৭। গাব্বার বাইশ গজে বুলডোজার চালিয়ে হেডরা এদিন ৩৭৭ রান যোগ করেন।

হেডের নবম টেস্ট শতরান থামে ১৫২-তে। স্মিথ সেখানে ৩৩ নম্বর সেঞ্চুরিতে স্টিভ ওয়া (৩২টি) পিছনে ফেললেন। অজি ব্যাটারদের মধ্যে সামনে শুধু রিকি পন্টিং (৪১টি সেঞ্চুরি)। স্পর্শ ফেললেন ভারতের বিরুদ্ধে জো রুটের সর্বাধিক ১০ সেঞ্চুরির নজিরও।

স্মিথের সেঞ্চুরি-উচ্ছ্বাস, ব্যাটের হাতলের মাথায় হেলমেট রেখে আকাশের দিকে হেডের দুই হাত তুলে দেওয়া- যে সেলিব্রেশনের মাঝে ভারতের প্রাপ্তি শুধু বুমরাহ। সতীর্থদের ব্যর্থতা ঢেকে দেওয়ার মরিয়া প্রয়াসের পুরস্কার সেনা দেশে (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) অষ্টমবার পাঁচ শিকার। টপকে গেলেন কপিল দেবকে (৭ বার)।

বুমরাহর সাফল্যের দিনেও ভারত ফিরল একরাশ আশঙ্কা নিয়ে। হেড-স্মিথের ২৪১ রানের যুগলবন্দির পরও দ্বিতীয় নতুন বলেও অজিদের ৩১৬/৩ থেকে ৩২৭/৬ করে দিয়েছিলেন। ১২ বলের মধ্যে স্মিথ (১০১), হেডের সঙ্গে মিচেল মার্শকে (৫) ফেরান বুমরাহ।

যদিও উদ্দেশ্যহীন বোলিংয়ে চাপ বজায়ে ব্যর্থ সিরাজ-জাদেজারা। বুঝিয়ে দিলেন রবি শাস্ত্রী কেন দ্রুত মহম্মদ সামিকে অস্ট্রেলিয়ায় আনার কথা বলছেন। বাংলার হয়ে নিয়মিত খেলছেন, সাফল্যও পাচ্ছেন। অথচ, বর্ডার-গাভাসকার সিরিজে নেই! অনেকে রোহিতদের সামি-ইশ্যুতে অন্যরকম গন্ধও পাচ্ছেন।

শনিবার প্রথম দিনে বৃষ্টিতে মাত্র ১৩.২ ওভার খেলা হয়। এদিনও বৃষ্টি জারি, তবে হেড-স্মিথের রান-বৃষ্টি। লাঞ্চে ১০৪/৩। দুই ওপেনার নাথান ম্যাকসুইনি (৯) ও উসমান খোয়াজাকে (২১) বুমরাহর শিকার। মার্নাস লাবুশেনকে (১২) ফেরান নীতীশ। তার আগে মার্নাস-সিরাজের মজার কুসংস্কার। সিরাজ বেল বদলে দিয়ে ঘুরতেই মার্নাস তা আগের জায়গায় করে দেন। 'জয়ী শেষপর্যন্ত সিরাজ। পরের ওভারে নীতীশের শিকার লাবুশেন।

৭৫/৩। এখান থেকে হেড-স্মিথের ম্যাচের দখল নেওয়া। মাঝের সেশনে ১৩০ রান। চায়ের পর ৩১ ওভারে ১৭১! হেড-ঝড়ে শেষদিকে তাল ঠোকেন স্মিথও। প্রথম পঞ্চাশ ১২৭ বলে। ৫০ থেকে ১০০-তে পা রাখতে নিলেন সেখানে ৫৭ বল।

চেতেশ্বর পূজারাদের যুক্তি, হেডরা যেমন ভালো খেলেছে, তেমনই সহজে রান করতে দিয়েছে ভারত। পরিকল্পনা, ফিল্ডিং সাজানো, বোলারদের দিশা দেখানো- ডাহা ফেল অধিনায়ক রোহিতও। হেড বুলডোজারের সামনে কার্যত দর্শক টিম ইন্ডিয়া। হেড মূলত ব্যাকফুট প্লেয়ার। ড্রাইভের চেয়ে পুল, আপার কাট পছন্দ করেন। অথচ, হেডের শক্তিশালী জায়গাতে বেশিরভাগ বল রেখে গিয়েছেন সিরাজরা।

রোহিতরা ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনাল, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, অ্যাডিলেড টেস্টে থেকেও কোনও শিক্ষা নেননি। আর কবে নেবেন? প্রশ্নটাই দিনভর তুললেন প্রাক্তনরা। ইয়ান চ্যাপেলের কটাক্ষ, অ্যাডিলেডেই ভারতের দুর্বলতা সামনে এনে দেয় হেড। ব্রিসবেনেও যা জারি। আশঙ্কা, বাকি তিনদিনে তিন বছর আগে ভারতের ব্রিসবেন জয়গাথা ভেঙে খানখান হওয়ারও। আগামীকাল স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলতে চলেছে। হেড-ধাক্কা সামলে রোহিত ব্রিগেড আদৌ ঘুরে দাঁড়াতে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার।

জসপ্রীতকে বাঁদর বলে বিতর্কে ঈশা

ব্রিসবেন, ১৫ ডিসেম্বর : হরভজন সিং-অ্যান্ড্রু সাইমন্ডসের বিতর্কিত 'মাঙ্কিগেট'-এর ছায়া চলতি ভারত-অজি দ্বৈরথে। অবশ্য মাঠে নয়, মাঠের বাইরে। ইংল্যান্ডের মহিলা দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ধারাভাষ্যকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঈশা গুহর বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের শিকার জসপ্রীত বুমরাহ। ব্রেট লি-র সঙ্গে ধারাভাষ্যের ফাঁকে বুমরাহকে 'সর্বোত্তম বাঁদর' বলে বসেন ঈশা! দ্বিতীয় দিনের শুরুতে প্রথম স্পেলে দুই ওপেনারকে ফেরান বুমরাহ। প্রশংসায় ব্রেট লি বলেন, '৫ ওভারে ৪ রানে ২ উইকেট জসপ্রীত বুমরাহর। এটাই প্রাক্তন অধিনায়কের (পারথ সহ দুইটি টেস্টে নেতৃত্ব দেন বুমরাহ) থেকে আশা করা যায়।' এরপরই জবাবে ঈশার আলটপকা মন্তব্য। বলেন, 'হ্যাঁ ও হচ্ছে এমভিপি। তাই না? মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্রাইমেট।' ময়দানি ভাষায় এমভিপি বলতে মূলত মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ারই বোঝানো হয়। কিন্তু এমভিপি'র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাইমেট (বাঁদর শ্রেণিভুক্ত) বলে বসেন কলকাতার সঙ্গে যোগ থাকা প্রবাসী বাঙালি পরিবারের কন্যা ঈশা।

নজরে পরিসংখ্যান

১৯.৮১ টেস্টে ১৯০ উইকেট নেওয়ার পথে জসপ্রীত বুমরাহর বোলিং গড়। যা লাল বলের ক্রিকেটে ১৯০ উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে ১৪৭ বছরের ইতিহাসে সর্বনিম্ন।

১২ টেস্টে বুমরাহর এক ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নেওয়ার সংখ্যা। যা ভারতীয় পেসারদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক। শীর্ষে কপিল দেব (১৬টি)।

১০ এশিয়ার বাইরে বুমরাহর এক ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নেওয়ার সংখ্যা। যা ভারতীয় পেসারদের মধ্যে সর্বাধিক। টপকে গেলেন কপিল দেবকে।

১-২০১০ সালের পর বুমরাহ প্রথম সফরকারী বোলার যিনি অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টে তিন বা তার বেশিবার এক ইনিংসে ৫ উইকেট নিলেন।

১ স্টিভেন স্মিথ প্রথম ব্যাটার হিসেবে দুইটি আলাদা দেশের বিরুদ্ধে টেস্টে ১০ বা তার শতরান করলেন। ব্রিসবেনে ভারতের বিরুদ্ধে এদিন তিনি দশম শতরান পেলেন।

৩৩ টেস্টে স্মিথের শতরানের সংখ্যা। যা অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক। টপকে গেলেন স্টিভ ওয়াকে (৩২)। সামনে রিকি পন্টিং (৪১)।

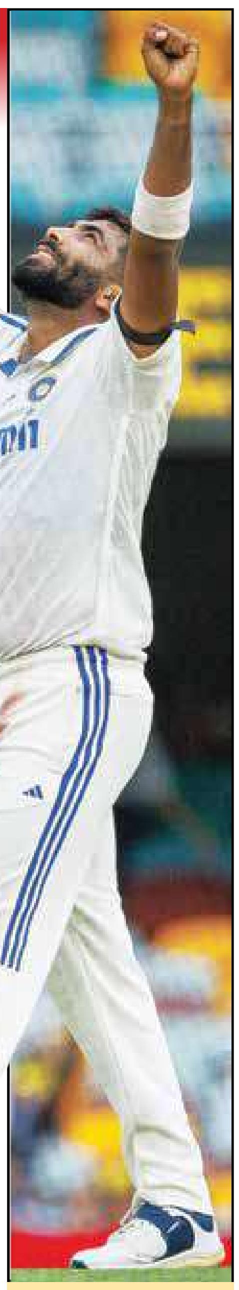

দিনের শেষে জসপ্রীত বুমরাহর ৫ উইকেট নেওয়ার স্বস্তি উচ্ছ্বাস।

অজুহাত দিতে ব্যস্ত মরকেল

ব্রিসবেন, ১৫ ডিসেম্বর : সাজঘরের পরিকল্পনা কাজে লাগানো যায়নি। টানা দুই দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। আজ বৃষ্টি হয়নি। জসপ্রীত বুমরাহ অসাধারণ। বিশ্বের সেরা বোলার। কিন্তু বাকিরা ওকে সাহায্য দিতে পারেনি। ইনিংসের ৫০-৮০ ওভারের মধ্যে বল নরম বা পুরোনো হয়ে যাওয়ার পর ভারতীয় পেসাররা সেই বলকে কাজে লাগাতে পারছে না।

অদ্ভুত যুক্তি। সৌজন্যে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মরনি মরকেল। গাব্বা টেস্টের প্রথম দিনের বেশিরভাগ সময় নষ্ট হয়েছিল বৃষ্টির কারণে। আজ দ্বিতীয় দিনের পুরো সময় খেলা হতেই ব্যাকফুটে টিম ইন্ডিয়া। স্টিভেন স্মিথ, ট্রাভিস হেডের জোড়া শতরানে গাব্বা টেস্ট থেকে হারিয়ে যাওয়ার পথে টিম ইন্ডিয়া। এমন অবস্থায় দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মরকেল অজুহাতের কানাগলিতে হাঁটলেন। ঠিক কী বোঝাতে বা বলতে চাইছিলেন, স্পষ্ট করতে পারলেন না। পাশাপাশি দলের বোলিং কোচ হিসেবে তিনি নিজে কীভাবে দায়িত্ব পালন করছেন, তা নিয়েও ধোঁয়াশা বাড়ালেন।

বুমরাহর দাপটে দ্বিতীয় দিনের শুরুটা দারুণ হয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার। তারপরই রোহিত শর্মাদের ম্যাচ থেকে হারিয়ে যাওয়ার শুরু। বোলিং কোচ মরকেলের কথায়, 'হেড দুর্দান্ত ফর্মে। আজ স্মিথও অসাধারণ ব্যাটিং করল। ওরা দুজনই বিশ্বমানের ব্যাটার। বড় ইনিংস খেলতে পারে, একথা আমাদের সবার জানা। কিন্তু আমরা ৫০-৮০ ওভার সময়ের মধ্যে নরম ও পুরোনো হয়ে যাওয়া বল সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারিনি। এই সময়টাতেই আমরা ম্যাচ থেকে অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছি। আমাদের অনেক উন্নতি করতে হবে এখানে।' কিন্তু কবে, কীভাবে হবে উন্নতি? বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি হাতছাড়া হয়ে গেলে? স্পষ্টভাবে কোনও জবাব মেলেনি মরকেলের থেকে। বরং তিনি বুমরাহকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে তাঁর সতীর্থরা সাহায্য করতে না পারার বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। মরকেলের কথায়, 'বুমরাহ আজ সকালের শুরুটা দারুণ করেছিল। প্রথম সেশনে তিনটি উইকেটও এসেছিল। কিন্তু তারপরই স্মিথ-হেডের পার্টনারশিপ সব পরিকল্পনা ঘেঁটে দিয়েছে। আসলে বুমরাহ যে চাপটা তৈরি করছে, বাকিরা তা ধরে রাখতে পারছে না।'

বোলিং ব্যর্থতার রকমারি অজুহাত। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ হিসেবে মরকেল কী করছেন, কৌশলে সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। ভারতীয় দলের বোলিং কোচের কথায়, 'আকাশ দীপ দুর্দান্ত বোলিং করেছে। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য কোনও উইকেট পায়নি। মহম্মদ সিরাজও খারাপ করেনি। আপনারা যদি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন, দেখবেন নতুন বলটা আমাদের বোলাররা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু বল একটু নরম ও পুরোনো হওয়ার পরই সেটা ব্যবহার করতে পারেনি। ফলে বুমরাহও একা পড়ে গিয়েছে।' ভারতীয় বোলারদের কোন জায়গায় উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে, মরকেল বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু কীভাবে সেই উন্নতি সম্ভব, তার দিশা দিতে পারেননি। তাছাড়া অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্টের সময়ও একইভাবে বোলারদের দৈন্য দশা সামনে এসেছিল। গাব্বাতেও সেই একই অভ্যাস ধরে রেখেছেন সিরাজরা।

বুমরাহ ছাড়া বোলার কোথায়, প্রশ্ন শাস্ত্রীর

মেলবোর্নে হয়তো আমি রোহিতকে বিঁধলেন ভাজ্জি

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শতরান পেয়ে স্টিভেন স্মিথ।

ব্রিসবেন, ১৫ ডিসেম্বর : পারথে ওয়াশিংটন সুন্দর। অ্যাডিলেডে রবিচন্দ্রন অশ্বীন। ব্রিসবেন টেস্টে রবীন্দ্র জাদেজা। স্পিন বিভাগে যেন 'রোটেশন পলিসি'। যা নিয়ে রোহিত শর্মাদের বিঁধলেন হরভজন সিং। মজার সুরে প্রাক্তন অফস্পিনারের শ্লেষ- 'মেলবোর্নে চতুর্থ টেস্টে জাদেজার জায়গায়হয়তো হরভজন!'

সোশ্যাল মিডিয়াতে আবার রোহিতের মুণ্ডুপাত চলছে। নেতৃত্ব থেকে সরানোর দাবিতে সরগরম নেটিজেনরা। পারথে জসপ্রীত বুমরাহর ইতিবাচক নেতৃত্ব প্রশংসা কুড়িয়েছে। পাশে রোহিতের একের পর এক ভুল পদক্ষেপ আগুনে ঘি ঢালছে।

এক ক্রিকেটপ্রেমী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, নেতৃত্বের দায়িত্বে উপযুক্ত নন রোহিত। ব্রিসবেনের ফলাফল যাইহোক না কেন, বাস্তব স্বীকার করে সরে যাক। অপর এক ভারতীয় ক্রিকেট অনুরাগীর মতে, টানা পাঁচটা টেস্ট হারতে চলেছে। অধিনায়ক রোহিতকে নিয়ে এবার ভাবা উচিত। কারওর মতে, ব্যাটে রান নেই। প্রভাব পড়ছে নেতৃত্বে। খেসারত দিচ্ছে দল।

গতকাল টসে জিতে রোহিতের ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত সমালোচিত হয়েছিল। দাবি, মেঘলা আবহাওয়াতে ব্যাটিং করার ভয়েই নাকি নেতিবাচক পদক্ষেপ। ব্রিসবেনে প্রথমে ব্যাটিং সবসময় অ্যাডভান্টেজ। রবিবাসরীয় গাব্বায় ট্র্যাভিস হেডের ব্যাট যত চওড়া হয়েছে, স্টিভেন স্মিথ যত ছন্দে ফিরেছেন, প্রশ্নটা আরও জোরালো।

হেডের বিরুদ্ধে রোহিতের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে হরভজনের দাবি, 'ট্রাভিস হেডের মতো কেউ যখন ক্রিজে আসে, সেরা বোলারকে আক্রমণে আনা উচিত। যদিও জসপ্রীত বুমরাহর বদলে নীতীশকুমার রেড্ডি, জাদেজাদের বল করিয়েছে রোহিত। এনিয়ে টানা তিন ইনিংসে হেডের বিরুদ্ধে ব্যর্থ বোলাররা। ইতিমধ্যে খেসারতও চুকোতে হয়েছে।'

স্পিনার-বাছাই প্রসঙ্গে হরভজন বলেছেন, 'প্রথম টেস্টে ওয়াশিংটন। দ্বিতীয় টেস্টে অশ্বীন। এখানে জাদেজা। প্রতি টেস্টে আলাদা আলাদা স্পিনার! এ তো স্পিনারদের ওপর অনাস্থা প্রকাশের শামিল। পরের মেলবোর্ন টেস্টে হয়তো খেলবেন হরভজন সিং!'

রবি শাস্ত্রী আবার তোপ দেগেছেন অতিরিক্ত বুমরাহ-নির্ভরতা নিয়ে। বলেছেন, 'প্রতি স্পেলে বল করবে এবং উইকেট এনে দেবে। বুমরাহর ওপর অতি-নির্ভরতাই সমস্যা। সিরিজ সবে মাঝপথে। এখনও মেলবোর্ন, সিডনি টেস্ট রয়েছে। কিন্তু মনে হচ্ছে, ভারতীয় দলে যেন একটাই বোলার- জসপ্রীত বুমরাহ। কিন্তু কতদিন এটা চলবে?'

সিরিজে এখনও পর্যন্ত ১৭ উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ। গড় ১১.৫২। বাকি ভারতীয় বোলারদের সংগ্রহ ১৯ উইকেট। গড় ৪১.৬৮। যে পরিসংখ্যানে তফাত পরিষ্কার। বলার কথা, অ্যাডিলেডে হারের পর রোহিতও বাকি বোলারদের ওপর কার্যত অনাস্থা দেখিয়ে বলেও ফেলেন, 'দুইদিক থেকে তো বুমরাহকে বোলিং করাতে পারব না।'

হেডের বিরুদ্ধে সিরাজরা যে লাইন-লেংথে বল করেছেন, অবাক রবি শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের যুক্তি, অফসাইডেই যদি বল রাখতে হয়, সেটাও ধারাবাহিকভাবে করতে হবে, ফিল্ডিংও সেইমতো সাজিয়ে। যদিও উলটোটা দেখা গিয়েছে। দুইদিকে বল করে হেডের কাজ আরও সহজ করে দিয়েছেন বোলাররা।

পজিটিভ মানসিকতাতেই বুমরাহর বিরুদ্ধে সফল : হেড

১৮ মাস পর শতরানে তৃপ্ত স্মিথ

ব্রিসবেন, ১৫ ডিসেম্বর : বারবার, লাগাতার!

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল, একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনাল, অ্যাডিলেডের গোলাপি টেস্ট, গাব্বায় চলতি টেস্ট- ভারতকে সামনে পেলেই একটু অন্যরকম হয়ে যান ট্রাভিস হেড। খুনে মেজাজে বিধ্বংসী ব্যাটিং করে টিম ইন্ডিয়াকে প্রথম ব্যাকফুটে ঠেলে দেন। পরে ম্যাচের দখল নিয়ে সেরার শিরোপা নিয়ে সামনে এগিয়ে যান। এভাবেই শেষ কয়েক বছর ধরে ভারতীয় বোলিংয়ের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছেন হেড।

গাব্বায় আজ জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজদের বিরুদ্ধেও হেড তাঁর ছন্দ ধরে রেখেছেন। নিট ফল, ব্রিসবেন টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষেই ব্যাকফুটে রোহিত শর্মার ভারত। হেড শিকাপের ওষুধ এখনও অজানা বুমরাহ-সিরাজদের। কীভাবে তিনি টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে বারবার সফল হন? সতীর্থ স্টিভেন স্মিথের সঙ্গে ২৪১ রানের পার্টনারশিপ গড়ার পাশে নিজে মায়াবী শতরান করে তাঁর সাফল্যের মন্ত্র দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরেছেন হেড। বলেছেন, পজিটিভ মানসিকতার পাশে তাঁর ফরোয়ার্ড ডিফেন্সের কথা। হেডের কথায়, 'বুমরাহ দুর্দান্ত বোলার। ওর হাতে দারুণ বাউন্সার রয়েছে। উইকেট নেওয়ার বৈচিত্র্যে ভরা একাধিক ডেলিভারিও রয়েছে। ওর শুরুর স্পেলের সময় আমি ভাগ্যবান ছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পজিটিভ মানসিকতা ও ফরোয়ার্ড ডিফেন্সে রদবদল করে ওকে সামলাই।' এখানেই থামেননি হেড। কীভাবে ভারতের বিরুদ্ধে এমন ধারাবাহিকতা দেখান তিনি, তার রহস্যও ফাঁস করেছেন। হেডের কথায়, 'ভারতের বিরুদ্ধে প্রায় নিয়মিতই খেলি আমরা। ওদের বিরুদ্ধে অতীতের বহু স্মৃতিও রয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে রান করতে পছন্দ করি। আসলে ভারতের বোলিংয়ে এত বৈচিত্র্য রয়েছে যে, ওদের বিরুদ্ধে রান করতে পারলে বাড়তি তৃপ্তি অনুভব করি।'

ব্রিসবেন টেস্টে হেডের দাপটের পাশে সমানভাবে প্রশংসিত হচ্ছে স্মিথের শতরানও। তাঁদের ২৪১ রানের পার্টনারশিপ টিম ইন্ডিয়াকে গাব্বায় অতল গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে। ১৮ মাস পর শতরান করে স্মিথ নিজেও তৃপ্ত। শুধু তাই নয়, গাব্বা টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে স্মিথ শেষ তিন বছর ব্যাটার হিসেবে তিনি কতটা চাপে ছিলেন, সেকথাও তুলে ধরেছেন। সঙ্গে বদলে যাওয়া কোকাবুরা বলের কথাও জানিয়েছেন। স্মিথের কথায়, '২০২১ সালে কোকাবুরা বলে কিছু টেকনিকাল বদল হওয়ার পর এই বলে রান করা সত্যিই কঠিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে শতরান করতে পেরে ভালো লাগছে। এই সেঞ্চুরি আরও বেশি স্পেশাল কারণ, ১৮ মাস পর শতরান পেলাম।' শেষ কয়েক বছরের মতো চলতি সিরিজেও রানের মধ্যে ছিলেন না স্মিথ। প্রবল সমালোচনার মুখেও পড়েছিলেন তিনি। ইনিংসের শুরুতে বুমরাহ-আকাশ দীপদের বিরুদ্ধে খুব একটা স্বস্তিতে ছিলেন না তিনি। স্মিথের কথায়, 'ইনিংসের শুরুটা ভালো হয়নি আমার। কিন্তু তারপর ক্রমশ মানিয়ে নিয়েছি। হেড আমার কাজটা অনেক সহজ করে দিয়েছিল আগ্রাসী ব্যাটিং করে। আসলে কেরিয়ারের কঠিনতম তিন বছরের শেষে এমন চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে শতরান করতে পেরে দারুণ লাগছে। যদিও খেলার এখনও অনেক বাকি।' বুমরাহ, আকাশের বোলিংয়ের প্রশংসাও শোনা গিয়েছে স্মিথের গলায়।

তুকতাক করতে বেল অদলবদল করেছিলেন মহম্মদ সিরাজ। সঙ্গে সঙ্গেই যা পুরোনো অবস্থানে ফিরিয়ে আনেন মার্নাস লাবুশেন। এর ঠিক পরের ওভারেই তিনি আউট হন।

অ্যাডিলেডেই ভারতের দুর্বলতা প্রকট হয়ে যায় : ইয়ান

ব্রিসবেন, ১৫ ডিসেম্বর : পারথে হার। অ্যাডিলেডে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন। ইয়ান চ্যাপেল মনে করেন, গোলাপি বলের টেস্টে প্যাট কামিন্সরা জয়ের সঙ্গে ভারতীয় দলের দুর্বলতা সামনে এনে দিয়েছে। চলতি সিরিজে যা নির্ণায়ক। পাশাপাশি মনে করেন সিরিজে মহম্মদ সামির না থাকা ভারতের জন্য দুর্ভাগ্য। সামি, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ-দারুণ পেস অ্যাটাক হত।

নিজের কলামে ইয়ান লিখেছেন, পারথে ভুলভ্রান্তি শুধরে নেওয়ার সুফল অ্যাডিলেডে পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। যশস্বী জয়সওয়ালকে আটকে দিয়ে শুরুতেই চাপ তৈরি করতে সক্ষম প্যাট কামিন্সরা। ভারতীয় ওপেনিং জুটি রান পেয়ে গেলে শক্তিশালী ভারতীয় মিডল অর্ডারের কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত। কিন্তু অ্যাডিলেডে তা হতে দেয়নি অজি বোলাররা। এখনও পর্যন্ত সিরিজে ঋষভ পন্থের বিরুদ্ধেও কার্যকর পরিকল্পনা দেখা গিয়েছে।

ইয়ানের মতে, ঋষভরা নন, ভারতের মূল মাথাব্যথা অধিনায়ক রোহিত শর্মার ব্যাটিং ব্যর্থতা। ভারত আশায় মিডল অর্ডারেই রোহিত তাঁর পুরোনো ছন্দ ফিরে পাবে। তবে অ্যাডিলেডের পর সিরিজের সমীকরণ বদলে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এখন এগিয়ে রয়েছে। ব্রিসবেনে ভারসাম্যে বদল ঘটে কিনা সেটাই দেখার। সিরিজের ফলাফলের ক্ষেত্রে চলতি টেস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন ইয়ান।

সিরাজের ফাঁদে পা, অখুশি হেডেন

ম্যাথু হেডেন আবার মার্নাস লাবুশেনকে নিয়ে অসন্তুষ্ট। আউটের আগের ওভারে উইকেটের বেল পরিবর্তন নিয়ে সিরাজের সঙ্গে অন্যরকম 'যুদ্ধ' চলে। সিরাজ কুসংস্কারবশত স্টাম্পের ওপরে রাখা বেল ঘুরিয়ে দেন। পালটা হিসেবে লাবুশেন বেলকে পুরোনো অবস্থানে ফেরান। কয়েক বল বাদে নীতীশকুমার রেড্ডির বলে আউট! হেডেনের দাবি, লাবুশেনের জায়গা তিনি থাকলে এসবকে পাত্তা দিতেন না। বোলারের দিকে তাকাবার প্রয়োজন মনে করতেন না।

সাইমন কাটিচ আবার হেডের সামনে দিশাহীন বোলিং নিয়ে সিরাজকে বিঁধলেন। প্রাক্তন অজি তারকার মতে, একদিকে ফিল্ডিং সাজিয়ে উলটো দিকে বোলিং করে গেছেন সিরাজ। বোবা-হাবার মতো বোলিং। মস্তিষ্কহীন ক্রিকেট।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **বর্ণালী,** মনে আছে আজ তোমার শুভ জন্মদিন (73)। জানি খুব ভালো আছো, ভালো থেকো - আবার দেখা হবে। - **ময়ূখ।**

ধোঁয়াশা চলছে সামি নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : ব্রিসবেন টেস্টে ব্যাকফুটে টিম ইন্ডিয়া। দলের বোলিংয়ের বেহাল দশা। জসপ্রীত বুমরাহ একা লড়াই করছেন। সতীর্থরা তাঁকে সাহায্য দিতে পারছেন না।

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিংয়ের পাশে বোলিংয়েরও বেহাল দশা সামনে আসার পর মহম্মদ সামিকে নিয়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে, বুমরাহর পাশে সামিকে প্রয়োজন ভারতের। কিন্তু তিনি কি আদৌ অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন? গতকালই আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য সামিকে রেখেই দল ঘোষণা করেছে বাংলা। ফলে মনে করা হচ্ছে, সামির মিশন অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাবনা কার্যত শেষ।

এমন পরিস্থিতির মধ্যেই আরও চমক হিসেবে সামনে এসেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের একটি সিদ্ধান্ত। জানা গিয়েছে, দলের রিজার্ভ বোলারের তালিকায় থাকা বাংলার মুকেশ কুমারের পাশে নভদীপ সাইনি ও যশ দয়ালকে দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গৌতম গম্ভীররা। অথচ, চলতি গাব্বা টেস্টের পর এখনও সিরিজের দুইটি টেস্ট বাকি রয়েছে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে যশ-নভদীপ-মুকেশদের দেশে ফিরে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অথচ, সামিকে নিয়ে একটি শব্দও খরচ করা হয়নি। কেন এমন হল? ভারতীয় ক্রিকেটমহলের অন্দরের খবর, আপাতত বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে থাকা সামির হাঁটুর সমস্যা কিছুতেই মিটছে না। টানা কয়েক ওভার বোলিং করলেই তাঁর হাঁটু ফুলে যাচ্ছে। তাই সামিকে অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য বিবেচনা না করে আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে নির্ধারিত থাকা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ভাবা হচ্ছে বলে খবর। সবমিলিয়ে সামি নিয়ে রহস্য ক্রমশ জমাট বাঁধছে ভারতীয় ক্রিকেটে। যার শেষ কোথায়, সামি কবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবেন, কিছুই স্পষ্ট নয় এখনও।

দেশে ফিরছেন যশ-নভদীপ

কলকাতায় খেলবেন হরমনপ্রীতরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : দীর্ঘ ৩৮ বছর পর কলকাতায় আন্তর্জাতিক হকি ম্যাচ হতে চলেছে। মার্চ মাসে হকি প্রো লিগ শেষ হওয়ার পর এই ম্যাচ আয়োজন করা হবে বলেই জানিয়েছেন হকি বেঙ্গলের সচিব ইস্তিয়াক আলি। তাঁর সঙ্গে হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি তায়েব ইকরা ও সচিব ভোলানাথ সিংয়ের এই বিষয়ে কথা হয়েছে। বাংলায় ইতিমধ্যে সল্টলেক ও ডুমুরজোলাতে দুইটি হকি স্টেডিয়ামের নির্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। ম্যাচটি সল্টলেকে নবনির্মিত হকি স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হবে। ১৯৮৬ সালে শেষবার মোহনবাগান মাঠে আন্তর্জাতিক হকি ম্যাচ হয়েছিল।

এদিনের সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ডুমুরজোলাতে মহিলা হকি অ্যাকাডেমি ও সল্টলেকে পুরুষদের জন্য হকি অ্যাকাডেমি তৈরি করা হবে। এছাড়া ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ঐতিহ্যশালী বেটন কাপ শুরু করার কথা জানানো হয়েছে হকি বেঙ্গলের পক্ষ থেকে। এবারের বেটন কাপে বিদেশি দল খেলতে পারে। বেটন শেষ হলে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে কলকাতা হকি প্রিমিয়ার লিগ শুরু হবে।

তেলেঙ্গানার বিরুদ্ধে সতর্ক বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : প্রথম ম্যাচে জম্মু ও কাশ্মীরকে হারিয়ে সন্তোষ অভিযান শুরু করেছে বাংলা। আজ দ্বিতীয় ম্যাচে আয়োজক তেলেঙ্গানার বিরুদ্ধে খেলতে নামছেন রবি হাঁসদারা। কোচ সঞ্জয় সেন বলেছেন, 'প্রথম ম্যাচে কি হয়েছে ভুলে পরের ম্যাচে মনসংযোগ করছি। তেলেঙ্গানা ঘরের মাঠে খেলবে। তাই ওদের মধ্যে বাড়তি তাগিদ থাকবে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।' তেলেঙ্গানার বিরুদ্ধে বাংলার তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন রবি হাঁসদা। দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন তিনি। এছাড়া অধিনায়ক নরহরি শ্রেষ্ঠা, ইসরাফিল দেওয়ানরাও দলকে ভরসা দিতে তৈরি। একদিন অন্তর ম্যাচ হওয়ায় এদিন খুব বেশিক্ষণ অনুশীলন করেনি বাংলা। বেশিরভাগ সময়টা ফিজিকাল ট্রেনিং করেছেন তাঁরা।

খেতাব রক্ষা কেবেডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : শীতের সকালে অনুষ্ঠিত হল টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা রোড রেস। এবার প্রতিযোগিতার আকর্ষণ ছিলেন প্যারিস অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী বেনসন কিপ্রুটো। অল্পের জন্য পোডিয়ামে উঠতে পারলেন না তিনি। শেষ করলেন চার নম্বরে।

খেতাব ধরে রাখতে পারলেন না ড্যানিয়ল এবানিও-ও। তিনি দ্বিতীয় হলেন। চ্যাম্পিয়ন ইথিওপিয়ার স্টিফেন কিসা। মহিলাদের আন্তর্জাতিক এলিট বিভাগে খেতাব ধরে রাখলেন সুতুমে কেবেডে। এবারও তিনি চ্যাম্পিয়ন। ভারতীয় পুরুষদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জজয়ী গুলভির সিং। ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে প্রথম সঞ্জীবনী যাদব। দ্বিতীয় বাংলার লিলি দাস। প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক দূত হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ইংলিশ ফুটবলার সল ক্যাম্পবেল। ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ঝুলন গোস্বামী প্রতিযোগিতার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেও মহিলা প্রিমিয়ার লিগের নিলাম থাকায় তিনি উপস্থিত হতে পারেননি।

পারলেন না এবানিও

সাইতে কলকাতা সাইক্লিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : শরীর সুস্থ রাখতে সাইকেল চালান। এই বার্তা নিয়েই শুরু হচ্ছে ফিট ইন্ডিয়া সাইক্লিং। আগামী ১৭ জানুয়ারি দিল্লিতে যখন এর উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য তখনই স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কলকাতা কেন্দ্রেও শুরু হবে এই সাইক্লিং। সকাল ৬.৩০ মিনিটে সাইয়ের প্রধান গেট থেকে শুরু হয়ে ৮ কিলোমিটার ঘুরে ফের সাইতেই শেষ। উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অলিম্পিয়ান সঞ্জয়কুমার রাই ও সুস্মিতা সিংহ রায়।

দৃঢ়তাই সম্পদ, মত মেরিনার্স শিবিরের

খেলায় সন্তুষ্ট নন মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : সাংবাদিক সম্মেলন ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়ে সার কথাটা বলে গেলেন। কোচদের কখনও সন্তুষ্ট হতে নেই। হলে দলের উন্নতি থমকে যায়।

হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে জয়ের পর উচ্ছ্বসিত হতে শেষ কবে দেখা গিয়েছে? নিশ্চিতভাবেই মাথা চুলকোবেন সমর্থকরা। উত্তরটা কিন্তু খুব সহজ। শনিবার রাতেই ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজামাত্রই তিনি প্রবল আবেগে লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরলেন টম অ্যালড্রেডকে। সমর্থকরাই বা বলবেন কীভাবে? তাঁরাও তো তখন উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছেন হারা ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট পেয়ে। না, মোলিনাকেও এতটা আবেগাপ্লুত হতে এর আগে সেভাবে দেখা যায়নি। সাংবাদিক সম্মেলনে এসেও খুশি লুকোতে পারলেন না। নিজে থেকেই বলে ফেলেন, 'অসাধারণ ম্যাচ, বলুন?' সত্যিই এক রোমাঞ্চকর থ্রিলার যেন। হারা ম্যাচ থেকে ৯৫ মিনিটে জয়ের গোল, তাও আবার এক ডিফেন্ডারের পা থেকে! এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে মারগাঁওতে কী হবে, তা সময়ই বলবে। তবে শনিবার রাতেই বড়দিনের বড় উপহার সমর্থকদের দিয়ে দিলেন জেমি ম্যাকলারেন-জেসন কামিংস-আলবার্তো রডরিগেজরা। যে জয়ের রাস্তা ৮০ মিনিটের পরিবর্তনে তৈরি করে দেন স্বয়ং কোচ।

উত্তেজক ম্যাচে জয় নিশ্চিত করে শুভাশিস বসু-আলবার্তো রডরিগেজরা।

যদিও এতকিছুর পরেও নিজের দলের খেলায় একেবারেই খুশি নন মোলিনা। তিনি স্বীকার করে নিলেন, 'ম্যাচের ফলে আমি খুশি। কিন্তু খেলায় নয়। একদমই ভালো খেলতে পারিনি আমরা। প্রচুর মিস পাস, ডিফেন্সের ভুল হয়েছে। দিনটা আমাদের ছিল না। সম্ভবত এই মরশুমের সবথেকে খারাপ ম্যাচ এটাই ছিল। কেরালা যথেষ্ট ভালো খেলেছে। ওরা প্রচুর সুযোগ তৈরি করেছে। তবে শেষপর্যন্ত ছেলেরা যে হাল না ছেড়ে চেষ্টা করে গিয়েছে সেটাই আমাদের ইতিবাচক দিক। ছেলেরা নিজেদের চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখাতে পেরেছে বলেই তিন পয়েন্ট নিয়ে ফেরা সম্ভব হয়েছে।' অন্যতম গোলদাতা কামিংসও বললেন, 'হ্যাঁ, একেকটা দিন যায় যেদিন কিছুই ঠিক থাকে না। আমাদেরও এটা এরকমই দিন ছিল। কিন্তু আমরা ম্যাচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হারি না। সেটাই এদিন কাজে লাগল।'

> ম্যাচের ফলে আমি খুশি। কিন্তু খেলায় নয়। একদমই ভালো খেলতে পারিনি আমরা। প্রচুর মিস পাস, ডিফেন্সের ভুল হয়েছে। দিনটা আমাদের ছিল না। সম্ভবত এই মরশুমের সবথেকে খারাপ ম্যাচ এটাই ছিল। কেরালা যথেষ্ট ভালো খেলেছে। ওরা প্রচুর সুযোগ তৈরি করেছে। তবে শেষপর্যন্ত ছেলেরা যে হাল না ছেড়ে চেষ্টা করে গিয়েছে সেটাই আমাদের ইতিবাচক দিক।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

মোলিনা নিজেদের ভুল প্রসঙ্গে কেরালার গোল দুইটির কথা বলেন, 'ওদের দুইটি গোলই আমাদের ভুলে। এরকম একেকটা দিন যায়। যেমন বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে আমরা সব ভুল করেছিলাম কিন্তু শোধরাতে পারিনি। কিন্তু এদিন পারলাম ত্রুটিগুলো ক্রমাগত শুধরে নিতে পারায়। আমার ছেলেদের উপর আস্থা আছে। ওরা আরও ভাল খেলবে।' তিনি আলাদা করে আলবার্তো ও আশিক কুরুনিয়নের প্রসংশা করে বলেন, 'দুর্দান্ত ফিনিশ করে অ্যালবার্তো আমাদের সবাইকে চমকে দিয়েছে। আশিকও খুব ভালো খেলেছে অল্প সময় মাঠে নেমেই। ওর গতি অসম্ভব ভালো। দুটি ক্রসই অসাধারণ রেখেছে। তবে ও একটু চোটপ্রবণ বলে ওকে একটু বুঝেশুনে ব্যবহার করতে হয়। দিমি আর ম্যাকলারেনও খুব ভালো খেলেছে।' তিনি সাহাল আব্দুল সামাদ, আপুইয়া, মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসোদেরও নাম করেন আলাদা করে।

তবু তিনি পুরোপুরি খুশি নন। তাঁর বক্তব্য, 'কোচ সন্তুষ্ট হলে ছেলেরা উন্নতি করবে কীভাবে?' হয়তো এই আত্মতুষ্টি না আসা ও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মানসিকতাই এই দলের বড় অস্ত্র। যা দিয়ে তারা ঘায়েল করে চলেছে পরপর প্রতিপক্ষকে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে হারের পর থেকে টানা অপরাজিত মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মাঝে একটা ওডিশা এফসি-র বিরুদ্ধে ড্র ছাড়া সাত ম্যাচে জয় লিগের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে দিল মোহনবাগানকে।

বাগানকে শুভেচ্ছা বৌমৌসের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : কলকাতাকে ভুলতে পারছেন না হুগো বৌমৌস। তাই ওডিশা এফসিকে জিতিয়েও তাঁর মুখে শুধুই কলকাতা ও এখানকার দলগুলির কথা।

তাঁর গোলেই জয়। স্বাভাবিকভাবেই চোখমুখে খুশি ধরা পড়ছিল। ম্যাচের পর তাঁর মানবিক দিকটাও ধরা পড়লো যখন স্বদেশীয় মাদিহ তালালকে সিঁড়ি দিয়ে টানেলে নামতে সাহায্য করলেন। তিনি এরকমই। নিজের মেজাজে থাকতে পছন্দ করেন। মিক্সড জোনে অবশ্য তাঁর কলকাতা বা বলা ভাল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের প্রতি ভালোবাসাই ধরা পড়লো যখন শুভেচ্ছা জানিয়ে বলে গেলেন, 'মোহনবাগান আমার পুরনো ক্লাব। ওদের জন্য আবেগ আছে। মোহনবাগানকে শুভেচ্ছা লিগে ভাল করার জন্য। এমনিতেও ওরা এক নম্বরেই আছে।' সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে বহুবার খেলেছেন। তবে মোহনবাগান তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার পর এই প্রথম কলকাতায় খেললেন। বৌমৌসের মন্তব্য, 'মোহনবাগানের হয়ে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারছিলাম আমরা কিভাবে ম্যাচটা বার করতে পারি। এর আগে বহুবার খেলেছি বলে এখানকার পরিবেশ-দর্শক-মাঠ সবকিছু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে। তবে মোহনবাগান ছাড়ার পর কলকাতায় এটাই আমার প্রথম ম্যাচ।' ম্যাচ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ইস্টবেঙ্গল বেশ ভাল খেলছিল। এবার এমনিতেই ওদের দলটা বেশ ভাল। কোচও খুব সুন্দর পরিচালনা করছেন। ১০ জন হয়ে যাওয়ার পরও লড়েছে। আমাদের কাছে কঠিনই ছিল ম্যাচটা। তবে শেষপর্যন্ত জিতে ফিরতে পেরে খুশি।'

শুধু দুই প্রধানই নয়, বৌমৌসের মুখে মহমেডানের কথাও। কলকাতার তৃতীয় প্রধাণ প্রসঙ্গে এই ফরাসি-মরোক্কান মিডিয়োর মন্তব্য, 'মহমেডান যে খারাপ খেলছে তা কিন্তু নয়। বেশ ভাল ভাল ফুটবলারও আছে। কিন্তু ওদের অভিজ্ঞতার অভাবই ওদের জিততে দিচ্ছে না।' তাঁর যাবতীয় বক্তব্যেই পরিস্কার কলকাতা নিয়ে এখনও বৌমৌসের হৃদয়ে।

ড্র করে আফসোস আর্তেতার

পয়েন্ট নষ্ট করলেও খুশি লিভারপুল কোচ

লিভারপুল ও লন্ডন, ১৫ ডিসেম্বর : শনিবার প্রিমিয়ার লিগে ফুলহামের বিরুদ্ধে দুইবার পিছিয়ে পড়েও ম্যাচ ড্র করেছে লিভারপুল। তাও দশজনে খেলে। স্বাভাবিকভাবেই দলের এই পারফরমেন্সে যথেষ্ট খুশি লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট। বলেছেন, 'জিরোনা ম্যাচে তিন পয়েন্ট এলেও দলের খেলায় খুশি হতে পারিনি। আর এদিন পয়েন্ট নষ্ট করলেও দল যেভাবে খেলেছে সেটা আমাকে খুশি করেছে।' একইসঙ্গে হোম ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করা নিয়ে চিন্তিত স্লট বলেছেন, 'ফুলহামের মতো দলের সঙ্গে নিজেদের মাঠে পয়েন্ট নষ্ট করা অপ্রত্যাশিত।'

১৭ মিনিটে অ্যান্ড্রু রবার্টসন লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার পর ১০ জনের লিভারপুল যে লড়াকু মানসিকতা নিয়ে খেলেছে তার প্রশংসা করেছেন স্লট। বলেছেন, এগিয়ে থাকাকালীন একজন লাল কার্ড দেখলে বাকি সময় রক্ষণে জোর দিয়ে ম্যাচ বের করে নেওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু এক গোলে পিছিয়ে থাকলে কাজটা কঠিন হয়ে যায়। আমরা সেই কঠিন কাজটাই করে দেখিয়েছি।' এদিন পরিবর্ত হিসাবে দিয়োগো জোটাকে নামিয়েই আসল চালটা দেন লিভারপুল কোচ। তাঁর গোলেই এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছে লিভারপুল। অল রেডসের হয়ে অপর গোলটি কোডি গাকপোর করা।

গোলের সুযোগ নষ্টে হতাশ সালাহ।

এদিকে, এদিন ম্যাচ ড্র করেছে আর্সেনালও। এভার্টনের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে গানাররা। পয়েন্ট নষ্টের পর আফসোস আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতার গলায়। তিনি মনে করছেন ম্যাচটা জেতা উচিত ছিল। বলেছেন, 'জেতার জন্য যা কিছু প্রয়োজন ছিল আমরা করেছি। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতেই ছিল। শুধু গোলটাই করতে পারিনি।'

দশজনে লড়ে হার মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০ | মুম্বই সিটি এফসি-১ (বিক্রম প্রতাপ)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব আর কবে জিতবে? মুম্বই সিটি এফসি-র কাছে ঘরের মাঠেও পরাজয়। তবে তফাতটা হল আগের ম্যাচগুলিতে একপ্রকার আত্মসমর্পণ করেছিল, এদিন কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়ে গেল। ডার্বিতে দশজনের ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে জেতার কোনও তাগিদ দেখা যায়নি মহমেডানের। কিন্তু এদিন দশজনে হয়ে যাওয়ার পর বাড়তি তাগিদ দেখা গেল অ্যালেক্সিস গোমেজ, কার্লোস ফ্র্যাঙ্কাদের মধ্যে। আসলে কোচ পরিবর্তনের আবহাওয়া তৈরি হওয়ার পাশাপাশি জানুয়ারিতে দলে বড়সড়ো পরিবর্তন আসছে এটা বুঝতে পেরেছেন ফুটবলাররা। তাই দলে টিকে থাকার জন্য এদিন নিজেদেরকে ছাপিয়ে গেলেন।

ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দল কিছুটা ঢিমেতালে শুরু করেছিল। গতবারের আইএসএস কাপ জয়ী মুম্বই দলের একাধিক ফুটবলার চলে যাওয়ায় দলটাকে ছন্দে দেখা যাচ্ছে না। তাও প্রথম গোলের সুযোগ পেয়েছিল মুম্বই। ১৬ মিনিটে গোলকিপার ভাস্কর রায়ের মিসপাস ধরে প্রায় গোল করে ফেলেছিলেন লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে। মহমেডানের প্রথম পজিটিভ মুভ ২২ মিনিটে। পেনাল্টি বক্সের মধ্যে রেমসাঙ্গার বাড়ানো বলে পা ছোঁয়াতে ব্যর্থ হন ফ্র্যাঙ্কা। ৩৫ মিনিটে ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখে দলকে বিপদে ফেলে দেন মহম্মদ ইরশাদ। এখানকার ফুটবলারদের মধ্যে দলের প্রতি দায়বদ্ধতার অভাবের চূড়ান্ত নিদর্শন তিনি। লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার পর তাঁকে দেখা গেল হাসিমুখে নিজের পরিবারের সঙ্গে ভিআইপি গ্যালারিতে সময় কাটাতে। ইরশাদ উঠে যাওয়ার পর রক্ষণ সামলাতে মাকান চোটেকে তুলে অমরজিৎ সিং কিয়ামকে মাঠে নামান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ।

দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায় মুম্বই সিটি। ম্যাচের একমাত্র গোলটি আসে ৪৯ মিনিটে। নাথান রডরিগেজের শট জোহেরলিয়ানার পায়ে লেগে ভাস্করের কাছে গেলে তিনি বল ফিস্ট করে বিক্রম প্রতাপ সিংয়ের সামনে ফেলেন। গোল করতে কোনও ভুল করেননি মুম্বইয়ের এই স্ট্রাইকারটি। এর মিনিট তিনেক পরে কর্নার থেকে পাওয়া বলে বিক্রমের শট কোনক্রওমে বাঁচান ভাস্কর। ৫৪ মিনিটে ইয়োয়েল ভ্যান নিফের দূরপাল্লার শট বাঁচিয়ে দেন উত্তরবঙ্গের এই ছেলেটি। গোল খাওয়ার পরে অবশ্য হাল ছাড়েনি মহমেডান। ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরের নেতৃত্বে আদিঙ্গারা রক্ষণে শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়াই করে গেলেন। অ্যালেক্সিস ও ফ্র্যাঙ্কাও সুযোগ পেলেই মুম্বই রক্ষণে হানা দিয়েছেন। এদিন একটা ভালো স্ট্রাইকার থাকলে ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট নিতে পারতেন তারা।

মহমেডান : ভাস্কর, জুইডিকা, ওগিয়ের, জোহেরলিয়ানা, আদিঙ্গা, কাশিমভ, ইরশাদ, অ্যালেক্সিস, রেমসাঙ্গা (বিকাশ), মাকান (অমরজিৎ) ও ফ্র্যাঙ্কা।

ভায়োকানোর সঙ্গে ড্র রিয়ালের

মাদ্রিদ, ১৫ ডিসেম্বর : লিগ শীর্ষে যাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু অ্যাওয়ে ম্যাচে রায়ো ভায়োকানোর সঙ্গে ড্র করে দ্বিতীয় স্থানেই থেকে গেল রিয়াল মাদ্রিদ। এমবাপে সহ প্রথম একাদশের সাতজন খেলোয়াড়কে ছাড়াই এই ম্যাচে নেমেছিল কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরা। ৩৬ মিনিটের মধ্যে উনাই লোপেজ ও আবদুল মুনিমের গোলে পিছিয়ে পড়ে লস ব্ল্যাঙ্কোসরা। তবে ৩৯ মিনিটে ফেদে ভালভের্দে ও ৪৫ মিনিটে জুডে বেলিংহাম গোল করে দলকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনেন। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৬ মিনিটে রিয়ালকে এগিয়ে দেন রডরিগো। তবে ৬৪ মিনিটে পালাজোনের গোলে সমতায় ফেরে রায়ো ভায়কানো।

ম্যাচের পর কোচ আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'এদিন আমরা বেশ কয়েকটি ভুল করেছি। না হলে ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিততাম। ডিফেন্সে অরিলিয়েন চৌয়ামেনি ও অ্যান্টোনি রুডিগার বেশ নির্ভরতা দিয়েছে। তবে ফুলব্যাকরা সেভাবে এদিন ছন্দে ছিল না।' তিনি আরও যোগ করেন, 'এদিন কিলিয়ান এমবাপে সহ সাতজন প্রথম একাদশের খেলোয়াড় ছিল না। পরিবর্তে যারা মাঠে নেমেছিল, দুরন্ত পারফরমেন্স উপহার দিয়েছে। এমবাপেরা ফিরে আসলে দল আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।' ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্তরূপে মাঠে নেমেছিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। তাঁর পারফরমেন্সে খুশি আন্সেলোত্তি। তিনি বলেছেন, 'ভিনি ভালো খেলেছে। বেশ কয়েকবার গোল করার চেষ্টাও করেছে।' এই ড্রয়ের সুবাদে ১৭ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট পেয়েছে রিয়াল। সমসংখ্যক ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে বার্সেলোনা।

নাম না করেও বোঝালেন ধোনির প্রতি ক্ষোভ যায়নি এখনও

স্টেডিয়াম চাই, প্রস্তাব ফের পাঠাতে বললেন মনোজ

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : জাতীয় দলের হয়ে শেষ খেলেছেন ২০১৫ সালের ১০ জুলাই। আইপিএলে শেষ ম্যাচ ২০১৮ সালে। তারপরও বাংলার অন্যতম সেরা ব্যাটার মনোজ তিওয়ারির জনপ্রিয়তা এতটুকু কমেনি। দুইদিনের শিলিগুড়ি সফরে আসা মনোজকে রবিবার সকালে মাল্লাগুড়ির একটি হোটেলে সংবর্ধনা দেন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তারা। সেখানেই সদ্য বিবাহিত তরুণী নতুন বরকে নিয়ে তাঁর সামনে হাজির হয়ে যান সেলফি নিতে। এই সময় তাঁকে যতটা সাবলীল লাগছিল ঠিক ততটাই অস্বাচ্ছন্দ্য লাগল শিলিগুড়িতে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের কথা শুনে। সঙ্গে অবাক করে দুইবারের রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ জানালেন এখনও তিনি জানেন না কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে কেন ক্রিকেট হয় না।

ক্রিকেট স্টেডিয়াম নিয়ে মনোজ বলেছেন, 'লিখিত প্রস্তাব পাঠাতে হবে। সেই কপি আমাকে দিলে এই ব্যাপারে এগোতে পারব। মন্ত্রীসভায় আমার সিনিয়ার অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলে দেখব এখানে কোনও প্রতিনিধি দল পাঠানো যায় কিনা।' পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা অবশ্য বলেছেন, 'শিলিগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিনবার শহরে স্টেডিয়াম চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। একবার উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি মারফত, দ্বিতীয়বার গৌতম দেব পর্যটনমন্ত্রী থাকার সময় তাঁর মাধ্যমে, আরেকবার রবীন্দ্রনাথ ঘোষ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী থাকাকালীন। মেয়র গৌতম দেব ও পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামীর সঙ্গে আলোচনা করে মনোজ তিওয়ারি কথা মতো আবারও স্টেডিয়ামের জন্য আবেদন করব।'

১০ বছর ধরে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন থেকে ফুটবলের কারণে ক্রিকেট নির্বাসিত।

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফে সংবর্ধনা মনোজ তিওয়ারিকে। রবিবার।

তারপরও এদিন মনোজ বলেছেন, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ক্রিকেট কেন বন্ধ তা জানতে আমি তদন্ত চাইব।' আশ্চর্য তিনিও কম হননি। যখন শুনলেন চাঁদমণি মাঠ, যেখানে এখন প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ চলছে, সেই মাঠে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সম্ভাবনা দেখেছিলেন তৎকালীন ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই মাঠে এখন অবশ্য ক্রীড়া পরিষদ প্রথম ডিভিশন লিগের খেলোয়াড়দের জলের চাহিদা মেটাতেই খাবি খাচ্ছে। এক্ষেত্রে মনোজ তিওয়ারির যুক্তি অবশ্য অদ্ভুত। বলেছেন, 'সৌরভ এই দর্শন ছিল ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে, রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে নয়।' তবে ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, স্টেডিয়ামের দাবির সঙ্গে সৌরভের এই সার্টিফিকেটও জুড়ে দেওয়ার। সেই সঙ্গে শিলিগুড়ির ছেলে ঋদ্ধিমান সাহার কোনও প্রস্তাব থাকলে সেটা জুড়ে দিলে আবেদনের জোর বাড়বে।

কিন্তু মনোজের দীর্ঘদিনের সতীর্থ ঋদ্ধি কি কখনও তাঁর কাছে শিলিগুড়িতে স্টেডিয়ামের আবদার করেছেন? ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর উত্তর, 'নিয়মিত আমাদের কথা হয় না। গত বছর পর্যন্ত আইপিএল নিয়ে ব্যস্ত ছিল।' আন্তর্জাতিক কেরিয়ার প্রত্যাশিত উচ্চতায় ওঠার জন্য মহেন্দ্র সিং ধোনির ওপর তাঁর ক্ষোভ যে এখনও যায়নি সেটা নাম না করে আরও একবার বুঝিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শতরান করে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হওয়ার পর ১৪ ম্যাচ জাতীয় দলে সুযোগ পাইনি। এরপর আবার যখন ডাক পেলাম ৪ উইকেট নিয়েছি, ৬৫ রান করেছি। তারপর তো বাতিলই করে দেওয়া হল। তাই অন্যায় দেখলে, কারও প্রতি অন্যায় হলে আমি প্রতিবাদ জানাই। এজন্যেই হয়তো অনেকে আমাকে ঝগড়ুটে ভেবে ফেলে।'

তাঁর এই প্রতিবাদী চরিত্রের কোনও সুবিধা কি শিলিগুড়ির ক্রিকেট পাবে?

মুম্বইয়ের সিমরন শেখ খেলবেন গুজরাট জায়েন্টসে।

ডব্লিউপিএলে কোটিপতি বস্তির মেয়ে সিমরন

মুম্বই, ১৫ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) অখ্যাতদের কোটিপতি হওয়ার অনেক উদাহরণ রয়েছে। এবার মুম্বইয়ের ধারাভির বস্তি থেকে উঠে আসা সিমরন শেখ মহিলাদের আইপিএলে কোটিপতি বনে গেলেন। রবিবার ছিল ডব্লিউপিএলের মিনি নিলাম। যেখানে দিল্লি ক্যাপিটালসকে টপকে ১০ লক্ষের বেস প্রাইসে থাকা সিমরনকে গুজরাট জায়েন্টস ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকায় কিনে নেয়। শৈশবে পার্কে ক্রিকেট খেলার জন্য সিমরনকে অনেক তিরস্কার শুনতে হয়েছিল। এদিনের পর ২২ বছরের সিমরনই 'টক অফ দ্য টাউন' হয়ে উঠেছেন। গত বছর ইউপি ওয়ারিয়র্সের হয়ে ডব্লিউপিএলে অভিষেক হয়েছিল সিমরনের। যদিও ইউপি এবারের রিটেনশন তালিকায় সিমরানকে রাখেনি। এদিন বেঙ্গালুরুতে নিলাম টেবিলে উঠতেই ভাগ্য বদলে গেল সিমরনের।

নিলামে চমকে দিয়েছেন তামিলনাড়ুর ১৬ বছরের অলরাউন্ডার জি কমলিনীও। তাঁকে ১.৬ কোটিতে তুলে নেয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। অক্টোবরে মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি২০-তে ৮ ম্যাচে ৩১১ করে কমলিনী তামিলনাড়ুর খেতাব জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। টুর্নামেন্টে ১০টি ছক্কা মারা কমলিনীর বিস্ফোরক ব্যাটিং আলোচনায় এসেছিল।

হেক্টরকে খেলানোর চেষ্টা পাঞ্জাব ম্যাচে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের আগে বেকায়দায় ইস্টবেঙ্গল। ঝুঁকি নিয়েই হেক্টর ইউস্তেকে খেলানোর চেষ্টা লাল-হলুদ থিংকট্যাংকের। রবিবার হালকা অনুশীলন করতে দেখা গেল হেক্টরকে। তবে এদিন মাঠে এলেও মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। মাঠের ধারেই গা ঘামান তিনি। এই পরিস্থিতিতে রিজার্ভ দলের দুই ফুটবলারকে ডাকা হয়েছে সিনিয়ার দলের অনুশীলনে। যা পরিস্থিতি মাঝমাঠে সৌভিক চক্রবর্তীর সঙ্গে জুটি বাঁধতে পারেন শ্যামল বেসরা। এছাড়া আক্রমণে ক্লেইটন সিলভার সঙ্গে পিভি বিষ্ণু ও দুই প্রান্তে নাওরেম মহেশ সিং এবং নন্দকুমার শেখরের খেলার সম্ভাবনাই বেশি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা শ্যাম সারেন - কে

18.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99K 85346 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে জানাই এমন একটি প্রকল্প পরিচালনা করার জন্য যা সাধারণ মানুষকে কোটিপতিতে পরিণত করে। ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের পর আমার আনন্দ সীমাহীন বৃদ্ধি পেয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।